

উপনিষদঃ

প্রথম খণ্ডঃ

ঈশা-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুক্ত-মুক্তোক্তি ষট্

FLOOD-28011 AFFECTED
NABADWIP ADARSHANATHAN

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদি গ্রন্থপ্রণেতুঃ

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

‘শঙ্করকৃপা’-নাম-টীকয়া ‘প্রবোধক’ নাম-বঙ্গানুবাদেন চ সমেতঃ

শ্রীমদ-বেদাচাৰ্য্যোণ স্বৰ্গগতেন

সত্যব্রতসামশ্রমিণা সংশোধিতাঃ

৭৫৪৫

পঞ্চম-সংস্করণম্

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

২০৪. ১০২১৪
শ্রীশ-৩৩/৩৮
১০৪

NABALWIPADARJUNATHAGAR

Acc No ৭৫৪৫ Di ২৫/৪/৮

লাক্ষ্মিশান প্রেস

২১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

শ্রী ব্রজনাথ দাস বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

বেদ—অবধাতীত কাল হইতে বংশ ও গুরুপরম্পরায় আগত দেবস্তুতি, যজ্ঞতপশ্চাদিবি বিদান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাত্মিক। বচনা-বগীর নাম বেদ। গুরুপদেশ-অবগুরুপ উপায়ে বেদ রক্ষিত হইয়া শাসিতেছে, এই জন্ত ইহার অপব নাম ক্ষতি।

বেদের বিভাগ—বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ‘মন্ত্র’ ও ‘ব্রাহ্মণ’। মন্ত্রভাগ মৌলিক, ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ দেবস্তুতি ও যজ্ঞাত্মক বচন আছে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রদোগবিদি, এবং তদ্ব্যতীত অনেক অবাস্তব বিষয় আছে। পদ্য, গান ও গদ্য, এই তিন প্রকার বচনা-পদ্যগীতী অন্তর্গত মন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম ঋক, ঐত্তাত্মক মন্ত্র সাম ও গদ্যাত্মক মন্ত্র যজুঃ। হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু, জেজের এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিক বা পুরোহিতের কাব্যমৌল্যবোধ জন্ত সন্তুষ্টঃ বেদমন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগানুসারে বেদমন্ত্রের অপর নাম ‘ত্ৰয়ী’। ঋক, সাম, যজুঃ ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। যজুঃবেদ ‘শুক্ল’ ও ‘কৃষ্ণ’ ভেদে দুই স্বতন্ত্র সংহিতায় বিভক্ত। বেদত্রয় বিভাগের বহু কাল পূর্বে অনেক মন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আবিষ্কারক বা সংগ্রাহক ঋষি অথর্বাব নামানুসারে এষ্ট সকল মন্ত্র ‘অথর্ববেদ’ রূপে পরিচিত হয়। সংহিতাভেদে ব্রাহ্মণগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি দেশ ও কালভেদে মত্বাধ্যায়িগণের যে সকল শাখাভেদ হইল সেই সকল শাখাভেদেও ব্রাহ্মণের ভিন্নতা আছে। ব্রাহ্মণ-সমূহের অভ্যুত্থবে, অথবা স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, কতিপয়

বেদাংশ আছে যাহাদের নাম ‘আরণ্যক’। বানপ্রস্থ বা অরণ্যবাসী সাধকগণের ঐ গ্রন্থ এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়। বাহ্যোপকরণ-বিহীন মানস যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করাই ‘আরণ্যকের’ বিশেষ উদ্দেশ্য। ‘ব্রাহ্মণ’ বা ‘আরণ্যকের’ ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম ‘উপনিষদ’। কিন্তু কোন কোন ‘উপনিষদ’, অন্ততঃ একটী, ‘ঈশা’, সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। উপনিষদের প্রকৃতি ও বিভাগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বলা হইবে। বৈদিক সাহিত্যের চারি বিভাগ ‘মন্ত্র’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদের’ মধ্যে ‘উপনিষদ’ সর্বশেষ, এই জ্ঞাত উপনিষদের নামান্তর ‘বেদান্ত’ অর্থাৎ বেদের অন্তভাগ, অথবা ‘অন্ত’ শব্দের অন্ত অর্থ গ্রহণ করিলে ‘বেদান্ত’ অর্থ বেদান্তের মীমাংসা বা সারমর্ম।

‘উপনিষদ’-এর অর্থ—‘উপ’ ও ‘নি’ পূর্বক ‘সদ’ ধাতুতে ‘ক্টিপ্’ প্রত্যয়যোগে ‘উপনিষদ’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দের ধাত্বর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে ‘সদ’ ধাতুব ‘বিনাশ’ অর্থ গ্রহণ কবিয়া, “বদ্ধারা অবিদ্যা ও বাসনা বিনষ্ট হয়” ‘উপনিষদের’ এই অর্থ কবেন। ‘উপ’ এই উপসর্গের ‘নিকট’ অর্থ, ‘নি’ এই উপসর্গের ‘বিশেষরূপ’ অর্থ, এবং ‘সদ’ ধাতুর ‘গমন’ অর্থ গ্রহণ করিলে ‘উপনিষদ’ শব্দের এই অর্থ সিদ্ধ হয়—“যাহা গুরুতর নিকট বিশেষরূপে গমন করিয়া শিক্ষা করা যায়”। ধাত্বর্থ যাহাই হউক, ‘উপনিষদ’ শব্দে সাধারণতঃ গভীর ও গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ—জনশ্রুতি অনুসারে ১০৮ খান। উপনিষদ আছে। ‘উপনিষদ’ নামধারী গ্রন্থের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। ‘উপনিষদ’ যখন বেদান্ত, বেদের অংশ, তখন ‘উপনিষদ’ নামধারী কোন গ্রন্থের উপনিষদত্ব স্বীকার করিবার পূর্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক কোন মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকে ইহার

স্থান আছে কি না। 'ঈশা', 'কন', 'কঠ', 'তৈত্তিরীয়', 'ঐতরেয়', 'কৌষীতকি', 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যকে'র সেই স্থান নিঃসন্দিগ্ধ। এই জন্ত ইহাদিগকে বলা হয় 'বৈদিক উপনিষদ্'। 'প্রশ্ন', 'মুণ্ডক', 'নাণ্ডকা', 'শ্বেতাশ্বতর', 'মৈত্রী' প্রভৃতি উপনিষদের এই স্থান সন্দিগ্ধ, কিন্তু ইহারা বৈদিক উপনিষদের ভাবানুযায়ী এবং প্রসিদ্ধ ঋগি-প্রণীত বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় 'আর্য উপনিষদ্'। 'জাবান', 'রামতাপনী', 'নৃসিংহতাপনী' প্রভৃতি উপনিষদ্, যাহা বেদের ভাবানুযায়ী নহে; যাহাতে কোন দেবতা বা পৌরাণিক পুরুষকে বর্ণনাবতর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মূর্তিপূজাব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, একপ গ্রন্থকে বলা হয় 'সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্'। 'অল্লোপনিষদ্' প্রভৃতি গ্রন্থ, যাহাতে আত্মব্রহ্ম-বহির্ভূত মত সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় 'কৃত্রিম উপনিষদ্'। সুতরাং 'উপনিষদ্' নামে বৈদিক, আর্য, সাম্প্রদায়িক ও কৃত্রিম, এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত। প্রকৃত বেদান্তমত স্থির করিবার পক্ষে প্রথম দুই শ্রেণীর উপনিষদই গ্রহণ-যোগ্য। আমাদের সম্পাদিত দ্বাদশ খানা উপনিষদ্‌ই এই শ্রেণীদ্বয়ভুক্ত।

বৈদিক ব্যাখ্যা—এখন এই খণ্ডে প্রকাশিত ছয় খানা উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। উপনিষদের মত উপনিষদে কুত্রাপি যুক্তির সহিত ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপনিষদ্ যুগের পর দার্শনিক যুগে উপনিষদ্-ব্যাখ্যায়ক আচার্য্যগণ এরূপ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গদ্য উপনিষদ্‌গুলিতে,—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে—অল্লাধিক স্পষ্ট বৈদিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদের

ভূমিকায় সংক্ষেপে এরূপ ব্যাখ্যা দিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের প্রণীত “শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনে” এই ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে সেরূপ ব্যাখ্যার ইঙ্গিত-মাত্র দেওয়া যায়, সম্ভাষকর কিছু বলা অসম্ভব।

ঈশোপনিষদ্।—এই উপনিষদ্ গুরু যজুর্বেদ-সংহিতার শেষ ভাগে নিবিষ্ট হইয়াছে। ‘কৃষ্ণ’ ও ‘শুক্ল’ যজুর্বেদের ভেদ সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি আছে। তাহা হইতে সত্য নির্ণয় অতি কঠিন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা এমন মিশ্রিত আকারে ছিল যে কোনটা মন্ত্র আর কোনটা ব্যাখ্যা তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইত না। এষ্ট অস্পষ্টতা বশতঃ ইহাকে ‘কৃষ্ণ’ আখ্যা দিয়া এক জন ঋষি ভিন্ন যজুর্মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ‘শুক্ল’ অর্থাৎ স্পষ্ট অথ এক সংহিতা প্রস্তুত করেন। এই সংগ্রাহকের নাম বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি পূর্বের কৃষ্ণ যজুর্বেদ-প্রবর্তক বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। পরে উদ্ভাগক আকণির শিষ্য হন। ‘বাজসনেয়’ অর্থ বাজসনিব বংশোদ্ভব। ঈশোপনিষদের প্রথম শব্দ ‘ঈশা’ হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই উপনিষদ্টি সংক্ষিপ্ত হইলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চ। ইহার কোন কোন শ্রুতি নানা স্থানেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম হইতে ৮ম শ্রুতি পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও তার ফল উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদিনী। ইহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন সত্য বস্তু, জগৎ ও জীব তাঁহার অন্তর্গত, তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার সত্য সত্যবান্। কিন্তু লৌকিক মত তাহা নহে। লোকে মনে করে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অসংখ্য বস্তু আছে। এই অজ্ঞানতা দূর করিবার জগু এই উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন এই সমস্তকে—যাহা কিছু স্বতন্ত্র ও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়,—

ঈশ্বরদ্বারা ঢাকতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্ব কি রূপে বোঝা যায় তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাঠক পাইবেন আমাদের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ উপনিষদ্ ‘কৌষীতকি’তে। কৌষীতকির তৃতীয়াধ্যায়ে ঈশ্বর প্রতর্দনকে বুঝাইয়াছেন যে জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ‘ভূতমাত্রা’ ও ‘প্রজ্ঞামাত্রা’, আপাততঃ স্বতন্ত্র বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে স্বতন্ত্র নহে, একই বস্তু। এই এক বস্তুর বাহিরে কিছু নাই। ইহাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, ইহাই আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত। এই তত্ত্ব বুঝিলে ও উপলব্ধি করিলে,—বিষয়বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের স্বতন্ত্রতাবোধ ত্যাগ করিলে, ব্রহ্মকে সর্বময় একমাত্র সত্য বস্তু রূপে ধারণা করিলে,—ঘৃণা, শোক ও মোহের অতীত হওয়া যায়। উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের দুই বকম ব্যাখ্যা,—নির্বিশেষ ও বিশিষ্ট। এক ব্যাখ্যা বলে সমস্ত ভেদ মিথ্যা, অণু ব্যাখ্যা বলে ভেদ সত্য, কিন্তু মূল অভেদের অন্তর্গত ও অবিরোধী। বৃহত্তর উপনিষদগুলি না পড়া পর্য্যন্ত পাঠক এই ব্যাখ্যা-ভেদ ভাল বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের সম্পাদিত বৃহদারণকের ভূমিকায় এই ব্যাখ্যাভেদ সংক্ষেপে বুঝান হইয়াছে। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় বিভাগে, ২ম হইতে ১৪শ শ্রুতি পর্য্যন্ত, জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় উপদেশ করা হইয়াছে। সমুচ্চয়বাদীরা বলেন একই সাধকে জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চিত অর্থাৎ মিলিত হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। আচার্য্য শঙ্কর সমুচ্চয়বাদী নহেন, তিনি সন্ন্যাসবাদী। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ হইলে কর্ম-সন্ন্যাস করা উচিত। জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না। তিনি এই ভাবেই এই সকল শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ঋষির অভিপ্রায় সমুচ্চয়। আমরা তাঁহার অভিপ্রায় যেরূপ বুঝিয়াছি সেরূপ ভাবেই তাঁহার উক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছি। তিনি

জ্ঞানছাড়া কর্ম এবং কর্মছাড়া জ্ঞান উভয়ই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু জ্ঞানহীন কর্মদ্বারাও অর্থাৎ কেবল পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দ্বারাও মানুষের হৃদয়ের ও কর্মশক্তির একটা প্রসার হয়। কর্মহীন জ্ঞানদ্বারা, সন্ন্যাসদ্বারা, সে সেই প্রসার হইতে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহা বুঝিয়াই তিনি “ততো ভূয় ইব তে তমঃ” ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন। শঙ্করের দ্বারা একান্ত জ্ঞানের পক্ষ-পাতী হইয়া নিকট এই জাতীয় কথা অপ্রীতিকর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা হউক, এই উপনিষদের তৃতীয় বিভাগে, ১৫শ ও ১৬শ শ্রুতিতে, ঋষি তাঁহার দেবতায় বিশ্বাস অনুসারে, অথচ অদ্বৈতবাদের সহিত সাম্যজ্ঞান রক্ষা করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ হিরণ্যময় পুরুষের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ‘ছান্দোগ্যের’ দ্বিতীয়াধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে পাঠক এই পুরুষের বিশেষ বিবরণ এবং ‘ব্রহ্মসূত্রে’র প্রথমাধ্যায় প্রথমার্শের ২০শ ও ২১শ সূত্রে ইহার বিচার পাইবেন। ১৭শ ও ১৮শ শ্রুতিতে মৃত্যুর প্রাক্কালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তব দেওয়া হইয়াছে।

কেনোপনিষদ্—সামবেদের শাখাবিশেষের প্রবর্তক ঋষি তলবকার। তাঁহার নামে এই উপনিষদ্ অভিহিত। ইহার প্রথম শব্দ ‘কেন’ অনুসারে ইহার নামান্তর ‘কেনোপনিষদ্’। ‘ঈশোপনিষদ্’ প্রসঙ্গে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এই উপনিষদের প্রথম খণ্ডে তাহাই কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। লোকে চক্ষুদ্বারা যাহা দেখে, শ্রোত্রদ্বারা যাহা শুনে, প্রাণ বা দ্ব্যণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা আত্মাণ করে, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা যাহা উচ্চারণ করে, মনদ্বারা যাহা চিন্তা-করে, কেবল তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং উপাস্ত্র দেবতাকে এই সকল বিষয়ের সদৃশ বলিয়া কল্পনা করে। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সসীম, দেশকালে সীমাবদ্ধ, সুতরাং তাহা অনন্ত ব্রহ্মবস্তু নহে।

ঋষি বলিতেছেন, যে-বস্তু মানুষের মধ্যে থাকতে মানুষ দেখে, শুনে, আঘাণ করে, বাক্য উচ্চারণ করে, এবং এই সকল বিষয় চিন্তাকরে, সেই বস্তুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞেয়বস্তু, ব্রহ্ম নহে, জ্ঞানের বিষয়ী, যে জ্ঞাতা, সেই ব্রহ্ম। কিন্তু আমাদের জ্ঞেয় বিষয় যেমন সীমাবদ্ধ, আমাদের জ্ঞাতৃত্ব ও কি তেমনি সীমাবদ্ধ নহে? জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতার বাহির হইতে আসে এবং জ্ঞাতার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। বিষয় যেমন দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন, বিষয়ীও তেমনি, দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। মানুষে মানুষে জ্ঞানের তারতম্য আছে, মানুষে দেবতায় আরো তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের জ্ঞানই সসীম। স্বতরাং নিজের জ্ঞাতৃত্ব বা দেবতার জ্ঞাতৃত্ব জানিলেই যে সমাক্রমে অনন্ত ব্রহ্মকে জানা হইল তাহা নহে। একরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অসমাক্রম ঋষি দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই যে আমরা বিষয় ও বিষয়ীর, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, ভেদ করি, সীমা করি, ইহাতেই এক অভেদ অসীম বস্তু প্রকাশিত হন। জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞেয় অর্থহীন, সত্তাহীন, জ্ঞেয়কে ছাড়িয়া জ্ঞাতাও অর্থহীন, সত্তাহীন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় একটী অভেদ অসীম বস্তু প্রকাশিত হন, ভেদ ও সীমা তাঁহার অন্তর্গত, স্বগত, তিনি ভেদ ও সীমাব্য অতীত। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্ব, বিশ্বাত্মা, আমাদের আত্মাব আত্মা, অন্তরাত্মা। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াতে বিষয়-বিষয়ী-সমন্বিত যে বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহার বাহিরে, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, যাহা আছে বলিয়া চিন্তাকরি, বিশ্বাস করি, তাহা এই বিশ্বাত্মার, এই অন্তরাত্মার, অন্তর্ভূত বলিয়াই ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, অন্য কোন প্রকারে ভাবা ও বিশ্বাস করা অসম্ভব। সসীম কেবল অসীমের আংশিক প্রকাশ রূপেই অর্থবান্ ও সত্তাবান্, অন্য কোন রূপে নহে। যাহাকে ‘অংশ’ বলি তাহা পূর্ণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য,

পূর্ণ তাহাতে বর্তমান। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের আখ্যায়িকা যে একটি রূপক তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র অর্থাৎ মেঘ বা বজ্রের শক্তি, এবং আমরা প্রত্যেকে যাকে নিজ স্বাধীন শক্তি বলিয়া অহংকৃত ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন হই, সেই শক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি। হিন্দুগণসদৃশ গান্ধীর্ষ্যপূর্ণ মৌল্যপূর্ণ স্থানে আসীন জ্ঞানী প্যানী সাধকদের চিত্তে প্রাচুর্য্ভূতা উমা অর্থাৎ জীবের রক্ষাকর্ত্রী ব্রহ্মসিদ্ধার প্রসাদেই আমরা ব্রহ্মের পরিচয় পাই, এই মহাসত্য শিক্ষা দেওয়াই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। অগ্নি ও বায়ু শক্তি ব্রহ্ম প্রত্যাহার করিলেন, তাঁহারা একটি তৃণমাত্রও দখল করিতে বা স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহাদের শক্তি তাঁহাদের নিজায়ত্ত নহে। তাঁহাদের তাহা বুঝিবার চেষ্টা নাই, ব্রহ্ম-বিদ্যা অজ্ঞানের উপযোগী শ্রমশীলতা নাই। কিন্তু ইন্দের সম্মুখ হইতে ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেও তিনি জিজ্ঞাসা হইয়া সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসা ও সহিষ্ণুতার ফলে 'হৈমবতী উমার' সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রত্যহ শত সহস্র স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। প্রতি রাত্রিতে স্বপ্নের অবস্থায় আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি প্রত্যাহৃত, লুপ্তায়িত, হইয়া যায়। কোথায় যায়, কোথা হইতে ফিরিয়া আসে, কত অল্প লোক তাহার অনুসন্ধান করে? যাহারা করেন তাঁহারা নিজ আত্মাতে পরমাত্মা, অন্তরাত্মা, সাক্ষাৎ দর্শন পান।

কটোপনিষদ্—ইহা কৃষ্ণ যজুর্বেদের 'কঠ' শাখার অন্তর্গত। ইহা একটি অপূর্ব দীর্ঘ রূপক। বাজ্রশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের ফল লাভের ইচ্ছা তাঁহার অবশ্যই ছিল। কিন্তু ধর্ম্মাহুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, যে আন্তিক্যবুদ্ধি, থাকি আবশ্যক, তাঁহাতে তাহার

অভাব ছিল। তাহা বোঝা গেল যখন তিনি যজ্ঞের ঋত্বিকদিগকে এমন গো দান করিতে লাগিলেন যাহারা—

‘পীতোদকা জঙ্ঘতুণা দুশ্বদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ’।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক সাধুচিত্ত পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইল। নিজেকে পিতার সম্পত্তি ও দানের উপযুক্ত বস্তু মনে করিয়া, পিতার মঙ্গলার্থে তিনি নিজেকে দিতে চাহিলেন। ‘কঠৈশ্চ মান্দাস্তসি?’ তিন বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ‘মৃত্যবে ত্বা দদামি’। স্বস্থ গোদানে বাহার অনিচ্ছা, উপযুক্ত পুত্রকে সে কিরূপে দিবে? কিন্তু নচিকেতা পিতাকে তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে একান্ত অনুরোধ করিয়া যমগণয়ে প্রেরিত হইলেন। সেখানে যমের অন্তঃস্থতিবশতঃ তিন দিন অনভ্যর্থিত থাকিয়া যমের প্রত্যাগমনে তাঁহার নিকট তিনটি ববেব প্রতিশ্রুতি পাইলেন। নচিকেতার প্রার্থিত প্রথম দুই বর, (১) পিতাব ক্ষমালাভ, (২) যজ্ঞেব অগ্নিচরনের প্রণালী, তিনি সহজেই পাইলেন। তৃতীয় বর, আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান, চাওয়াতে মৃত্যু নানা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ববপ্রার্থী এই বরলাভের উপযুক্ত কি না, তাহা পবীক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে তিনি অনেক প্রলোভন দেখাইলেন এবং এই বরের স্থানে অন্য বব চাহিতে বলিলেন। নচিকেতা যদি কেবল সাময়িক কৌতুহল বশতঃ এত বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, ক্ষুদ্র সসীম বাহ্য বস্তুতে যদি তিনি তৃপ্ত থাকিতেন, তবে এই সকল প্রলোভনে তিনি ভুলিয়া যাইতেন, যেমন সংসারে অনেক লোকই ভুলিয়া যায়। কঠিন প্রশ্ন কবিয়াও সেই প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার ও অনুসরণ করিবার শক্তি ও সহিষ্ণুতা অনেকেরই নাই। কিন্তু নচিকেতা ভুলিলেন না। বিশেষতঃ দেবলোকে যাইয়া, যমরাজের ন্যায় উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া, ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া ফিরিয়া

আসা তাঁহার কাছে বড়ই অবিবেচনা কাজ বলিয়া বোধ হইল। তিনি দৃঢ়রূপে বলিলেন এই বরের বদলে আর কোন বর তিনি চান না। কাজেই বম তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। রূপকটার ভাব এই যে সাফাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে মানুষ যে যজ্ঞ বা ঈশ্বরোপাসনাাদি করে, তাহা যদি কেবল সামাজিক আচার রূপে না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করে, তবে তাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটা স্বযোগ নিজের মৃত্যু বা আপন লোকের মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। এরূপ স্থলে মৃত্যুই অমৃতত্বের শিক্ষা দেয়। ‘রূপকের ‘নচিকেতা’র অর্থ যজ্ঞান্নি, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য দেবপূজা, যাহা প্রাচীন কালে এদেশে জ্ঞান লাভের প্রাক্কালীন অল্পত্রেয় ধর্মরূপে প্রচলিত ছিল। এখন তাহার আকার পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা হউক কন্মপ্রধান ধর্ম যে আকারই ধারণ করুক, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্মিত হইলে সাফাং জ্ঞানমূলক ধর্মের দিকে লইয়া যায় এবং মৃত্যু বা অন্ম গুরুর সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হয়। কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মজ্ঞান যে প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে কতিপয় ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নাই। এই ইঙ্গিতগুলির মধ্যে প্রথমাদ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীতে ১৮শ শ্রুতি একটি প্রধান। ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ’ ‘জ্ঞানবান্ আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই’; এই বাক্যটি বোবার উপর ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভর করে। আত্মাতেই ব্রহ্মের সাফাং প্রকাশ। এই প্রকাশ না দেখিলে ঈশ্বরাস্তিত্বের অন্ম যত প্রমাণ আলোচনা করা যাক তাহাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মে না, এবং জন্মিলেও সেই বিশ্বাস সাফাং অল্পভূতিতে পরিণত হয় না। আত্মার সঙ্গে কালের সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যায় আত্মা কালপ্রবাহের অতীত; স্মরণ্য তাহার উৎপত্তিও নাই,

বিনাশও নাই। কালে তাহার আবির্ভাব আছে, তিরোভাবও আছে, কিন্তু তাহার পক্ষে জন্ম মরণ অর্থহীন। আত্মা যেমন কালপ্রবাহের অতীত, তেমনি দেশবিভাগেরও অতীত। দেশ ও দেশের বিভাগ অবিভক্ত আত্মার আশ্রিত; আত্মা অনন্ত. অখণ্ড। দেশস্থিত সমস্ত বস্তুই আত্মার আশ্রিত, সমস্তই অরূপের রূপ।

“একে বশী সর্বভূতান্তরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি”। (৫। ১২)

এই জাতীয় শ্রুতিতে কঠোপনিষদ্ পরিপূর্ণ, কিন্তু আত্মার সহিত দেশেব সম্বন্ধ জ্ঞানবিপ্লেষণদ্বারা না বুঝিলে এই সত্যের স্পষ্ট ধারণা হয় না। এই বিষয়ে এই ভূমিকায় ইতিপূর্বে কতক বলা হইয়াছে; পবে যথাস্থানে আবে বলা হইবে। আত্মার মূল এক হ'ও অখণ্ড হ'ও এবং অবাস্তব ভেদ বোঝাই উপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ বোঝার মূল কথা।

প্রশ্নোপনিষদ্—এই উপনিষদে অনেক অদ্বান্তর বিষয় আছে, বিশেষতঃ কতিপয় পাবিভাষিক শব্দ আছে, যেমনকি বোঝা কঠিন, কিন্তু না বুঝিলে বিশেষ ক্ষতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের দুই স্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। চতুর্থ প্রশ্নে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, জ্ঞানপ্তির আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে জ্ঞানপ্তিতে জীবাত্মা তাহার সমস্ত জ্ঞান লইয়া পবমান্নাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার প্রমাণ এই ভূমিকায় ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। জাগ্রৎ হ'ও জ্ঞেয়, বিদ্যদ্বী হ'ও বিদয়, পরস্পরসাপেক্ষ। জাগ্রৎছাড়া জ্ঞেয় থাকে, জ্ঞেয়ছাড়া জাগ্রৎ থাকে, ইহা অর্থহীন। স্বতরাং জ্ঞানপ্তিতে, যে অবস্থায় সসীম জ্ঞাতা হ'ও জ্ঞেয়ের ব্যক্তভাব নাই, তাহাতে যদি ইহারা অনিদ্র অসীম পরমান্নাতে না থাকিত, তবে জাগ্রতে ইহাদের পুনঃ প্রকাশ অসম্ভব হইত। স্বতরাং ঋষি পিপ্পলাদ এস্থলে একটা খুব পাকা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

যষ্ঠাধ্যায়ের লয়বাদ গ্রহণযোগ্য বোধ হয় না। উপনিষদের এক শ্রেণীর ঋষি যে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এবং পরে তাহা বিশেষরূপে দেখান হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে যখন সুষুপ্তির অস্ত্রে সসীম আত্মা ও তাহার ব্যক্তিগত সসীম জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন ইহাই প্রমাণ হয় যে জীবাত্মার ‘কলা’ অর্থাৎ ভেদ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না, পরমাত্মাতে তাহা নিত্য রূপে বর্তমান থাকে।

মুক্তকোশনিষদ্—‘মুক্তক’ অর্থ ক্ষুর। যেমন ক্ষুর নিঃশেষ রূপে কেশ ছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ্ নিঃশেষরূপে অবিদ্যা দূর করে, এই অর্থে ইহার নাম ‘মুক্তক’। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার অনুমান করেন এই উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদী কোন বৌদ্ধ শ্রমণের রচিত, তাহাতেই ইহার নাম ‘মুক্তক’ অর্থাৎ ‘মুক্ত-মস্তক’, ‘নেড়া’—বৌদ্ধশ্রমণের অবজ্রাসূচক নাম। এই অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ইহাতে বৌদ্ধ-মতের অনুরূপ লয়বাদ আছে বটে, কিন্তু তাহা অন্যান্য উপনিষদেও আছে, তাহা এক শ্রেণীর উপনিষদ্ ঋষির গৃহীত মত। যাহা শুটুক, উপনিষদ্ খানা উৎকৃষ্ট ও শ্রুতিমধুর শ্লোকে পূর্ণ। আমাদের স্মৃতির সাহায্যে ইহা পড়িলে ইহাতে উপদিষ্ট সত্যগুলি সহজেই বোঝা যাইবে, বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। ২।১ টী কথা বিশেষ ভাবে বলা যাইতে পারে। প্রথমটি আছে ব্রহ্মার কথা। বেদান্তের ব্রহ্ম পুরাণের চতুঃস্থ খণ্ড বিগ্রহবান্ ব্রহ্ম নহেন। দেশাতীত কালাতীত পরব্রহ্মের দেশে কালে প্রকাশকে উপনিষদ্ ‘ব্রহ্ম’, ‘অপবব্রহ্ম’, ‘কাব্যব্রহ্ম’, ‘হিরণ্যগত’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। দেশ কাল ও দেশ-কালস্থিত অসংখ্য গুণ বা বিজ্ঞান অব্যক্ত ভাবে পরব্রহ্মে বর্তমান, এই

অর্থে পরব্রহ্ম নিগূর্ণ। তিনি দেশে কালে অসংখ্য বিজ্ঞান-সমন্বিত
রূপে ব্যক্ত, এই অর্থে তিনি সগুণ, এই অর্থেই তিনি ব্রহ্মা,—‘বিশ্বস্ত
কর্তা ভুবনস্ত গোপ্তা’।

আর একটি কথা পশ্চাদ্ধম ও গতিধর্ম। এই বিষয় মুণ্ডকে সংক্ষেপে
বলা হইয়াছে, বৃহত্তর গদ্য উপনিষদগুলিতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা
শাছে। কথাটা এই যে যাহারা কেবল কর্মকাণ্ডের ধর্ম লইয়াই
জীবন যাপন করে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে না, তাহারা দেহাস্ত
‘পিতৃগান’ পথে পিতৃলোক বা দেবলোকে যায় এবং পুণ্যফল ভক্ষ্য হইলে
পুণ্যভোগেব কর্মফলাভাসাবে উচ্চ বা নীচ যোনিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।
যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা সাধন করেন তাহারা ‘দেবযান’ পথে
ব্রহ্মলোকে যান। সেই লোক পবব্রহ্মলোক কি অপবব্রহ্মলোক এই
বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহারা বলেন তাহা পবব্রহ্মলোক, তাহাদেব
মতে সেই লোকে চিরবাস অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আব কিছু নাই।
যাহারা বলেন যেই লোক অপবব্রহ্মলোক, তাহাদেব মতে ‘পরাত্তকালে’
অর্থাৎ কল্পান্তে অপবব্রহ্মলোক সঙ্গে তয়োকবাসী জীবগণ পবব্রহ্মে গমন
করেন। প্রমোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয়
শ্লোক পড়িলে পাঠক দেখিবেন ‘প্রশ্ন’ ও ‘মুণ্ডক’ এই বিষয়ে একমত।
অত্র মত ‘কৌষীতকি’ ও ‘ছান্দোগ্যে’ পাঠ্যেন। আমাদের “শাস্ত্রীয়
ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনের” বিশ্লেষণে পশ্চাদ্ধম ও গতিধর্মের বিস্তৃত
আলোচনা আছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্—মাণ্ডুক্য শ্রমির নামে এই উপনিষদ্
প্রসিদ্ধ। ইহাতে আত্মার চারিটি অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, শুষুপ্তি ও
চতুর্থ বা ‘তুর্বায’—বর্ণিত হইয়াছে এবং ওঁকারের অ, উ, ম এই তিন
মাত্রা এবং অমাত্র একীভূত ওঁকারের সহিত ইহাদেব তুলনা করা

হইয়াছে। এই উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চ। আচার্য্য গোড়ানাদ ইহা ব্যাখ্যা করিয়া একটা কারিকা লিখিয়াছেন। তদনুশিষ্য শঙ্কর উপনিষদের সঙ্গে এই কারিকারও ভাষ্য লিখিয়াছেন। রাজা রামমোহন বায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতে এই উপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বৃদ্ধিবার পক্ষে এই সকল লেখা বিশেষ সহায়। ইতিপূর্বে এই ভূমিকায়, বিশেষতঃ ‘কেনোপনিষদ্’ ব্যাখ্যায়, যাহা বলা হইয়াছে, তাব'পরে এই উপনিষদ্ ব্যাখ্যান আর অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। সংক্ষেপে কিছু বলিব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সূক্ষ্মপ্তি, আগ্নায় এই তিন অবস্থা কোন্ আত্মার অবস্থা? পরমাত্মার না জীবাত্মার? “সমং হি এতদ্ ব্রহ্ম”, হৃতবাৎ পবনাত্মার বাহিবে কিছুই নাই, তাঁহার জ্ঞানে আবির্ভাব, তিবোভাব, আদা-যাওবা, নাই; তাহাব জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থাব ক্রমাগত জ্ঞানের আবির্ভাব-তিবোভাব হয়, স্মৃতি-বিস্মৃতির পরিবর্তন হয়। যাহার ভিতরে সমস্ত আছে তাঁহার পক্ষে একদম চৈতন্য অসম্ভব, অর্থহীন। কেবল সন্নীম জীবাত্মা পক্ষেই এই সকল ঘটনা সম্ভব। স্তবরাৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সন্নীম জীবাত্মাব অস্তিত্ব নিঃসন্দিক্ত। অন্নীমের ভিতরে সন্নীমের স্থান কিরূপে হয় তা বৃষ্টিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না, বলিয়া সন্নীমকে অসং, মিথ্যা, বা ব্যাবহারিক বলা অত্যন্ত অমৌক্তিক। বৃষ্টিতে পারি নাই বা কেমন করিয়া বলি? সন্নীম-অন্নীম পরস্পরে আপেক্ষিক শব্দ। অন্নীমছাড়া সন্নীম যেমন অর্থহীন, সন্নীমছাড়া অন্নীমও তেমনি অর্থহীন। যাহা হউক, জাগ্রৎ অপেক্ষা স্বপ্ন ও সূক্ষ্মপ্তি সন্নীম জীবাত্মার প্রকৃত অস্তিত্বের আরো স্পষ্টতর প্রমাণ। স্বপ্নে যে বহিজ্জগৎ একেবারে অজ্ঞাত হইয়া যায় ইহা উপনিষৎকারই স্বীকার

করিতেছেন। হৃষীকেশে ‘বহিঃপ্রজ্ঞা’, ‘অন্তঃপ্রজ্ঞা’, উভয়ই লুপ্ত হইয়া যায়। কাহার পক্ষে লুপ্ত হয়? সসীম জীবাত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে এই লোপ অসম্ভব, অর্থহীন। এই লোপকে মাণ্ডুকাচার ‘একীভূত’, ‘প্রজ্ঞানঘন’ বলিতেছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব? যেখানে প্রজ্ঞা নাই সেখানে ‘প্রজ্ঞানঘন’ও নাই। ছান্দোগ্যে (৮।১১।১২) ইন্দ্রবাক্যে, আনাদের আপত্তি সমর্থিত হইয়াছে। এরূপ শৃণুময় অবস্থাকে মাণ্ডুকা ‘সক্ষেপ্তর, সর্বজ্ঞ, অন্তঃসারী’ কিরূপে বলিতেছেন? তার পরে তিনি চতুর্থ অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তো প্রায় সমস্তই অভাবাত্মক। এত অভাবাত্মক বর্ণনার পর ‘একাত্মপ্রত্যয়-সার’, ‘শিব’, ‘বিজ্ঞেয়’ এই সমস্ত বিশেষণই অর্থহীন। বস্তুতঃ চতুর্থ অবস্থা বাহ্য, — অসীমের অবস্থা, অসীমের স্বরূপ, — তাহাতে কোন অভাব কল্পিত হইতে পারে না, তাহাতে দেশ, কাল, গুণ, বিজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, সমস্তই নিঃশেষকপে আছে, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। দেবগণ প্রজাপতি, ইন্দ্র ও মনংকুমার, এবং রাজগণ প্রবাহণ ও চিত্র তাহাই বলিয়াছেন। এই বিশিষ্টাঐদেত, অর্থাৎ বিশেষযুক্ত ঐদেত, বহু-সমন্বিত এক, অসংখ্য ভেদ যাহার অন্তর্ভূত এমন অভেদ, এই মতই বিস্তৃত যুক্তিসম্মত মত বলিয়া বোধ হয়। কাব্যতঃ এই মতই জ্ঞান, ভক্তি, কাম্য, সর্ববিধ সাধনের দৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তি। নির্বিশেষ ঐদেতবাদের উপর কোনও সাধনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

টীকাৰূপে মঙ্গলাচরণম্

পবাস্থানং নমস্কৃত্য চিদানন্দং পরাংপরম্ ।
 ব্রহ্মবিজ্ঞা-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতৃন্ নমাম্যহম্ ॥
 ভাষ্যসিদ্ধুং বিমলৈশ্চৈব শঙ্করস্ত মহাত্মনঃ ।
 উক্ততা বহুলায়াসাদ্ বিন্দুমাাত্রামুতোপমা ॥
 দণ্ডাশ্ব-সমায়ুক্তা সরলা চ শ্ৰবোধিনী ।
 টীকা প্রচাষ্যতে লঘুী 'শঙ্কররূপা'-নামিকা ॥
 মতভেদ-সমাকীর্ণং তাত্প্ৰ। সৰ্বং বিচারণম্ ।
 শব্দবাক্যার্থমাত্রাদ্বি লভ্যা ব্যাখ্যা ইহোক্ততা ॥
 ভাষ্যকারেণ চাত্ত্বতা বহুখা অত্র কীর্তিতাঃ ।
 তস্মাদ্ যত্র মতানৈক্যাং তচ্চ প্রাযঃ প্রদর্শিতম্

অনুবাদ—চিদানন্দ পরাংপর পরমাশ্রমকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা-
 সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতাদিগকে নমস্কার করি। মহাত্মা শঙ্কবাচার্যের ভাষ্যসিদ্ধু
 মহনপূর্বক বহু আয়াসে অমৃততুল্য এক বিন্দু উদ্ধার করিয়া দণ্ডাশ্বযুক্তা,
 সরলা, সহজবোধ্যা ও সংক্ষিপ্তা 'শঙ্কররূপা'-নামী একটি টীকা রচনা
 ও প্রকাশ করিলাম। উপনিষদেব শব্দ ও বাক্যের অর্থ আলোচনা

করিলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এই টীকায় কেবল তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে, মতভেদ-সমাকীর্ণ সমুদায় বিচার পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষাকার যে সকল শব্দ ও বাক্যের অর্থ দেন নাই এমন অনেক শব্দ ও বাক্যের অর্থও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যে যে স্থলে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতটি আমাদের মতের অনৈক্য তাহাও প্রায়ই প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে টীকা ও বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থান, উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রত্যেক উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা-সম্বলিত একটী দীর্ঘভূমিকা এই সংস্করণে দেওয়া হইল। আশা করি ইহাতে উপনিষদ্ অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গপক্ষে সুগমতর হইবে।

২১০।৩২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা, ১৭শ পৌষ, ১৩৭৩।

সম্পাদক

স্বর্গীয়া শ্রীমতী দেবী নগেন্দ্রবালার উদ্দেশে

গ্রন্থোৎসর্গ

যিনি অনন্ত-জীবন পথে পান্ডুনিবাস-রূপ আমার গৃহে
আমার পত্নীরূপে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন,

যিনি গার্হস্থ্য জীবনের সমুদায় কর্তব্য বিশ্বস্তরূপে সম্পাদন
করিয়া বিধাতার আস্থানে উচ্চতর লোকে গমন করিয়াছেন,

যিনি ইহ-জীবনেই উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান লাভ
করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মযোগের মধুর আশ্বাদন অনুভব
করিয়াছিলেন,

যিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞা হইয়াও সংস্কৃত শ্লোকের
রসাস্বাদনে সমর্থ ছিলেন,

‘কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ’ প্রভৃতি বচনগুলি
যাঁহার অতীব প্রিয় ছিল,

যিনি অত এখানে বর্ত্তমান থাকিলে এই পুস্তকের প্রচারে
অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন,

যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই টীকা ও অনুবাদ রচিত
হইয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নামে এই গ্রন্থদ্বয় ভক্তিভাবে
উৎসর্গীকৃত হইল ।

অনুক্রমাণকা

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
দৈশোপনিষদ্	... ১-৮	
ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার ফল ১-৮
জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় ২-১৪
সূর্য্যামণ্ডলবাসী পুরুষ ১৫, ১৬
মৃত্যুকালীন চিন্তা ও অগ্নিস্থিতি ১৭, ১৮
কেনোপনিষদ্	... ২-১৩	
প্রথম খণ্ড	... ২-১২	
বন্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা...		১-৮
দ্বিতীয় খণ্ড	... ১২-১৪	
ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব ১-৫
তৃতীয় খণ্ড	... ১৫-১৯	
বন্ধবিদ্যার উপাখ্যান ১-১১
চতুর্থ খণ্ড	... ১৯-২৩	
বন্ধবিদ্যার উপাখ্যান ১-৬
উপনিষদ্-বিদ্যার ভিত্তি ও ফল ৭-৯
কঠোপনিষদ্	... ২৫-৮৩	
প্রথমাধ্যায়ে প্রথম বাল্লী	... ২৫-৪১	
নচিকেতার উপাখ্যান ১-২৯
প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বাল্লী	... ৪২-৫৪	
শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ ১-৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
সদগুরুর আবশ্যকতা ৭—১১
ব্রহ্ম অধ্যাত্মযোগ-গ্রাহ ১২, ১৩
ওঁকারালম্বন ১৪—১৭
আত্মা জন্মমৃত্যুর অতীত ১৮—২২
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপা ও পবিত্রতালভা... ২৩—২৫
প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বর্গী	... ৫৫—৬১	
ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ ১, ২
রথ, রথী, অশ্ব ও গম্য স্থান ৩—৯
বস্তুর গুরপরিম্পরা ১০—১২
সাদনকর্ম ও সাদনফল ১৩—১৫
নাচিকৈতার উপাখ্যান পার্শ্বের ফলশ্রুতি ১৬, ১৭
দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বর্গী	... ৬২—৬৮	
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ১, ২
অশ্ব ও বিভূ আত্মা ৩—৫
প্রথমজ্ঞ অগ্নি বা হিরণ্যগভ ৬—৮
ব্রহ্ম সর্ষকারণ ও সর্ষব্যাপী ৯—১১
অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ১২, ১৩
জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল ১৪, ১৫
দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বর্গী	... ৬৯—৭৫	
একাদশ দ্বারযুক্ত নগর ১
হংসবতী ঋক্ ২
আত্মা প্রাণ ও অপানের আশ্রয় ৩—৫
জ্ঞান ও কাম্মান্তসারিণী গতি ৬, ৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
ব্রহ্ম চিরজাগ্রত ও সর্বলোকাত্ময়	৮
ব্রহ্ম বিশ্বরূপী ও বিশ্বাতীত	৯—১১
ব্রহ্মদর্শন স্থখ ও শাস্তির নিদান	১২, ১৩
ব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতি	১৪, ১৫
দ্বিতীয়ধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ...	৭৬—৮৩	
সংসাররূপ অস্থখ ও তৎকাষণ	১ ৬
ব্রহ্ম উদ্ধত বজ্রের গায় ভয়ানক	১, ৩
ব্রহ্মজ্ঞানাভাবে পুনর্জন্ম	৪
ব্রহ্মজ্ঞানের তারতম্য	৫, ৬
ব্রহ্মজ্ঞান অমৃতত্বের হেতু	৭—৯
যোগসাধন	১০, ১১
অস্তীতি ও তত্ত্বভাব	১১, ১৩
কামনামুক্তি ও একলাভ	১৪—১৬
উপসংহার	১৭, ১৮
প্রশ্নোপনিষদ্ ...	৮০—১১৫	
প্রথম প্রশ্ন ...	৮৪—৯১	
ঋষি পিঙ্গলাদ ও তাঁহার ছয় শিষ্য	১—৩
প্রাণ ও রয়ি	৪—৮
দ্বিতীয় প্রশ্ন ...	৯২—৯৭	
ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণেব শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক উপাখ্যান	১—৪
প্রাণস্থতি	৫—১৩
তৃতীয় প্রশ্ন ...	৯৮—১০৩	
প্রাণের পঞ্চ বিভাগ	১—১২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	অতি-সংখ্যা
চতুর্থ প্রস্ত	... ১০৪—১১০	
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃতি ১—১১
পঞ্চম প্রস্ত	... ১১১—১১৪	
উৎকর্ষসাধনের ফল ১—৭
ষষ্ঠ প্রস্ত	... ১১৫—১১৯	
যোড়শকল পুরুষ ১—৪
কলালয় ও অমৃতত্ব ৫—৮
মুণ্ডকোপনিষদ্	... ১২০—১৫৪	
প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড	... ১২০—১২৪	
ব্রহ্মবিচার গুরুপারম্পর্যা ১,২
পরা ও অপরা বিদ্যা ৩—৫
সৃষ্টিপ্রকরণ ৬—৯
প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড	... ১২৫—১৩১	
বৈদিক কশ্ম ও তাহার ফল ১—৬
জ্ঞানহীন কশ্মের নিন্দা ৭—১০
জ্ঞানমার্গ ১১—১৩
দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড	... ১৩২—১৩৬	
ব্রহ্ম বিশ্বকারণ ও বিশ্বরূপ ১—১০
দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড	... ১৩৭—১৪২	
ব্রহ্মেব লক্ষণ ও প্রণবযোগে ব্রহ্মসাধন ১—১১
তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড	... ১৪৩—১৪৮	
জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ১,২
ব্রহ্মবিদের লক্ষণ ৩,৪

বিষয়	পৃষ্ঠাক	শ্রুতি-সংখ্যা
ব্রহ্ম সত্যদ্বারা লভা	৫, ৬
ব্রহ্ম চিত্তশুদ্ধি ও ধ্যানদ্বারা লভা	৭—১০
তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড ...	১৪৯—১৫৪	
সকাম ও নিকাম ভাবের ফল	১, ২
ব্রহ্ম তৎকুপা ও যত্নদ্বারা লভা	৩—৫
কলালয় ও মূর্তি	৬—৯
ব্রহ্মবিজ্ঞান-দানবিধি	১০, ১১
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ...	১৫৫—১৬১	
আত্মার পাদচতুষ্টয়	১—৭
ঔকারের মাত্রাচতুষ্টয়	৮—১২

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাশ্চমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্মশ্চিদ্রনম্ ॥ ১ ॥

কুৰ্ব্বান্নোবেহ কস্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নাশ্র্যথোতোহস্তি ন কস্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

‘জগত্যাং’ ব্রহ্মাণ্ডে ‘যং কিঞ্চ’ যৎ কিঞ্চিং ‘জগৎ’ চলৎ প্রপঞ্চভূতম্
অস্তি, ‘ইদং সৰ্বম্’ ‘ঈশা’ ঈশ্বরেণ ‘বাশ্চম্’ আচ্ছাদনীয়ম্, — সৰ্বম্ ব্রহ্মময়ম্
ইতি জ্ঞাত্বা বিষয়বুদ্ধিঃ ত্যাগ্যা ইতি ভাবঃ । ‘তেন ত্যক্তেন’ বিষয়বুদ্ধি-
ত্যাগেন [পরমাআনম্] ‘ভুঞ্জীথাঃ’; কিঞ্চ ‘তেন’ ঈশ্বরেণ ‘ত্যাক্তেন’
বিসৃষ্টেন, প্রদত্তেন বিষয়েণ ‘ভুঞ্জীথাঃ’ ভোগং নির্বাহেথাঃ । ‘কশ্মশ্চিৎ’
কস্মাচিৎ ‘ধনম্’ মা গৃধঃ’ ধনাকাঙ্ক্ষাম্ মাকার্ষী ॥ ১ ॥

[নবঃ] ‘কস্মাণি কুৰ্ব্বান্’ এব ‘শতম্’ শতসংখ্যাকাঃ ‘সমাঃ’ সংবৎসরান্
‘ইহ’ অত্র লোকে ‘জিজীবিষেৎ’ জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ । ‘এবম্’ এবম্প্রকারেণ

১। জগতে বাহ্য কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে
ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরময় একরূপ
জানিয়া বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে । সেই ত্যাগদ্বারা অর্থাৎ বিষয়-
বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাআকে সম্ভোগ কর; অথবা, ঈশ্বরপ্রদত্ত বিষয়-
দ্বারা ভোগনির্বাহ কর, কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না ।

২। মনুষ্য কস্ম কবিদাই ইহ লোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদেবা আপ্পুবন্ পূর্ব্বমর্থঃ ।

তদ্ধাবতোহন্যনাত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

‘জিজীবিষতি’ ‘হুয়ি নরে’ ‘কশ্ম ন লিপ্যতে’ অন্তর্ভকক্ষণা অং ন লিপ্যাসে, ইত্যর্থঃ ; ‘ইতঃ’ এতস্মাৎ প্রকাবাৎ ‘ন অগ্ৰথা’ ন প্রকারান্তরম্ ‘অস্তি’ ॥২॥

‘অসূর্য্যাঃ’ সূর্য্যাবিহীনাঃ, জ্যোতির্বিহীনাঃ, অস্বয্যাঃ ইতি পাঠে, অসুরাবাসভূতাঃ, ‘নাম’ প্রসিদ্ধাঃ ‘অন্ধেন’ অদর্শনাত্মকেন ‘তমসা’ অজ্ঞানেন ‘আবৃত্তাঃ তে লোকাঃ’ [সন্তি ।] ‘যে কে চ’ ‘আত্মহনঃ জনাঃ’ অবিদ্বাংসঃ আত্মানম্ ঘৃণন্তি হিংসন্তি,—অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানম্ আত্মানম্ তিরস্কুর্যন্তি ইতি,—‘তে’ ‘প্রেতা’ ইমং দেহং তাক্পু । ‘তান্’ [লোকান্] ‘অভিগচ্ছন্তি’ ॥ ৩ ॥

[ব্রহ্ম] ‘একং’ [তথা] ‘অনেজং’ অচলং [অপি] ‘মনসঃ’ ‘জবীযঃ’ বেগবন্তরম্,—মনসা আপ্রাপ্যম্, ‘দেবাঃ’ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ানি ‘পূর্ব্বমর্থঃ’ পূর্ব্বম্ এব গতম্ ‘এনং’ এতৎ ‘ন আপ্পুবন্’ ন প্রাপ্তবন্তঃ । ‘তং’ ‘তিষ্ঠৎ’ ইচ্ছা করিবে । হে মনুষ্য, এরূপ কবিলে তোমাতে কশ্ম লিপ্ত হইবে না ; (অর্থাৎ তুমি অন্তর্ভ কশ্মে লিপ্ত হইবে না) ; ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই ।

৩ । আলোকবিহীন (বা অসুরাবাসভূত) অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে । যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে ।

৪ । ব্রহ্ম এক এবং অচল হইলেও মন হইতে বেগবান্ ; তিনি

তদেজতি তন্নৈজতি তদং দূরে তদ্বস্তিকে ।

তদন্তরস্ত সর্বস্ত তদু সর্বস্তাশ্চ বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

[স্থিতম্ অপি] ‘ধাবতঃ’ দ্রুতম্ গচ্ছতঃ ‘অত্মান্’ মনঃ-বাগিন্দ্রিয়-প্রভৃতীন্ ‘অতোতি’ অতীত্য গচ্ছতি ইব ; ‘তস্মিন্’ পরমাত্মনি সতি ‘মাতরিণ্শ্চ’ মাতরি অন্তরীক্ষে শ্রুতি গচ্ছতি ইতি বায়ুঃ ‘অপঃ’ প্রাণিনাম্ চেষ্টালক্ষণানি কস্মাণি ‘দধতি’ বিভজতি, ধারয়তি বা ॥ ৪ ॥

‘তং’ ব্রহ্ম ‘এজতি’ চলতি ‘তং ন এজতি’ । ‘তং দূরে তং’ ‘উ’ অপি ‘অস্তিকে’ সমীপে । ‘তং’ ‘অস্ত সর্বস্ত’ জগতঃ ‘অন্তঃ’ অভ্যন্তরে, ‘তং উ অস্ত সর্বস্ত বাহ্যতঃ’ [অস্তি] ॥ ৫ ॥

‘যঃ তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অন্তপশ্যতি, সর্বভূতেষু চ আত্মানম্’ [অন্তপশ্যতি সঃ] ‘ততঃ’ তস্মাৎ এব দর্শনাৎ [কস্মিদপি] ‘ন বিজুগুপ্সতে’ কস্মাপি ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৬ ॥

অগ্রগ্রামী, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, তিনি স্থির থাকিয়াও মন ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্রুতগামী অস্ত্র সকলকে অতিক্রম করিয়া যান, তিনি থাকাতেই বায়ু প্রাণাদিগের দেহ-চেষ্টাসকল বিধান করিতেছে ।

৫ । তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন । তিনি এই সমুদায়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদায়ের বাহিরেও আছেন ।

৬ । যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন, এবং সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না ।

যস্মিন্ সৰ্বাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মদ্বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

স পর্যাগাচ্ছুক্ৰমকায়মব্রণ-

মস্মাবিরং শুক্লমপাপবিদ্ধম্ ।

কবিস্মিনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ যাতাতথ্যাতোহর্থান্

৬. ব্যাদধাচ্ছাস্বতীভাঃ সমাভাঃ ॥ ৮ ॥

‘যস্মিন্’ [কালে] ‘বিজানতঃ’ জ্ঞানিনঃ ‘আত্মা এব সৰ্বাণি ভূতানি অভূং’ তস্য একাগ্রপ্রত্যয়ঃ প্রকাশতে, ইতি ভাবঃ, ‘তত্র’ তস্মিন্ কালে [এবং] ‘একত্বম অনুপশ্যতঃ’ একত্বদৰ্শনশীলস্য ‘কঃ মোহঃ কঃ এব শোকঃ [বর্ততে ?] ॥ ৭ ॥

‘সঃ’ পবমাত্মা ‘পরি’ সমন্তাং ‘অগাং’ গতবান্—সৰ্বব্যাপী ইত্যর্থঃ, ‘শুক্ৰম্’ জ্যোতিষ্মৎ, ‘অকায়ম্’, অশরীরম্ ‘অব্রণম্’ অক্ষতম্, অস্মাবিরং স্মাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিগন্তে, ‘শুক্লম্’ অপাপবিদ্ধম্ ‘পাপবজ্জিতম্’ [সঃ] ‘কবিঃ’ সৰ্বদৃক্, ‘মনীষী’ মনসঃ ঈশিতা নিযন্তা, ‘পরিভূঃ’ সৰ্বেষাম্ উপর্যাপরি ভবতি ইতি, ‘স্বয়ম্ভুঃ’ । [সঃ] ‘যাতাতথ্যাতঃ’ যাতাত্তকন্ম-সাদনতঃ ‘শাস্বতীভাঃ’ নিত্যভাঃ ‘সমাভাঃ’ সংবৎসরাখোভাঃ প্রজাপতিভাঃ, সৰ্বস্মিন কালে ইত্যর্থঃ, ‘অর্থান্’ পদার্থান্ ‘ব্যাদধাং’ বিহিতবান্ ॥ ৮ ॥

৭। যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদায় ভূত হয় (অর্থাৎ তাঁহার একাত্মপ্রত্যয় জন্মে, তখন এরূপ একত্বদৰ্শী ব্যক্তির মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না।

৮। তিনি সৰ্বব্যাপী, জ্যোতিষ্ময়, অশরীরী, শিরা ও ব্রণরহিত, শুক্ল, অপাপবিদ্ধ। তিনি সৰ্বদৰ্শী, মনের নিযন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভুঃ, তিনি নিত্য সংবৎসরনামক প্রজাপতিদিগের হস্তে—অর্থাৎ সৰ্ব-

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঃবিজ্ঞানমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

অজ্ঞানদেবান্‌বিদ্যায়াঃজ্ঞানদাহব্যারবিদ্যায়া

ইতি শুশ্রুম দীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বৈদোভয়ং সত্ ।

অবিজ্ঞায়া নৃত্বাং তীৰ্জা বিজ্ঞায়ান্নতমশ্নুতে ॥১১॥ .০

‘যে’ অবিজ্ঞান্ বিদ্যায়াঃ অজ্ঞা অবিদ্যা, তাম, কক্ষ্মণাম্ ইত্যর্থঃ, ‘উপাসতে’ তৎপরঃ সন্তঃ অন্তর্নিহিত, [তে] ‘অন্ধঃ’ অদর্শনাত্মকং ‘তমঃ’ অজ্ঞানরূপং ‘প্রবিশন্তি’। ‘যে উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ, তে’ ‘ততঃ’ তস্মাৎ ‘ভূয়ঃ ইব’ বহুতবমেব । তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ৯ ॥

‘বিজ্ঞায়া অজ্ঞাং পৃথক্ এব কলম্’ [ইতি পণ্ডিতাঃ] ‘আজ্ঞাঃ’ বদন্তি, ‘অবিজ্ঞায়া’ কক্ষ্মণা ‘অজ্ঞাং এব’ [কলম্ ইত্যাদি]। ‘যে’ ‘নঃ’ অশ্রভাম্ ‘তং’ কক্ষ্ম চ জ্ঞানঞ্চ ‘বিচচক্ষিরে’ ব্যাখ্যাতবন্তঃ [তেষাং] ‘দীরাণাং’ দীর্ঘতাং [বচনম্] ‘ইতি’ এবং [বয়ং] ‘শুশ্রুমঃ’ শ্রুতবন্তঃ ॥ ১০ ॥

‘যঃ’ বিজ্ঞাং চ অবিজ্ঞাং চ তৎ উভয়ং ‘সত্’ একেনৈব পুরুষেণ উভয়ম্ কালে—প্রাণীদিগেব ভোগের জন্ত যথোপযুক্ত বস্তুসকল বিধান করিতেছেন ।

৯। যাহারা অবিদ্যায় অর্থাৎ কেবল কক্ষ্মের অন্তর্গত করে, তাহার। অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানে বসে, তাহার। তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ।

১০। জ্ঞানীরা জ্ঞান ও কক্ষ্মের পৃথক্ পৃথক্ দল কহিয়াছেন। যাহারা আনাদিগেব নিকট ইহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা একপ শুনিয়াছি ।

১১। যিনি জ্ঞান ও কক্ষ্ম উভয়কে একত্র অর্থাৎ একই পুরুষেব অন্ত-

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেঃসম্ভৃতিমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্যদেবাহঃ সম্ভবাদন্যদাহরসম্ভবাং ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি ‘বেদ’ জানাতি, [সঃ] ‘অবিদ্যা’ কক্ষণা ‘মৃত্যু’
ঋতাবিকং কক্ষ জ্ঞানঞ্চ ‘তীর্জা’ অতিক্রমা ‘বিদ্যা’ ‘অমৃতম্’ অমৃতত্বম্
‘অমৃতং’, প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

‘যে’ ‘অসম্ভৃতিম্’ অকারণাত্মিকাম্ প্রকৃতিম্ ‘উপাসতে’, [তে] ‘অন্ধঃ
তমঃ প্রবিশন্তি’ । ‘যে উ’ সম্ভৃত্যাং’ কারণাত্মকে ব্রহ্মণি ‘রতাঃ, তে
ততঃ ভূয়ঃ ইব তমঃ [প্রবিশন্তি] ॥ ১২ ॥

‘সম্ভবাং’ কারণাত্মকব্রহ্মোপাসনাং ‘অন্যঃ’ পৃথক্ ‘এব’ [ফলম্ উৎ-
পদাতে ইতি পণ্ডিতাঃ । ‘আহঃ’ বদন্তি, ‘অসম্ভবাং’ প্রকৃতেঃ উপাসনাং
‘অন্যঃ’ পৃথক ফলম্ ‘আহঃ’ । স্পষ্টমন্তঃ দশমশ্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

ষ্টেয় বলিয়া জ্ঞানেন, তিনি কক্ষদ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ প্রাকৃত জীবন) হইতে
মুক্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন) লাভ করেন ।

১২। যাহারা কেবল অসম্ভৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা করে,
তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ কবে । আর যাহারা কেবল সম্ভৃতি
অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে
প্রবেশ করে ।

১৩। জ্ঞানীরা সম্ভৃতি ও অসম্ভৃতির উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল
কহিয়াছেন । যাহারা আমাদের নিকট ইহা অর্থাৎ এই উভয়বিধ
উপাসনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা
এরূপ শুনিয়াছি ।

সম্ভুতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।
 বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্হা । সম্ভুত্যা মৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥
 হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্ ।
 তত্ত্বং পৃথল্লপারুণ সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥
 পৃথল্লেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যাহ রশ্মীন্ সমূহ
 তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্যামি
 যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহিহমস্মি ॥ ১৬ ॥

‘যঃ সম্ভুতিং চ’ ‘বিনাশং’ প্রকৃতিং ‘চ, তং’ ‘উভয়ং’ ‘সহ’ একেনৈব
 পুরুষেণ উভয়ম্ অন্তঃসবণীয়ম্ ইতি ‘বেদ’ জানাতি, [সঃ] ‘বিনাশেন’
 প্রকৃতেরুপাসনযা ‘মৃত্যুং’ ‘তীৰ্হা’ অতিক্রমা ‘সম্ভুত্যা’ সম্ভুতেরুপাসনযা
 ‘অমৃতম্ অশ্নুতে’ ॥ ১৪ ॥

হে ‘পৃথন্’ জগতঃ পোষক সূর্য্য, ‘তব’ ‘হিরণ্ময়েন’ জ্যোতির্শ্ময়েণ
 ‘পাত্রেণ’ ‘সত্যস্ত’ আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ ‘মুখম্’ অপিহিতম্’ আচ্ছা-
 দিতম্, ‘সত্যধৰ্ম্মায়’ যথাভূতস্য ধৰ্ম্মস্য অন্তঃষ্ঠাত্রে মহম্ ‘দৃষ্টয়ে’ তব
 সত্যায়নঃ উপলব্ধে ‘ত্বং তং’ ‘অপারুণ’ অপগতাবরণং কুরু, প্রকাশয় ॥ ১৫ ॥

হে ‘পৃথন্’ সূর্য্য, হে ‘একর্ষে’ একঃ এব গচ্ছতি ইতি, হে ‘যম’ সর্ব্বস্য
 সংগমনাং, হে ‘সূর্য্য’ রশ্মীনাং রসানাং চ স্বীকরণাং গ্রহণাং, হে প্রাজা-
 পত্য’ প্রজাপতেরপত্য, ‘রশ্মীন্’ ‘ব্যাহ’ বিগময়, ‘তেজঃ’ ‘সমূহ’ একীকুরু,
 উপসংহর, ‘তে’ তব যং কল্যাণতমম্’ অত্যন্তশোভনং ‘রূপং তং’ ‘তে’
 তব প্রসাদাং ‘পশ্যামি’ । ‘যঃ অসৌ’ আদিত্যমণ্ডলস্থিতঃ পুরুষঃ ‘সঃ
 অহম্’ অস্মি ॥ ১৬ ॥

:১৪। যিনি সম্ভুতি ও বিনাশ (অর্থাৎ প্রকৃতি) উভয়কে একত্র
 অর্থাৎ একই পুরুষের অন্তঃসবণীয় বলিয়া জানেন, তিনি প্রকৃতির উপা-
 সনাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সম্ভুতির উপাসনাদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ।

১৫। হে জগতের পোষক সূর্য্য, তোমার জ্যোতির্শ্ময় পাত্রদ্বারা
 সত্যের (অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থিত ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সত্য-
 ধৰ্ম্মান্তঃষ্ঠায়ীর অর্থাৎ আমার দৃষ্টির জন্ত তাহা আবরণশূন্য কর ।

১৬। হে জগতের পোষক, হে একাকী গমনশীল, হে সকল প্রাণীর

বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মাস্তং শরীরম্ ।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

‘অথ’ ইদানীং ‘মম’ [নরিষ্যতঃ] ‘বায়ুঃ’ প্রাণঃ [সৰ্ব্বাত্মকঃ] ‘অনিলম্ অমৃতং’ [প্রতিপত্ততাম্] ; ‘ইদং শরীরং ভস্মাস্তং’ [ভ্রূয়াং] । ‘ওঁ’ ইতি ব্রহ্মস্মরণং, হে ‘ক্রতো’ মনঃ, ‘কৃতং’ এতাবন্তঃ কালম্ অচ্যুতং কক্ষ্য ‘স্মর’ । পুনর্কচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

হে ‘অগ্নে’, ‘অস্মান্’ ‘রায়ে’ ধনাদ কক্ষ্যফলভোগ্য ‘সুপথা’ শোভনে নার্গেণ ‘নয়’ গময়, হে ‘দেব’, [অম্] ‘বিশ্বানি’ সৰ্ব্বানি ‘বয়ুনানি’ কক্ষ্যানি ‘বিদ্বান্’ জানন্ ‘অস্মাং’ অস্মন্তঃ ‘জুহুরাণাং’ কুটিলং ‘এনঃ’ পাপং ‘যুয়োদি’ বিরোজয়, বিনাশয় । ‘তে’ তুভ্যাং ‘ভূয়িষ্ঠাং’ বলতরাং ‘নমঃ উক্তিং’ নমস্কারবচনং ‘বিধেম’ কুৰ্য্যাম ॥ ১৮ ॥

সংযমকর্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য্য, তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর । তোমার যে অতিশোভন রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে দেখি । ঐ যে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, তিনি আমি ।

১৭। এখন [মৃত্যুকালপ্রাপ্ত] আমার প্রাণবায়ু [সৰ্ব্বব্যাপী] বায়ুরূপ অমৃতে মিশ্রিত হউক্ এবং এই শরীর ভস্মসাৎ হউক্ ! ওঁ ব্রহ্ম-স্মরণ) হে মন, নিজকৃত কাৰ্য্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর ।

১৮। হে অগ্নি, আমাদেরকে ধনেব অর্থাৎ কক্ষ্যফল ভোগের নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও ; হে দেব ! তুমি সমুদায় কক্ষ্য জ্ঞাত আছ । আমাদের দিগেব মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর । তোমাকে বাব বার নমস্কার করি :

ইতি ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ।

সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

—*—

প্রথমঃ পণ্ডঃ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।

কেনেষিতাং বাচমিনাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ
প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীবাঃ প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃত্যু
ভবন্তি ॥ ২ ॥

‘কেন’ ‘ঐষিতং’ চাণিতং নিষমিতং সঃ ‘প্রেষিতম্’ প্রেরিতম্ ‘মনঃ’
‘পততি’ অবিসদং প্রতি গচ্ছতি ? ‘কেন’ ‘প্রথমঃ’ শবীরেণ প্রদানতয়া
বর্তমানঃ ‘প্রাণঃ’ ‘যুক্তঃ’ নিযুক্তঃ, প্রেরিতঃ সন্ ‘প্রৈতি’ অব্যাপারঃ প্রতি
প্রতস্থে ? ‘কেন ঐষিতাম্ ইমং বাচ’ [লোকাঃ] বদন্তি ? চক্ষুঃ শ্রোত্রং
কঃ উ দেবঃ ‘যুনক্তি’ যুক্তঃ, প্রেরয়তি ? ॥ ১ ॥

‘যং’ ‘শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্’ শ্রোত্রসামর্থ্যনিমিত্তম্, ‘মনসঃ মনঃ, বাচঃ হ

১। প্রেপিত মন কাহা-কর্তৃক চাণিত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি
গমন কবে ? শবীরের অভ্যন্তরে প্রদানকপে বর্তমান প্রাণ কাহা-কর্তৃক
নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ে প্রতি গমন কবে ? কাহাব চালনার লোক
এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কণ্ঠকে
নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন ?

২। যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য অর্থাৎ এই

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো

ন বিদ্যো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাং ।

অন্যদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতা দধি

ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

বাচম্, তং ব্রহ্মৈব মন আদীনাং প্রবর্তকম্ ইতি; ‘সঃ’ পরমাত্মা ‘উ প্রাপত্তা
প্রাণঃ, চক্ষুঃ চক্ষুঃ ।’ [এবং বিদিত্বা শ্রোত্রাদেঃ আত্মভাবম্] ‘অতিমুচ্য’
পরিভাজ্য ‘দীরাঃ’ ধীমন্তঃ ‘অস্মাং লোকাং’ ‘প্রেতা’ গন্ধা ‘অমৃতাঃ’
‘গমবাঃ ভবন্তি’ ॥ ২ ॥

‘তত্র’ তস্মিন্ ব্রহ্মণি ‘চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাগ্ ন গচ্ছতি, মনঃ ন গচ্ছতি,’
ন তং চক্ষুরাদি গোচরম্, ইত্যর্থঃ, । বয়ং তং । ‘ন বিদ্যঃ’ ন জানীমঃ,
‘নথা’ ‘এতং’ ব্রহ্ম ‘অনুশিষ্যাং’ শিষ্যায় উপদেশেৎ [তদপি ন বিজানীমঃ] ।
‘তং’ ব্রহ্ম ‘বিদিতাং’ জ্ঞাতাং বস্তুনঃ ‘অথো’ অথ, তথা, ‘অবিদিতাং’
অজ্ঞাতাং বস্তুনঃ ‘অপি’ উপরি, অন্যং, পৃথক্ এব । ‘যে’ ‘নঃ’ অস্মভ্যম্
‘তং’ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ‘ব্যাচচক্ষিরে’ বিস্পষ্টং কথিতঃ বস্তুঃ, [তেষাং] ‘পূর্বেষাম্’
পূর্বাচাযাণাম্ [বচনম্] ‘ইতি’ [বয়ং] ‘শুশ্রুমঃ’ শ্রুতবস্তুঃ স্মঃ ॥ ৩ ॥

সমুদায়ের শক্তির কারণ, তিনিই মন আদির প্রবর্তক ; তিনিই প্রাণের
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ; এই জ্ঞানদ্বারা শ্রোত্রাদির আত্ম-ধারণা পরিত্যাগ
করিয়া জ্ঞানিগণ ইহলোক হইতে অপমৃত হইয়া অমর হন ।

৩। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন,
মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাহাকে জানি না, কিরূপে তাহার উপদেশ
দিতে হয় তাহাও জানি না । তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদায় বস্তু হইতে
শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন । যে সকল পূর্ব পূর্ব আচায্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের নিকট আমবা একরূপ শুনিয়াছি ।

যদ্বাচানভূাদিতং যেন বাগভূাদ্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

যন্ননসা ন মনুতে যেনাছন্নো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥ .*

‘যং বাচা’ ‘অনভূাদিতম্’ অপ্রকাশিতম্, ‘যেন বাক্’ ‘অভাণতে’ প্রযজ্যতে, ‘তং এব হম্ ব্রহ্ম’ ‘বিদ্ধি’ বিজ্ঞানীহি; ‘যং’ ‘ইদম্’ দেশ-কালাদিপরিচ্ছিন্নম্ পদার্থম্ [লোকাঃ] উপাসতে, ন ইদম্ [ব্রহ্ম] ॥ ৪ ॥

‘যং’ [লোকঃ] ‘মনসা ন’ ‘মনুতে’ সঙ্কলয়তি, নিশ্চিনোতি, ‘যেন’ মনঃ ‘মতং’ বিষয়ীকৃতম্ (ইতি ব্রহ্মবিদঃ) ‘আছঃ’ বদন্তি, ‘তং এব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৫ ॥

‘যং’ (লোকাঃ) ‘চক্ষুষা ন পশ্যতি,’ ‘যেন’ চৈতন্যাস্বজ্যোতিষা সহায়-ভূতেন [লোকঃ] ‘চক্ষুংষি’ চক্ষুর্গোচরবিষয়ানি ‘পশ্যতি’ ‘তং এব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

৪ । যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, ঐহা-কর্তৃক বাক্য প্রকাশিত অর্থাৎ উচ্চাবিত হন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান , লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।

৫ । লোকে ঐহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদেব। বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।

৬ । ঐহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, ঐহার শক্তিতে লোকে চক্ষুর্গোচর বস্তু সমূহকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম

যচ্ছোত্রেন ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্ত্রসে স্তবেদেতি দত্নমেনবাপি নৃনং হং বেথ ব্রহ্মণো রূপম্ ।

যদস্য হং যদস্য দেবেষ্থ ন মীমাংসামেব তে মন্ত্রে বিদিতম্ ॥ ১ ॥

‘দং’ [লোকঃ] ‘শ্রোত্রেন’ কর্ণেন ‘ন শৃণোতি, যেন ইদং শ্রোত্রং’
‘শ্রুতং’ বিষয়ীকৃতম্ ‘তং এব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

‘দং’ [লোকঃ] ‘প্রাণেন’ নাসিকাপুটাস্ত্রাবস্থিতেন ঘ্রাণেন ‘ন
প্রাণিতি’ ন বিষয়ীকরোতি, ‘যেন’ ‘প্রাণঃ’ ঘ্রাণঃ ‘প্রণীয়তে’ স্ববিষয়ং
প্রতি গচ্ছতি, ‘তং’ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥

‘যদি মন্ত্রসে স্তবেদ ইতি’ অহং ব্রহ্ম স্বাত্মনি প্রত্যক্ষীকৃত্য স্তম্ভ বেদ
বলিয়া জান, লোকে এই যে পরিমিত বস্তুৰ উপাসনা করে, তাহা
ব্রহ্ম নহে ।

৭। যাহাকে লোকে কর্ণদ্বারা শুনিতে পায না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ
কবেন অথাৎ জানেন, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; লোকে এই যে
পরিমিত বস্তুৰ উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।

৮। যাহাকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আঘ্রাণ করে না, কিন্তু যাহাব
শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম
বলিয়া জান ; লোকে এই যে পরিমিত বস্তুৰ উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম
নহে ।

১। যদি তুমি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে নিজ আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া

নাহং মন্ত্রে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।

যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২ ॥

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সং ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥ ৩ ॥

ইতি, [তদা] ‘ত্ব’ ‘নূনং’ নিশ্চিতম্ ‘ব্রহ্মণঃ রূপম্’ ‘দ্রুমম্’ অল্পম্ ‘এব অপি’ ‘বেথ’ জানীসে । [ত্বম্] ‘দেবেষু অস্ত্র [ব্রহ্মণঃ] যং’ [বেথ তং অপি ত্বানম্ অল্পম্ এব বেথ] । ‘অথ ত্ব’ তস্মাৎ [ব্রহ্ম তে] ‘গীমাংস্ত্বম্’ বিচাষ্যম্ ‘এব’ । [এবম্ উক্তঃ শিষ্যঃ ব্রহ্ম বিচাষ্য তদন্তুভবং চ কৃত্বা আচাৰ্য্য-সকাশম্ উপগম্য উবাচ, -অহম্] ‘মন্ত্রে’ [ইদানীং ময়া ব্রহ্ম] ‘বিদিতম্’ ॥ ১ ॥

‘অহম্ [ব্রহ্ম] ‘সুবেদ’ স্তম্বেদে ‘ইতি ন মন্ত্রে’, ‘ন বেদ ইতি বেদ চ ইতি’ ‘নো’ ন [মন্ত্রে] । ‘নঃ’ অস্মাকম্ মন্যে ‘নো ন বেদ বেদ চ’ ইতি ‘তং’ [বচনম্] ‘যঃ বেদ’ [সঃ] ‘তং’ ব্রহ্ম ‘বেদ’ ॥ ২ ॥

[ব্রহ্ম] ‘যস্য অমতম্’ ময়া ব্রহ্ম অবিদিতম্ ইতি বস্যা নিশ্চয়ঃ, ‘তস্য’ [তং] ‘মতম্’ ‘জ্ঞাতম্’, [ব্রহ্ম] ‘যস্য মতম্’ ময়া ব্রহ্ম বিদিতম্ ইতি যস্য উক্তমরূপে জানিয়াছি, তবে তুমি ব্রহ্মেব স্বরূপ নিশ্চয়ই অতি অল্প জানিয়াছি । তুমি দেবতাদিগের মন্যে তাঁহাব স্বরূপ বতটুগ্ জানিয়াছ তাহাও অল্প, অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচাষ্য । [এই কথা শুনিয়া শিষ্য ব্রহ্মকে বিচার ৭ অন্তুভব করণানন্তর আচাৰ্য্যসমীপে আসিয়া বলিলেন] ‘আমাব বোধ হয় এখন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি’ ।

২ । আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে । ‘আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে’—এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মন্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন ।

৩ । যিনি মনে কবেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পাবি নাই, তিনি

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে ।

আত্মনা বিন্দতে বীৰ্য্যং বিদ্যা বিন্দতেহমৃতম্ ॥ ৪ ॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনাশ্টিঃ ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃত্যু ভবন্তি ॥ ৫ ॥

নিশ্চয়ঃ, সং [তং] 'ন বেদ' ন জানাতি । [ব্রহ্ম] 'বিজ্ঞানতাং' সম্যক্ বিদিতবতাম্ 'অবিজ্ঞাতম্' ন অশ্মাভিঃ ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ, 'অবিজ্ঞানতাম্' অসম্যগ্ দশিনাম [তং] 'বিজ্ঞাতম্' অশ্মাভিঃ ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥

[যদা ব্রহ্ম] 'প্রতিবোধবিদিতম্' বোধঃ বোধঃ প্রতি বিদিতম্— সৰ্বপ্রত্যয়দশিরূপেণ জ্ঞাতম্ [তদা তং] 'মতম্' সম্যক্ দৃষ্টম্, [তস্মাৎ দর্শনাং] 'অমৃতত্বম্', 'হি' 'বিন্দতে' প্রাপ্যতে । 'আত্মনা' আত্মস্বরূপজ্ঞানে 'বীৰ্য্যম্' সামর্থ্যম্ 'বিন্দতে', 'বিদ্যা' ব্রহ্মজ্ঞানে 'অমৃতম্' অমরত্বম্ 'বিন্দতে' ॥ ৪ ॥

'মহুয়াঃ' 'ইহ' অত্র গোকে [ব্রহ্ম] 'চেৎ' যদি 'অবেদীৎ' বিদিতবান্ তাহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে কবেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না । উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে পাবেন নাই, কিন্তু অসম্যগ্ দর্শাদিগেব নিকট তিনি বিজ্ঞাত. অর্থাৎ একরূপ ব্যক্তির মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন ।

৪ । ব্রহ্মকে সৰ্বপ্রত্যয়দশীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা হয় ; একরূপ জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয় । আত্মস্বরূপ-জ্ঞানে শক্তি লাভ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয় ।

৫ । যদি মহুয়া ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পাবে তবেই জন্ম সৰ্ব্বদা

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্ম হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা
অমহীয়ন্ত । ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং
মহিমেতি ॥ ১ ॥

তদ্বৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাভূর্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত
কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২ ॥

‘অথ’ তদা ‘সত্যং’ জন্মসাক্ষ্যাম্ ‘অস্তি’, ‘ন চেং ইহ [তং] ‘অবেদীং’
[তদা] ‘মহতী’ ‘বিনষ্টিঃ’ বিনাশঃ [ভবতি] । [তস্মাং] ‘দীরাঃ’ দীমন্তঃ
‘ভূতেষু ভূতেষু’ সর্বভূতেষু [পরমাত্মানম্] ‘বিচিন্ত্য’ বিজ্জায়, সাক্ষ্যং কৃত্বা,
‘অস্মাং লোকাং’ ‘প্রেত্য’ উপরম্য ‘অমৃতাঃ’ অমরাঃ ‘ভবন্তি’ ॥ ৫ ॥

‘ব্রহ্ম’ ‘হ’ কিল ‘দেবেভ্যঃ’ [নিমিত্তঃ] ‘বিজিগ্যে’ জয়ং লক্ষণং—দেবা-
স্বরাণাং সংগ্রামে অস্বরান্ জিত্বা দেবেভ্যঃ জয়ং তৎফলঞ্চ প্রাযচ্ছৎ ;
‘তস্ম হ ব্রহ্মণঃ বিজয়ে দেবাঃ’ ‘অমহীয়ন্ত’ মহিমানম্ প্রাপ্তবন্তঃ । ‘তে’
দেবাঃ ‘ঐক্ষন্ত’ ঐক্ষিতবন্তঃ ‘অয়ম্ বিজয়ঃ অস্মাকম্’ এব, অয়ম্ মহিমা চ
অস্মাকম্ এব ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তং’, ব্রহ্ম ‘হ’ ‘এষাম্, [মিথোক্ষণম্] বিজিগ্যৌ ‘বিজ্ঞাতবং’, ‘তেভ্যঃ’
হয়, ইহলোকে তাঁহাকে জানিতে না পারিলে মহান্ বিনাশ অগাং পুনঃ
পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিতে হয় । অতএব জ্ঞানিগণ সমুদয় বস্তুতে
পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হন ।

১। ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্ত জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাস্বর সংগ্রামে
অস্বরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে জয় ও তৎফল প্রদান
করিলেন । সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন, কিন্তু
তাঁহারা মনে করিলেন ‘এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই ।’

২। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম ইহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের

তেঃগ্নিমব্রবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি ।
তথেতি ॥ ৩ ॥

তদভাদ্রবং তমভাবদং কোহসীতি । অগ্নির্বা অহমস্মীত্য-
ব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪ ॥

তস্মিংশ্চয়ি কিং বীধ্যমিতি । অপীদং সর্বং দাহেয়ং যদিদং
পুথিব্যামিতি ॥ ৫ ॥

দেবেভ্যঃ ‘হ’ ‘প্রাকৃকভব’ আত্মানম্ প্রকাশয়ামাস । ‘তং’ ব্রহ্ম ‘কিম্’
ইদম্ ‘যক্ষম্’ পূজ্যম্, মহদ্বৃতম্, ‘ইতি’ [তে] ‘ন বাজানন্ত’ ন বিজ্ঞাত-
বন্তঃ ॥ ২ ॥

‘তে অগ্নিম্’ ‘অব্রবন্’ উক্তবন্তঃ, হে ‘জাতবেদঃ’ সর্বজ্ঞকল্প, । ইম্,
‘এতং’ অস্মদগোচরশ্চম্ ‘বিজানীহি’ বিশেষতঃ বুধাস্থ ‘কিম্’ এতং যক্ষম
ইতি’ । [অগ্নিঃ উবাচ] ‘তথা’ তথাস্থ ‘ইতি’ ॥ ৩ ॥

[অগ্নিঃ] ‘তং’ যক্ষম্ ‘অভাদ্রব্যং’ প্রতিগতবান্, ‘তম্’ অগ্নিম্ [তং, যক্ষম্]
‘অভাবদং’ প্রত্যভাসতঃ ইম্ [কঃ অনি] ‘ইতি’ । [অগ্নিঃ] ‘অব্রবীং অহম্’
অগ্নিঃ বৈ অস্মি অহম্ ‘জাতবেদা বৈ অস্মি’ ইতি ॥ ৪ ॥

[ব্রহ্ম উবাচ] ‘তস্মিন্’ এবং প্রসিদ্ধ-গুণ-নামবতি ‘তস্মি কিম্ বীধ্যম্’
সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু এই পূজ্যস্বরূপ কে, ইহা তাঁহাবা
জানিতে পারিলেন না ।

৩। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন,—‘হে জাতবেদ, এই পূজনীয়স্বরূপ
কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস’; অগ্নি বলিলেন ‘তাহাই হউক’ ।

৪। অগ্নি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন,
‘তুমি কে?’ অগ্নি বলিলেন ‘আমি অগ্নি’ আমি জাতবেদা’ ।

৫। ব্রহ্ম বলিলেন ‘এমন (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত) যে তুমি

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাহেতি । তত্ৰুপপ্রৈয়ায় সৰ্ব্বজবেন
তন্ন শশাক দক্ষুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুঃ
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬ ॥

অথ বায়ুমক্রবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথৈতি ॥ ৭ ॥

[অস্তি] 'ইতি', [অগ্নিঃ অব্রবীৎ] 'পৃথিব্যাম্ ইদম্ যৎ [অস্তি তং] সৰ্ব্বম্'
অপি' 'দহেয়ম্' ভস্মীকুৰ্য্যাম্' ॥ ৫ ॥

'এতং দহ ইতি' [উক্তা ব্রহ্ম] 'তস্মৈ' অগ্নয়ে [একং] 'তৃণং' 'নিদধৌ'
দত্তবান্, [অগ্নিঃ] 'তং' [তৃণম্] 'উপপ্রৈয়ায়' তৃণসমীপং গত্বা 'সৰ্ব্বজবেন'
সর্বোৎসাহকৃতেন 'তং দক্ষুং ন' 'শশাক' শক্তবান্, 'সঃ' 'ততঃ' দক্ষাৎ
'এব' 'নিববৃতে' প্রতিগতবান্ [অব্রবীৎ চ] 'যৎ এতং' যক্ষম্ 'ইতি এতং
বিজ্ঞাতুম্' [অহং] 'ন' 'অশকম্' শক্তবান্ অগ্নি ॥ ৬ ॥

'অথ' অনন্তরং [দেবাঃ] 'বায়ুম্ অক্রবন্' 'হে' বায়ো এতং' ইত্যাদি
পূর্ববৎ' ॥ ৭ ॥

তোমাতে কি শক্তি আছে?' অগ্নি উত্তর করিলেন 'পৃথিবীতে যাহা
কিছু আছে, আমি তৎসমস্ত দগ্ধ করিতে পারি।

৬। 'ইহা দগ্ধ কর' এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন,
অগ্নি সেই তৃণের নিকটবর্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও
উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত
হইলেন এবং বলিলেন, 'এই পূজনীয়-স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে
পারিলাম না'।

৭। তৎপর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, 'হে বায়ো, এই পূজনীয়স্বরূপ
কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস'; বায়ু বলিলেন, 'তাহাই ইউক'।

তদভ্যদ্রবং তমভ্যবদ্ কোহসীতি বায়ুর্বা অহমস্মীত্যত্রবী-
শ্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮ ॥

তস্মিংস্থয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি অপীদং সৰ্ব্বমাদদীয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥ ৯ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বৈতি তদুপগ্ৰেয়ায় সৰ্ব্বজবেন
তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০ ॥

‘তং’ ইতি পূৰ্ববং । ‘বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি’ ইতি অত্রবীৎ, মাতবিশ্বা
বৈ অহম্ অস্মি’ ইতি । স্পষ্টমন্তং পূৰ্ববং ॥ ৮ ॥

‘আদদীয়ম্’ আদদীয়, গৃহীতাম্ । স্পষ্টমন্তং পূৰ্ববং ॥ ৯ ॥

‘আদৎস্ব’ গৃহাণ, ‘আদাতুম্’ গ্রহীতুম্ । স্পষ্টমন্তং পূৰ্ববং ॥ ১০ ॥

৮। বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন,
‘তুমি কে?’ বায়ু বলিলেন, ‘আমি বায়ু, আমি মাতবিশ্বা’ (আকাশে
যাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ গমনাগমন ।)

৯। ব্রহ্ম বলিলেন, এমন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত যে তুমি,
তোমাতে কি শক্তি আছে? বায়ু উত্তর করিলেন, ‘পৃথিবীতে দাহ
কিছু আছে, আমি তৎসমুদায়ই গ্রহণ করিতে পারি’ ।

১০। ‘ইহা গ্রহণ কর’ এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন,
বায়ু সেই তৃণের নিকটবর্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও
উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, ‘এই পৃজনীয়স্বরূপ কে, আমি তাহ
জানিতে পারিলাম না’ ।

অথেন্দ্রমক্রবন্ মঘবনেন্তদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথেতি তদভ্যাদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ১১ ॥

স তস্মিন্বেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈম-
বতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়শ্বমিতি
তোতো হৈষ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

‘অথ [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অক্রবন্’ [হে] ‘মঘবন্’, ঐশ্ব্যাবন্, ‘এতৎ
বিজানীহি’ ইত্যাদি পুঙ্লবৎ । ‘তস্মাত্’ ইন্দ্রাৎ [ব্রহ্ম] ‘তিরোদধে’
তিবোভূতম্ অভূৎ ॥ ১১ ॥

‘স’ ইন্দ্রঃ ‘তস্মিন্’ এব আকাশে ‘স্ত্রিয়ম্’ স্ত্রীরূপাম ‘বহু-শোভমানাম্’
‘হৈমবতীম্’ স্বর্ণালঙ্কার-বিশিষ্টাম, হিমবচ্ছিতগরে প্রাদুর্ভূতাম্ ইতি আহ
খাচাষাঃ সামগ্রামী, ‘উমাম্’ উমাকপিনী- ব্রহ্মবিষ্টাম ‘আজগাম’ তাম্
প্রাদুর্ভূতাং দৃষ্ট্বা তস্মাৎ সর্গীপং জগাম । ‘তাং হ [সঃ] উবাচ কিম্ এতৎ
‘ক্ষম্’ ইতি’ ॥ ১২ ॥

‘সা’ হৈমবতী উমা হ ‘উবাচ [এতৎ ব্রহ্ম ইতি’, ‘ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে’

১১ । তৎপব দেবতাবা ইন্দ্রকে বলিলেন, ‘হে মঘবন্ (ঐশ্ব্যাবিশিষ্ট),
এই পৃজনীয়াস্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস ।’ তিনি বলিলেন
‘তাহাই হউক ।’ এই বলিয়া তিনি তাহার নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু
ব্রহ্ম তাহাব সম্পূর্ণ হইতে তিবোধিত হইলেন ।

১২ । তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিনী অতিসৌন্দর্য্য-
শালিনী হৈমবতী উমাকে আবির্ভূত দেখিয়া তাহাব নিকটবর্তী হইলেন
এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এই পৃজনীয়াস্বরূপ কে ?’ ।

১ । তিনি বলিলেন, ‘ইনি ব্রহ্ম ব্রহ্মেব অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রদত্ত বিজয়েই

তস্মাদ্ভা এতে দেবা অতিতরামিবাগ্ভান্ দেবান্ যদগ্নির্বাযু-
রিন্দ্রাস্তে হোনেন্নেদিষ্টং পম্পৃশ্বাস্তে হোনং প্রথমো বিদাঞ্চকার
ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ভা ইন্দ্রোহতিতরামিবাগ্ভান্ দেবান্ স হোনেন্নেদিষ্টং
পম্পর্শ স হোনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩ ॥

‘যুয়ম্’ | ‘এতং’ এবং ‘নহীযধ্বম্’ মহিমানম্ প্রাপ্নুহ। ‘ততঃ’ তস্মাৎ
উমাবাক্যাং ‘হি’ ‘এষঃ’ ইন্দ্রঃ | এতং | ‘ব্রহ্ম ইতি’ ‘বিদাঞ্চকার’
বিজ্ঞো ॥ ১ ॥

‘যং’ যস্মাৎ হেতোঃ ‘অগ্নিঃ বাযুঃ ইন্দ্রঃ, তে হি’ ‘এনং’ এতং ব্রহ্ম
‘নেদিষ্টং সমীপম্’ ‘পম্পৃশ্বঃ’ স্পৃষ্টবন্তঃ, [যস্মাৎ চ হেতোঃ] ‘তে হি এনং’
‘প্রথমঃ’ প্রথমম্ [এতং] ব্রহ্ম ইতি’ ‘বিদাঞ্চকার’ বিদাঞ্চক্লঃ, জজ্ঞঃ,
‘তস্মাৎ বৈ এতে দেবাঃ অগ্ভান্ দেবান্’ ‘অতিতরাম্’ অতিশয়েন শেবতে
‘ইব’ এব ॥ ২ ॥

‘সঃ’ ইন্দ্রঃ ‘হি’ যতঃ ‘এনং নেদিষ্টম্ পম্পর্শ, সঃ হি এনং প্রথমঃ’
[এতং] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অগ্ভান্ দেবান্
অতিতরাম [শেতে] ইব’ ॥ ৩ ॥

তোমরা একরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ। তাহা হইতেই অর্থাৎ উমার বাক্য
হইতেই ইন্দ্র জানিতে পারিলেন যে ইনি ব্রহ্ম।

২। যে হেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র এই দেবতার। তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের
নিকটবর্তী হইয়াছিলেন, এবং যে হেতু তাঁহারাই তাঁহাকে প্রথমে ব্রহ্ম
বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবতারা নিশ্চয় অগ্ভাণ্ড
দেবতা হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

৩। যে হেতু তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র তাঁহার নিকটবর্তী হইয়াছিলেন

তশ্চৈষ আদেশো যদেতদ্বিহাতো বাহ্যাতদা ইতীন্ গ্রামী-
মিষদা ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪ ॥

অথাধ্যাত্ম্যং যদেতদগচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতদুপস্মরতা-
ভীক্ষুং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫ ॥

‘তস্মা’ ব্রহ্মণঃ ‘এষঃ’ আদেশঃ উপন্যোপদেশঃ ‘যং’ ‘এতং’ প্রসিদ্ধং
লোকে ‘বিহাতঃ বহ্যাতং’ বিহোতনন্ ‘তং’ ‘আ’ তং ইব, আ—যথা,
উপমাথে ‘ইতি’ ‘ইং’ সমুচ্চযাণঃ, [অযং চ অপবঃ তস্মা আদেশঃ]
‘গ্রামীমিষং’ চক্ষুঃ গ্রামীমিষং নিমেষং ক্রতবং, ‘আ’ উপমার্থঃ আকারঃ,
চক্ষুঃ নিমিষন্ ইব ইত্যর্থঃ, ‘ইতি’ অধিদৈবতম্ দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণঃ
উপমানদর্শনম্ ॥ ৪ ॥

‘অথ’ ‘অধ্যাত্মম্’ আত্মবিষয়ঃ উপদেশঃ উচ্যতে ‘যং মনঃ এতং ব্রহ্ম’
‘গচ্ছতি’ বিষয়ীকবোতি ‘ইব,’ ‘অনেন’ মনসা ‘চ এতং’ ‘অভীক্ষুং’ ভূশম্
[সাপকঃ] ‘উপস্মরতি’ [এষঃ] ‘সঙ্কল্পঃ’ [কর্তৃবাঃ] ॥ ৫ ॥

এবং তাঁহাকে সৰ্বপ্রথমে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পাবিঘাছিলেন, সেই হেতু
ইন্দ্র নিশ্চয় অগ্নাত দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন ।

৪। ইহা সেই ব্রহ্মেব একটি উপমা-উপদেশ অর্থাৎ ব্রহ্মেব প্রকাশ ।
বিহ্যৎ প্রকাশের দ্বারা, এবং ইহা চক্ষুর নিমেষেব দ্বারা । ইহা ব্রহ্মের
দেবতাবিষয়ক একটি উপমান দর্শন ।

৫। তৎপর আত্মবিষয়ক উপদেশ এই যে, মন যেন তাঁহাব
অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকটে যায় অর্থাৎ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় এবং ইহাদ্বারা
অর্থাৎ মনের দ্বারা যেন সাপক তাঁহাকে বার বার স্মরণ করেন, এই
সঙ্কল্প কর্তৃবাঃ ।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য় এতদেবং
বেদাভিহৈনং সৰ্ব্বাণি ভূতানি সংবাঙ্কন্তি ॥ ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রহ্মীতুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত
উপনিষদমক্রমেতি ॥ ৭ ॥

তস্মৈ তপো দমঃ কশ্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সৰ্ব্বাঙ্গানি
সূত্যমায়তনম্ ॥ ৮ ॥

‘তং হ’ ‘তদ্বনম্’ সন্তজনীয়ম্ ‘নাম’ প্রখ্যাতম। [তস্মাৎ] ‘তদ্বনম্’
ইতি উপাসিতব্যম্। যঃ যঃ এতং এবং বেদ এনম্ হ সৰ্ব্বাণি ভূতানি
‘অভিসংবাঙ্কন্তি’ বিশেষেণ প্রার্থ্যন্তে ॥ ৬ ॥

[হে শিষ্য, হুয়া উক্তং] ‘ভো’ হে ভগবন্, ‘উপনিষদ’ ব্রহ্ম ইতি’,
[অতঃ এব] ‘তে’ তুভ্যম্ ‘উপনিষৎ উক্তা’, ‘বাব’ নিশ্চয়ং ‘তে’ ‘ব্রাহ্মী’
ব্রহ্মবিষয়িণীম্ ‘উপনিষদম্ অত্রম ইতি’ ॥ ৭ ॥

‘তস্মৈ’ তস্যাঃ উপনিষদঃ, ‘তপঃ’ কার্ষোদ্ভিয়মনসাং সমাধানম্, ‘দমঃ’
চিত্তস্থৈৰ্য্যং, ‘কশ্ম, ইতি’ ‘প্রতিষ্ঠা’ পাদো ইব,—এষু হি সংস্র ব্রহ্মবিজ্ঞা
প্রতিষ্ঠিতা—এতানি তপ আদৌনি ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি

৬। তিনি সন্তজনীয় নামে প্রখ্যাত, তিনি সন্তজনীয়রূপে
উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে এই রূপে জানেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী
বিশেষরূপে পাইতে ইচ্ছা করে।

৭। আচাৰ্য্য শিষ্যকে বলিলেন, “তুমি বলিয়াছিলে ‘হে ভগবন্,
আমাকে উপনিষদ্ বলুন।’ সেই হেতু তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইল,
নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষদ্ বলিলাম।”

৮। তপস্য। অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান, দম অর্থাৎ
চিত্তের স্থৈৰ্য্য, এবং কশ্ম ইহার অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার

যো বা এতামেবং বেদাপহতা পাপ্যানমনন্তে স্বর্গে লোকে
জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

ইত্যর্থঃ। ‘বেদাঃ’ বেদাধ্যায়নম্ [তস্যাঃ] ‘সর্ক্সানি’ সহায়ভূতানি।
‘সত্যং’ [তস্যাঃ] ‘আযতনম্’ আশ্রয়ভূতম্ ॥ ৮

‘যঃ বৈ’ ‘এতাম্’ ব্রহ্মবিজ্ঞাম্ ‘বেদ, স.’ ‘পাপ্যানম্’ ‘অপহতা’ বিধূয়
‘অনন্তে’ ‘জ্যেয়ে’ জ্যায়সি, সর্ক্সমহত্তরে, ‘স্বর্গে লোকে’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’
প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। বাক্যশেষে পুনরুক্তিঃ নিশ্চয়তা-দোষাতিকা,
গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপিকা চ ॥ ৯ ॥

প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়। বেদাধ্যায়ন ইহার সর্ক্স
অর্থাৎ সহায় এবং সত্য ইহার আশ্রয়।

৯। যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
অনন্ত ও সর্ক্সশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। (শেষ বাক্যের পুনরুক্তি-
নিশ্চয়তা-প্রকাশক ও গ্রন্থসমাপ্তি-জ্ঞাপক ॥ ৯ ॥

ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

কঠোপনিষৎ

(কৃষ্ণবজ্রকোদীয়া)

অথ প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বহ্নী

‘উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সৰ্ববেদসন্দদৌ ।

তস্ম হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ শ্রদ্ধাবিবেশ

সোহমমৃত ॥ ২ ॥

‘বাজশ্রবসঃ’ ‘উশন্’ যজ্ঞকল° কাময়মানঃ সন্ ‘হ বৈ’ [একস্মিন্ যজ্ঞে]
‘সৰ্ববেদসন্’ সৰ্বস্ব° ‘দদৌ’ । তস্ম হ নচিকেতা নাম পুত্রঃ° ‘আস’
বভূব ॥ ১ ॥

‘তং’ ‘কুমারং’ বালকন্ ‘হ’ অপি ‘সন্তং’ সাধুচিহ্ন° ‘দক্ষিণাস্থ’
দক্ষিণার্থাস্থ গোষ্ ‘নীয়মানাস্থ’ বিভাগেন উপনীয়মানাস্থ সতীয্ ‘শ্রদ্ধা’
আন্ত্যকাবুদ্ধিঃ ‘আবিবেশ’ প্রবিষ্টবতী , [ততঃ] ‘সঃ’ ‘অমমৃত’
চিস্তিতবান্ ॥ ২ ॥

১। বাজশ্রবস নামক কোন ব্যক্তি যজ্ঞকল লাভে ইচ্ছুক হইয়া
এক যজ্ঞে আপনার সৰ্বস্ব দান করিয়াছিলেন । তাহার নচিকেতা নামক
এক পুত্র ছিলেন ।

২। তিনি বালক হইলেও সাধুচিহ্ন ছিলেন, অতএব দক্ষিণা
প্রদানের সময় তাহার মনে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ধর্মভাব প্রবেশ করিল, তাহাতেই
তিনি ভাবিলেন।—

পীতোদকা জঙ্ঘতুণা দুগ্ধদোহা নিরিল্লিয়াঃ ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কশ্মৈ মান্দাস্ততীতি ।

দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ন্তঃ হোবাচ মৃত্যবে হ্মা দদামীতি ॥ ৪ ॥

‘পীতোদকাঃ’ পীতন্ উদকম্ যাভিঃ তাঃ,—পুনঃ উদকপানাসমর্থঃ,
জীর্ণাঃ ইত্যর্থঃ ‘জঙ্ঘতুণাঃ’ জঙ্ঘং তুণং যাভিঃ তাঃ,—পুনঃ তুণভক্ষণাসমর্থঃ,
‘দুগ্ধদোহাঃ’ দুগ্ধঃ দোহঃ ক্ষীরাগাঃ যাসাং তাঃ,—পুনঃ দুগ্ধদানাসমর্থঃ,
‘নিরিল্লিয়াঃ’ অপ্রজননসমর্থঃ, ‘তাঃ’ ‘দদৎ’ দদন্ সঃ যজমানঃ ‘অনন্দাঃ’
অনানন্দাঃ, অস্তথাঃ ‘নাম তে লোকাঃ তান্ গচ্ছতি’ ॥ ৩ ॥

‘সঃ হ পিতরম্ উবাচ’ ‘তত’ হে তাত, [ভবান্] ‘মাং কশ্মৈ দাস্ততি
ইতি’ [এতৎ বচঃ] ‘দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ম্’ [অপি উবাচ], [ততঃ তস্য পিতা
ক্লুদ্বঃ সন্] তং হ উবাচ ‘হ্মা মৃত্যবে দদামি’ ইতি ॥ ৪ ॥

৩। যাহাদের জলপান, তুণভক্ষণ ও দুগ্ধদান হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ
যাহারা এত জীর্ণ হইয়াছে যে পুনর্বার আব জলপান, তুণভক্ষণ ও দুগ্ধদান
কবিতে পারিবে না এবং যাহারা সন্তান-প্রজনন-শক্তি-বিহীন হইয়াছে,
একপ গাভী যে যজমান দান করে, সে অনন্দ অর্থাৎ নিরানন্দ নামক
লোকসমূহে গমন কবে।

৪। তিনি পিতাকে বলিলেন, ‘হে পিতঃ! আমার কাহাকে
দিবেন?’ তিনি দ্বিতীয়বার এমন কি তৃতীয়বার তাঁহাকে এই কথা
বলিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা ক্লুদ্ব হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘তোমায়
মৃত্যুকে দিব।’

বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ ।

কিং স্থিদ্ যমশ্চ কর্তব্যং যন্নয়াদ্য কবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অনুপশা যথা পূর্বে প্রতিপশা তথাপরে ।

শশ্তমিব মর্ত্যঃ পচাতে শশ্তমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

[এবমুক্তঃ নচিকেতা একান্তে ইথঃ পবিদেববাঞ্চকাব, -] ‘বহুনাম’, [শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা মথো অহং মুখায়া শিষ্যাদিবৃত্ত্য।] ‘প্রথমঃ’ এমি’ গচ্ছামি,—ভবামি ইত্যর্থঃ, ‘বহুনাম’ [অহম্ মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্য।] ‘মধ্যমঃ’ এমি, [নাহং কনাচিদপি অদমঃ, তস্মাৎ নাহং মরণযোগ্যঃ, ততঃ ন জানে] ‘যমস্য’ ‘কিং স্থিৎ’ কিং চিৎ ‘কর্তব্যং’ ‘কবণীয়ম্’ [অস্তি] ‘যৎ’ নিম পিতা] ‘অগ ময়া কবিষ্যতি’ ॥ ৫ ॥

ততো নচিকেতা পিতবমাহ,—‘পূর্বে’ পূর্বপুরুষাঃ মহাজনাঃ ‘যথা’ যেন প্রকারেণ [অনুষ্ঠিতবন্তঃ তৎ] ‘অনুপশা’ ‘আলোচয়’, ‘তথা’ ‘অপরে’ বর্তমানাঃ সাধবঃ ‘যথা’ [অনুতিষ্ঠন্তি, তৎ সঞ্চম] ‘প্রতিপশা’ আলোচয় । তেষাং সাধনাং সত্যপালনং ইম্ অনুকর্তৃম্ অহং সি ইতি ভাবঃ । ‘মর্ত্যঃ’

৫। [এই কথা শুনিয়া নচিকেতা একান্তে ভাবিতে লাগিলেন—] ‘আমি বহু পুত্রের বা শিষ্যের মতো উৎকৃষ্ট শিষ্যাদিগুণে প্রথম, অনেকের মতো মধ্যবিধ-শিষ্যাদিগুণে মধ্যম, (কদাচ অদম নহি, স্তব্ধতাঃ মরণযোগ্য নহি,) অতএব জানি না যমের কি কাণ্ড কবণীয় আছে, যাহা অগ পিতা আমাদ্বাৰা সম্পন্ন কবিবেন’ ।

৬। তৎপর নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, ‘পূর্ববর্ত্তী মহাজনগণ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন, এবং পববর্ত্তী অর্থাৎ বর্ত্তমান সাধুগণ যেরূপ অনুষ্ঠান কবিতেছেন, তাহাও আলোচনা করুন, তাঁহাদের সত্য পালন আপনার অনুকরণীয় । মৃত্যু ঋসোর জায়

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিব্রাহ্মণো গৃহান্ ।

তস্মৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥ ৭ ॥

মরণশীলঃ মনুষ্যাদিঃ ‘শশ্বম্ ইব’ ‘পচাতে’ জীর্ণঃ সন্মিষতে, [তথা] ‘শশ্বম্ ইব পুনঃ’ ‘আজায়তে’ আবর্জিতবতি । ন চ মুখ্যং কৃত্বা কশ্চিৎ অজরামরো ভবতি, অথ কিং মুখ্য-করণেন,—পালয় আত্মনঃ সত্যম্,—প্রেম্য মাং যমালয়ম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ নচিকেতসং যমালয়ং প্রেরয়ামাসু । সঃ তত্র গত্বা যমস্য অন্ত্রপস্থিতিহেতুতঃ অনভ্যর্থিতঃ তিস্রঃ রাত্রীঃ উবাস । ততঃ স্বালয়ং প্রত্যাগত্য যমঃ প্রতি তদাত্মীয়াঃ উচুঃ,—‘অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ’ ‘বৈশ্বানরঃ’ অগ্নিঃ [ইব] ‘গৃহান্ প্রবিশতি’ । ‘তস্য’ অগ্নিরূপব্রাহ্মণস্য অতিথেঃ ‘এতাঃ’ পাদ্যাসনাদিদানলক্ষণাঃ ‘শান্তিঃ’ শ্রমাপনোদনরূপাঃ [জনাঃ] ‘কুর্ব্বন্তি’, [অতঃ হে] ‘বৈবস্বত’ যম,—বিবস্বান্ সূর্য্যঃ, তস্যাপত্য, পুমান্, ‘উদকম্’ পাদ্যং জলং, ‘হর’ আহর ॥ ৭ ॥

জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায এবং শস্যের দ্বারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, (অর্থাৎ মিথ্যা-ব্যবহার দ্বারা কেহ অজর বা অমর হইতে পারে না, অতএব মিথ্যা-ব্যবহারে প্রযোজন কি ? আপনার সত্য পালন করুন, আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন) ।

৭ । [পিতা তাহা শুনিয়া আপন সত্যপাশন জগ্ন নচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ কবিলেন । তিনি তথায় যাওয়া যমের অন্ত্রপস্থিতি হেতু অনভ্যর্থিত ভাবেই তিন রাত্রি বাস করিলেন । তার পর যম প্রত্যাগত হইলে যমের আত্মীয়গণ যমকে বলিলেন,—] ‘অতিথি ব্রাহ্মণ অগ্নির দ্বারা গৃহে প্রবেশ করেন । লোকে তাঁহার এই রূপে [পাদ্যদানাদি-দ্বারা] শান্তি অর্থাৎ শ্রমাপনয়ন করিয়া থাকে । অতএব হে বিবস্বৎপুত্র, পাদ্যেব জগ্ন জল আনয়ন কর’ ।

আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং স্মৃত্য-

ক্ষেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সৰ্বান্ ।

এতদ বৃঙ্ক্তে পুরুষশ্চাল্লমেধসো

যস্তানশ্চন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্যদবাংসীর্গৃহে মে

হনশ্চন্ ব্রহ্মন্নতিথিনর্মস্রাঃ ।

নমাস্তেহস্ত ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেহস্ত

তস্যাং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ ॥ ৯ ॥

‘যস্য গৃহে ব্রাহ্মণঃ’ ‘অনশ্চন্’ অভূজানঃ ‘বসতি’, [তস্য] ‘অল্লমেধসঃ’ অল্লপ্রজস্য ‘পুরুষস্য’ ‘আশাপ্রতীক্ষে’ আশাম্ ইষ্টার্থপ্রার্থনাঃ চ, প্রতীক্ষাম্ অবিজ্ঞাতপ্রাপ্তার্থং প্রতীক্ষণং চ তে, ‘সঙ্গতং’ ‘সংসংযোগজং’ কলং ‘স্মৃত্যং’ প্রিয়া বাক, তন্নিমিত্তক্ষণং, ‘চ’ ‘ইষ্টাপূর্ত্তে’ ইষ্টম্ যাগজম্ পুণ্যং পূর্ত্তম্ বাপীকৃপাদিখননজং পুণ্যং চ, তে ‘সৰ্বান্ পুত্রপশূন্’ পুত্রান্ চ পশূন্ চ তান্, ‘এতং’ যথোক্তং ব্রাহ্মণানভাষণং, ‘বৃঙ্ক্তে’ বর্জয়তি, বিনাশয়তি ॥ ৮ ॥

ততো যমো নচিকেতসে উবাচ,—হে ‘ব্রহ্মন্’ ‘তে’ তুভ্যাম্ ‘নমঃ’ [অস্ত] । ‘মে’ মম [ভবদত্তগ্রহণে] ‘স্বস্তি’ শুভম্ ‘অস্ত’ । হে ‘ব্রহ্মন্’ ‘যং’ যস্যাং [জম্] ‘অতিথিঃ’ [অতঃ] ‘নমস্যাঃ’ [সন্ অপি] ‘মে’ মম ‘গৃহে’ অনশ্চন্

৮ । ‘যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকে, সেই অল্লবৃদ্ধি মনুষ্যেব আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার বিষয়, সাধু-সহবাস ও প্রিয়-বাক্যের ফল, যাগ যজ্ঞ ও বাপী কৃপাদি সাধারণ হিতকর দ্রব্য-প্রদানজনিত পুণ্য, পুত্র ও পশুসমূহ, এ সমস্তকে, ইহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনভ্যর্থনরূপ পাপ, বিনাশ করে।

৯ । তৎপর যম নচিকেতাকে বলিলেন, ‘হে ব্রহ্মন্, তোমাকে নমস্কার,

শান্তসঙ্কল্পঃ স্তম্ভনা যথা স্মাদ্

বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃতো ।

ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত

এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

তিস্রঃ রাত্রীঃ ‘অবাংসীঃ’ উষিতবানসি, ‘তস্মাৎ’ [অনশনেন উপোষিতাম্
একৈকাং রাত্রিং] ‘প্রতি ত্রীন্ বরান্’ ‘বৃণীষ’ প্রার্থয়স্ব ॥ ৯ ॥

নচিকেতা উবাচ, – [হে মৃত্যো, অহং ত্রয়াঙ্গীকৃতানাং] ‘ত্রয়াণাং
বরাণাম্’ এতৎ প্রথমং বরং ‘বৃণে’ প্রার্থয়ে, ‘যথা’ যং ‘গৌতমঃ’ মম পিতা
‘মা অভি’ ‘মাং প্রতি’ ‘শান্তসঙ্কল্পঃ’ বিগতোংকণ্ডঃ ‘স্তম্ভনাঃ’ প্রসন্নমনাঃ
[তথা] ‘বীতমন্যুঃ’ বীতরোষঃ ‘স্মাৎ’ ভবেৎ । কিঞ্চ সঃ ‘প্রতীতঃ’
‘সঃ’ এব অয়ম্ মম পুত্রঃ পুনরাগতঃ ইতি এবং লক্ষ্মণ্যুতিঃ সন্
‘ত্বৎপ্রসৃষ্টং’ ত্বয়া পরিত্যক্তং, বিনিমুক্তম্ ‘মা’ মাম্ ‘অভিবদেৎ’ সাদরং
সম্ভাষেত ॥ ১০ ॥

Acc No

৭৫৪৫

Di

তোমার অনুগ্রহে আমার মঙ্গল হউক। হে ব্রহ্মন, যেহেতু তুমি
অতিথি স্মরণে নমস্তু হইয়াও আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে বাস
করিয়াছ, তজ্জন্ত এক এক রাত্রির প্রতি এক একটি করিয়া তিনটি বর
প্রার্থনা কর’ ।

১০ । নচিকেতা বলিলেন, ‘হে মৃত্যো, আমি তোমার অঙ্গীকৃত তিন
বরের মধ্যে এই প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা গৌতম
আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ
হউন, এবং তোমা-কর্তৃক পরিত্যক্ত অর্থাৎ বিমুক্ত হইয়া যখন আমি গৃহে
ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ
করেন’ ।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত

ঔদালকিরাকৃগ্নির্মৎপ্রসৃষ্টঃ ।

স্বখং বাত্রীঃ শয়িতা বীতমল্ল্য-

স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি

ন তত্র ভয়ং ন জরয়া বিভেতি ।

উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

১১। উবাচ,—তব পিতা ‘ঔদালকিঃ আকৃগ্নিঃ’ ‘পুবস্তাং’ পূর্বম্ ‘যথা’ [স্নেহ-সমপ্নিতঃ আসীৎ, অধুনা] ‘মৎপ্রসৃষ্টঃ’ ময়াসৃষ্টাতঃ সন্ [তথৈব] ‘ভবিতা’ ভবিষ্যতি, [কিঞ্চ] ‘প্রতীত’ লক্ষণ্যতিঃ [ভবিষ্যতি, সঃ] ‘আম্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্’ [সম্ভং] ‘দদৃশিবান্’ দদৃশবান্, [ততঃ] ‘বীতমল্ল্যঃ’ [স্যাৎ তথাচ] ‘বাত্রীঃ স্বখং’ ‘শয়িতা’ স্বপ্তঃ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

নচিকেতা উবাচ,—‘স্বর্গে লোকে ন কিঞ্চন ভয়মস্তু, তত্র ভয়ম্ [মৃত্যুঃ] ন [অসি, লোকঃ তত্র] জরয়া ন বিভেতি’ । ‘অশনায়াপিপাসে’ অশনায়াম্ ক্ষুধাং চ পিপাসাম্ চ, ‘তে উভে’ ‘তীর্ত্বা’ অতিক্রম্যা ‘শোকাতিগঃ’ দুঃখবজ্জিতঃ [সন্ লোকঃ] ‘স্বর্গলোকে’ ‘মোদতে’ ক্রম্যতি ॥ ১২ ॥

১১। যম বলিলেন, ‘তোমার পিতা ঔদালকি আকৃগ্নি পূর্বের যেকপ স্নেহ-সমপ্নিত ছিলেন, আমার আদেশে এখনও সেইরূপই থাকিবেন, এবং তোমাকে চিনিতে পাবিবেন। তিনি তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত দেগিয়া বিগতক্রোধ হইবেন এবং বাত্রিতে স্বখে নিদ্রা দাষ্টবেন’ ।

১২। নচিকেতা বলিলেন, ‘স্বর্গলোকে কিছুই ভয় নাই, তুমি [মৃত্যু]

স ত্বমগ্নিং স্বর্গামধোষি মৃত্যো

প্রকৃতি তং শ্রদ্ধানায়া মহাম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত

এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তত্ মে নিবোধ

স্বর্গামগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্ ।

অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং

বিক্তি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪ ॥

হে ‘মৃত্যো’, ‘স্বর্গাম’ স্বর্গসাপনভূতম ‘অগ্নিং সং ত্বম’ ‘অধোষি’ জানাসি, ‘শ্রদ্ধানায়া’ শ্রদ্ধাবতে ‘মহাং তম্ [অগ্নিং]’ ‘প্রকৃতি’ কথয়, [যেন অগ্নিনা সাপনেন লোকাঃ] ‘স্বর্গলোকাঃ’ স্বর্গলোকবাসিনঃ সন্তঃ ‘অমৃতত্বম্’ অমরবৎ ‘ভজন্তে’ প্রাপ্নুবন্তি, [অহং ! ‘দ্বিতীয়েন বরেণ’ ‘এতৎ’ অগ্নিসম্পত্তি বিজ্ঞানঃ ‘বৃণে’ প্রার্থয়ে ॥ ১৩ ॥

সমঃ উবাচ,—‘হে নচিকেতঃ’ [অহঃ] ‘স্বর্গাম্ অগ্নিং’ ‘প্রজানন্’ বিজ্ঞাতঃ সন্ ‘হে’ তুভ্যাম্ ‘প্রব্রবীমি’ সর্বিশেষঃ কথয়ামি, ‘মে’ মম ‘তৎ উ’

সেখানে নাই, এবং সেখানে লোক জরাজনিত ভয় পায় না । ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় অতিক্রম করিয়া লোক স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করে’ ।

১৩ । ‘হে মৃত্যো, স্বর্গপ্রাপ্তিব সাপনরূপ অগ্নি, যে অগ্নিদ্বারা লোকে স্বর্গলোকবাসী হইয়া অমৃতত্ব লাভ কবে, তাহা তুমি অবগত আছ ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমাকে তাহা বল । আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা এই অগ্নিব যজ্ঞীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রার্থনা করি’ ।

১৪ । স্মম বলিলেন, ‘হে নচিকেতঃ, আমি স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়রূপ

ଲୋକାଦିମଗ୍ନିଃ ତମୁବାଚ ତତ୍ତ୍ୱେ

ଯା ଇଷ୍ଟକା ଯାବତୀର୍ବ୍ବା ଯଥା ବା ।

ସ ଚାପି ତଂ ପ୍ରତ୍ୟବଦଦ୍ୟାଥୋକ୍ତ-

ମଥାସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଃ ପୁନରେବାହ ତୁଷ୍ଟଃ ॥ ୧୫ ॥

ବଚନମ୍ ଏବ 'ନିବୋଧ' ଏକାଗ୍ରମନାଃ ସନ୍ ବୁଧାସ୍ । 'ହମ୍ ଏତମ୍ [ଅଗ୍ନିମ୍]' 'ଅନନ୍ତଲୋକାପ୍ତିମ୍' ଅନନ୍ତଧାମ-ପ୍ରାପ୍ତିସାଧନମ୍, 'ଅଥୋ' ଅପି 'ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍' ଜଗତଃ ଆଶ୍ରୟମ୍, [ତଥାଚ] 'ଘୃହାୟାମ୍' ବିଦ୍ୟୁତଃ କ୍ରିୟାଜ୍ଞାନବତାଃ ବୁଦ୍ଧୋ 'ନିହିତମ୍' ନିବିଷ୍ଟମ୍ 'ବିଦ୍ଧି' ଜ୍ଞାନୌହି' ॥ ୧୪ ॥

[ଧ୍ୟୟତଃ] 'ତତ୍ତ୍ୱେ' ନଚିକେତସେ 'ତମ୍' 'ଲୋକାଦିଂ' ଲୋକାନାମ୍ ଆଦିଂ— ପ୍ରଥମଂ ଯଷ୍ଟମ୍ 'ଅଗ୍ନିମ୍ ଉବାଚ', 'ସାଃ' ସଦ୍ରୂପାଃ 'ଇଷ୍ଟକାଃ' 'ଯାବତୀର୍ବ୍ବା' ସଂସଂଖ୍ୟାକାଃ ଅଗ୍ନିଚ୍ୟୁନାୟ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟାଃ, 'ବା' 'ସଥା' ଯେନ ପ୍ରକାରେଣ ଅଗ୍ନିଃ ଚୀୟତେ, [ତତ୍ତ୍ୱସମସ୍ତମ୍ ଉବାଚ ।] 'ସଃ ଚ ଅପି ଯଥୋକ୍ତଃ ତଂ' 'ପ୍ରତ୍ୟବଦଂ' ପ୍ରତ୍ୟୁଚ୍ଚାରିତବାନ୍ । 'ଅଥ' 'ମୃତ୍ୟୁଃ' [ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୁଚ୍ଚାରଣେନ] ତୁଷ୍ଟଃ [ସନ୍] ପୁନଃ ଏବ ଆହ' ॥ ୧୫ ॥

ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷରୂପେ ଅବଗତ ଆଛି, ଆମି ତୋମାକେ ତାହା ସବିଶେଷ ବଳିତେଛି. ତୁମି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କର । ତୁମି ଏହି ଅଗ୍ନିକେ ଅନନ୍ତ-ଲୋକପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ, ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଘୃହାତେ ଅର୍ଥାଂ କ୍ରିୟାତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ-ଦିଗେର ବୁଦ୍ଧିତେ ନିହିତ ବଳିୟା ଜ୍ଞାନିଓ ।

୧୫ । ଧ୍ୟୟତାଙ୍କେ ଯଷ୍ଟବସ୍ତ୍ରର ଆଦି ଅର୍ଥାଂ ପ୍ରଥମ ଯଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିର ବିଷୟ ବଲିଲେନ ; ସେରୂପ ଓ ସତ ସଂଖ୍ୟାକ ଇଷ୍ଟକ ଅଗ୍ନିଚ୍ୟୁନାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ନିଚ୍ୟୁନ କରିତେ ହୟ, ତତ୍ତ୍ୱସମସ୍ତ ବଲିଲେନ । ତିନିଓ ଯାହା ବଳା ହଇଲ ତାହା ପୁନରୁକ୍ତି କରିଲେନ ; ଧ୍ୟୟତାଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତିତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଇୟା ପୁନରାୟ ବଲିଲେନ ।

তমব্রবীং প্রীয়মাণো মহাত্মা

বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ ।

তবৈব নাম্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ

সৃষ্কাঙ্কেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

ত্রিণাটিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিঃ

ত্রিকশ্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু ।

ব্রহ্মজজ্ঞান্দেবমীড্যং বিদিত্বা

নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

‘মহাত্মা’ [যমঃ] ‘প্রীয়মাণঃ’ নচিকেতসঃ শিষ্যযোগ্যতাং পশুন্ প্রীতিম্
অনুভবন্, ‘তং [নচিকেতসম্] অব্রবীং’—‘ইহ’ অত্র বিষয়ে ‘অগ্ন’ ‘তব’
তুভাম্ ‘ভূয়ঃ’ পুনরপি ‘বরং দদামি’ । ‘অয়ম্ অগ্নিঃ তব এব নাম্না’
‘ভবিতা’ প্রসিদ্ধঃ ভবিষ্যতি ; ‘ইমাম্’ ‘অনেকরূপাং’ বিচিত্রাং ‘সৃষ্কাং’
শব্দবতীং রত্নমবীং মালাং,—বহুফল-প্রদায়িনীং কশ্মমবীং গতিম্ ইতি
ভাবঃ, ‘চ গৃহাণ’ ॥ ১৬ ॥

‘ত্রিভিঃ’ মাতৃপিত্রাচার্যোঃ সহ ‘সন্ধিঃ’ মিলনম্ ‘এত্য’ প্রাপ্য, -
মাত্রাদেঃ অনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ, ‘ত্রিণাটিকেতঃ’ নাটিকেতঃ

১৬। মহাত্মা যম নচিকেতার শিষ্যযোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া
তাঁহাকে বলিলেন, ‘এই বিষয়ে অগ্ন আমি তোমাকে আর এক বর
• দিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে লোকে পরিচিত হইবেন, আর
এই বিচিত্র শব্দবিশিষ্টা রত্নমালা অর্থাৎ বহু ফলপ্রদায়িনী কশ্মময়ী গতিও
গ্রহণ কর।’

১৭। যিনি মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিন ব্যক্তির সহিত মিলন-
পূরক অর্থাৎ তাঁহাদের অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া তিন বার অগ্নিচয়ন করেন,

ত্রিণাচিকেতস্বয়মেতদ্বিদিদ্বা।

য এবং বিদ্বাংশিছুতে নাচিকেতম্।

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

অগ্নিঃ বারব্রহ্মং চিতঃ দেন, [তথা] ‘ত্রিকর্মকৃতং’ ইজ্ঞাধ্যয়নদানানাং
“কর্তা ‘জন্মমৃত্যু’ ‘তবতি’ অতিক্রামতি। ‘ঐড্যম্’ স্বতাম্ ‘ব্রহ্মজজ্ঞম্’
ব্রহ্মণঃ জাতঃ ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজশ্চামৌ জ্যশ্চিতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সর্কজঃ, তম্
‘দেবম্ [অগ্নিম্] বিদিত্বা’ [তথা] ‘নিচাযা’ দৃষ্ট্বা ‘ইমাঃ’ সবুদ্ধি-প্রত্যক্ষাং
‘শান্তিম্’ ‘অত্যন্তম্’ অতিশয়েন ‘এতি’ প্রাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

‘যঃ ত্রিণাচিকেতঃ বিদ্বান্’ ‘এতৎ ব্রহ্মং’ যা ইষ্টকা বাবতীকা যথা বা,
‘বিদিত্বা এবং নাচিকেতম্ অগ্নিং চিছুতে, সঃ’ ‘পুরতঃ’ শরীরপাতাৎ
পূর্ব্বমেব ‘মৃত্যুপাশান্’ অদম্মাজ্ঞানবাগদেয়াদিলক্ষণান্ ‘প্রণোদ্য’
অপহায় ‘শোকাতিগঃ’ শোকাতীতঃ সন্ ‘স্বর্গলোকে’ ‘মোদতে’
হ্রযাতি ॥ ১৮ ॥

এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিন কন্ম করেন, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম
করেন, এবং পূজনীয় ব্রহ্মজজ্ঞ দেবকে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন
এবং সমুদায় বস্তু জানেন সেই অগ্নিদেবকে জানিয়া এবং দর্শন করিয়া
পরম শান্তি লাভ করেন।

১৮। তিন বার অগ্নিচয়নকারী যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই তিন বিষয়,—
যে প্রকার ও যত সংখ্যক ইষ্টক অগ্নিচয়নে আবশ্যক এবং যে প্রকারে
অগ্নিচয়ন করিতে হয়—জানিয়া অগ্নিচয়ন করেন, তিনি শরীরপাতের
পূর্ব্বই মৃত্যুবন্ধনসমূহ অর্থাৎ অদম্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বेष প্রভৃতি ছেদনপূর্ব্বক
শোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করেন।

এব তেহগ্নিন'চিকেতঃ স্বর্গো

যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ ।

এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যাস্তি জনাস-

স্তুতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ ॥ ১৯ ॥

যেয়শ্চেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যো-

হস্তীত্যেকো নায়মস্তুতি চৈকে ।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্বরাহং

বরাণামেষ বরস্তুতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

হে 'নচিকেতঃ', 'তে' তুভ্যাম্ 'এষঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গ-সাদনভূতঃ 'অগ্নিঃ' অগ্নিসম্বন্ধী বরঃ [দত্তঃ] 'যম্ [বরং ভ্যং] দ্বিতীয়েন বরেণ' 'অবৃণীথা' প্রার্থিতবানসি । 'জনাসঃ' জনাঃ 'এতম্ অগ্নিং তব এব নাম্না প্রবক্ষ্যাস্তি,' হে 'নচিকেতঃ, [অথ] 'তৃতীয়ং বরং' 'বৃণীষ' প্রার্থয়স্ব ॥ ১৯ ॥

ন চিকেতা উবাচ,—'প্রেতে' মৃতো মনুষ্যো, তদ্বিষয়ে, 'না ইদম্' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ [অস্তি,] 'একে অস্তি ইতি, একে চ ন অদম্ অস্তি ইতি' [কথ্যবস্তু,] 'অহং ভয়া' 'অনুশিষ্টঃ' শিক্ষিতঃ সন্ 'এতং' 'বিদ্যাম্' বিজানীয়াম্; 'বরাণাম্ এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ' ॥ ২০ ॥

১৯। হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরদ্বারা বাহা চাহিয়াছিলে, এই সেই স্বর্গ-সাদনরূপ অগ্নি সম্বন্ধীয় বর তোমাকে প্রদান করিলাম । লোকে এই অগ্নিকে তোমার নামে অভিহিত করিবে । হে নচিকেতা, তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ।

২০। নচিকেতা বলিলেন, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে,—কেহ বলেন 'আছে' কেহ কেহ বলেন 'নাই',—আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি; আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর ।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা।

ন হি স্ত্রবিজ্ঞেয়মনুরেষ ধৰ্ম্মঃ ।

অগ্ন্যং বরং নচিকেতো বৃগীষ

মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥ ২১ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল

ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন স্ত্রবিজ্ঞেয়মাথ ।

বক্তা চাস্ত হাদৃগন্তো ন লভ্যো।

নাগ্নো বরস্তল্য এতস্ত কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

যমঃ উবাচ,—‘অত্র’ এতস্মিন্ বিষয়ে ‘দেবৈঃ অপি’ ‘পুরা’ পূৰ্ব্বম্
‘বিচিকিৎসিতম্’ সংশয়িতম্, ‘হি’ যতঃ ‘এষঃ ধৰ্ম্মঃ ন’ ‘স্ত্রবিজ্ঞেয়ম্’,
‘স্ত্রবিজ্ঞেয়ঃ’ | পবন্ত্ৰ | ‘অণুঃ’ স্ত্রস্ম্’ । হে ‘নচিকেতঃ, অগ্ন্যং বরং’ ‘বৃগীষ’
প্রার্থয়ন্ত, ‘মা’ মাম্ ‘মা উপরোৎসীরঃ’ উপবোধম্ মাকাষীঃ, ‘মা’ মাম্
[অল্পগৃহ্ণন্] ‘এনম্’ [বরম্,] এতদ্বগ্রহণাভিলাষমিতি যাবৎ ‘অতিসূক্ষ্ণ’
বিমূৰ্খ ॥ ২১ ॥

নচিকেতা উবাচ,—হে ‘মৃত্যো,’ ‘অত্র’ ‘কিল’ নিশ্চিতং ‘পুরা দেবৈঃ
অপি বিচিকিৎসিতম্, যৎ [ত্বঞ্চ] ত্বং চ ন স্ত্রবিজ্ঞেয়ম্’ ‘আথ’ বদসি। ‘অস্ত
ত্বস্ত বক্তা চ’ ‘হাদৃক্’ তত্ত্বত্বাঃ ‘অগ্ন্যং ন লভ্যঃ’, [অতঃ] ‘ন এতস্ত
ত্বাঃ অগ্ন্যঃ কঃ চিৎ বরঃ [অস্তি]’ ॥ ২২ ॥

২১। যম বলিলেন, এই বিষয়ে দেবতারাও পূৰ্বে সংশয়যুক্ত ছিলেন,
যে হেতু এই ধৰ্ম্ম স্ত্রবিজ্ঞেয় নহে, ইহা স্ত্রস্ম । হে নচিকেতা, অগ্ন্যং বর
প্রার্থনা কর,—আমাকে উপরোধ করিও না ; আমাকে অল্পগ্রহ করত-
এই বর-গ্রহণের অভিলাষ ত্যাগ কর ।

২২। নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যো, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে পূৰ্বে

শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃগীষ

বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্ ।

ভূমেম'হদায়তনং বৃগীষ

স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং

বৃগীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ ।

মহাভূমৌ নচিকেতস্বমেপি

কামানাস্থা-কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

যমঃ উবাচ, ‘শতায়ুষঃ’ শতবর্ষাণি আগুংসি যেমাং তান্, ‘পুত্রপৌত্রান্ বৃগীষ, [তথা] বহূন্ ‘পশূন্’ গবাদীন্ ‘হস্তিহিরণ্যম্’ অনযোঃ সমাহারঃ,— হস্তিনং হিরণ্যং চ ইত্যর্থঃ ‘অশ্বান্’ [চ], ‘ভূমেঃ’ পৃথিব্যাঃ ‘মহৎ’ বৃহৎ ‘আয়তনম্’ মণ্ডলং, রাজ্যং [চ বৃগীষ] ‘চ’ অপি ‘স্বয়ং যাবৎ’ ‘শবদঃ’ বর্ষাণি [জীবিতুম্] ‘ইচ্ছসি’ [তাবৎ] ‘জীব’ জীবনং ধাবয় ॥ ২৩ ॥

‘যদি [কঞ্চিদপি অণ্ডং] বরম্’ ‘এতত্তুল্যম্’ এতেন সমানং ‘মন্যসে,’ [যথা—] ‘বিত্তং’ হিরণ্যাদিকং ‘চ’ অপি ‘চিরজীবিকাং’ ‘চিরজীবনোপায়ম্’ দেবতারাও সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, তুমিও বলিতেছে—‘ইহা স্তবিজ্ঞেয় নহে,’ এই বিষয়ে তোমার তুল্য অণ্ড বক্তাও পাণ্ডুরা যাইবে না। অতএব ইহার তুল্য অণ্ড কোন বর নাই।

২৩। যম বলিলেন, শত বর্ষায় পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর, বহু পশু, হস্তী, স্বর্গ, অশ্ব এবং পৃথিবীর বৃহৎ অংশ অর্থাৎ রাজ্য প্রার্থনা কর, এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ কর।

২৪। যদি অণ্ড কোন বর ইহার তুল্য মনে কর, যথা—বিত্ত

যে যে কামা ছল্ভা মৰ্ত্যালোকে

সৰ্বান্ কামাংছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতৃঘ্যা

ন হীদৃশা লম্বনীয়া মনুষ্যৈঃ ।

আভিমৰ্ৎপ্রভাভিঃ পরিচারয়স্ব

নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥

[তদা তম্] ‘রুগীষ’ । হে ‘নচিকেতঃ,’ ‘মহাভূমো’ মহত্যাং ভূমো ‘দ্বম্’ [রাজা] ‘এনি’ ভব, [অহং যমঃ] ‘দ্বা’ দ্বাং ‘কামানাং’ কামাবস্তানাং ‘কামভাজং’ কামভাগিনং ‘করোমি’ করিষ্যামি ॥ ২৪ ॥

‘যে যে’ ‘কামাঃ’ কামাপদার্থাঃ ‘মৰ্ত্যালোকে’ ছল্ভাভাঃ, [তান্] সৰ্বান্ কামান্ ‘ছন্দতঃ’ ইচ্ছাতঃ ‘প্রার্থয়স্ব’ । ‘ইমাঃ’ ‘সরথাঃ’ ‘রথৈঃ সহ বর্তন্তে’ ইতি, ‘সতৃঘ্যাঃ’ তৃঘ্যৈঃ বাদিত্রৈঃ সহ বর্তন্তে ইতি, ‘রামাঃ’ রমণাঃ, ‘হীদৃশাঃ’ হীদৃশাঃ ‘ন হি মনুষ্যৈঃ’ ‘লম্বনীয়াঃ’ প্রাপণীয়াঃ । ‘মৎপ্রভাভিঃ’ ময়া দত্তাভিঃ ‘আভিঃ’ [সরথ-সতৃঘ্য-রামাভিঃ আত্মানম্] ‘পরিচারয়স্ব’ আত্ম-শুশ্রূষাং কারয়, হে ‘নচিকেতঃ,’ ‘মরণম্’ মরণবিষয়কং প্রশ্নম্ ‘মানুপ্রাক্ষীঃ’ ন পৃচ্ছ ॥ ২৫ ॥

এবং চিরজীবিকা, তাহা প্রার্থনা কর । হে নচিকেতা, তুমি প্রশস্ত ভূগম্ভের উপর রাজা হও, আমি তোমাকে সমুদায় কামনার কামভাগী করিব ।

২৫। মৰ্ত্যালোকে যে যে কামাবস্তা ছল্ভাভ, সেই সমুদায় ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর । এই সকল রথযুক্তা ও বাদ্যযন্ত্রধারিণী রমণীগণ—একুপ রমণীসমূহ মনুষ্যেরা পায় না । আমার প্রদত্ত এই সকল পরিচাবিণী-কর্তৃক পরিচারিত হও ; হে নচিকেতা, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না ।

শোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তুকৈতং

সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ ।

অপি সর্বজীবিতমল্লমেব

তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ১৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

লপ্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ চেত্বা ।

জীবিস্ম্যামো যাবদৌশিষ্যসি হং

বরস্ত মে.বরণীয়ঃ স এব ॥ ১৭ ॥

নচিকেতা উবাচ,—হে ‘অন্তুক’ দম, [‘অতুক্রাঃ ভোগাঃ’] ‘শোভাবাঃ’
 ঋঃ কল্যা স্বাস্যন্তি ন স্বাস্যন্তি বা ইতি সন্দিহমানাঃ এব ভাবাঃ যেযাং
 তে ; [কিঞ্চ] ‘মর্ত্যস্য’ মরণশীলস্য মনুষ্যাদেঃ ‘সর্বেন্দ্রিয়াণাং ২২ তেজঃ
 এতং’ ‘জরয়ন্তি’ অপক্ষয়ন্তি । ‘অপি সমগ্’ জীবসমষ্টিকুপি-অপরব্রক্ষণঃ
 অপি ‘জীবিতং’ জীবনম্ ‘অল্লম্ এব’, [অতঃ তব] ‘বাহাঃ’ অশ্বাঃ
 ‘নৃত্যগীতে’ নৃত্যাং চ গীতাং চ তে, ‘তব এব’ [তিষ্ঠত্ব | ॥ ১৬ ॥

‘মনুষ্যাঃ বিত্তেন ন’ ‘তর্পণীযাঃ’ ত্রোষণীয়ঃ । বয়ং] ‘চেৎ’ যদা ‘ত্বা’ ত্বাম্
 ‘অদ্রাক্ষ’ দৃষ্টবন্তঃ স্ম, [তদা] ‘বিতং’ [নুনং] ‘লপ্যামহে’ প্রাপ্যামহে ।

২৬ । নচিকেতা বলিলেন, হে দম, তোমার বর্ণিত ভোগসকল কল্যা
 থাকিবে কি থাকিবে না এরূপ সন্দিহমান, এবং মনুষ্যাণ্ডির সর্কেন্দ্রিয়ের
 যে তেজ, তাহাকে ক্ষয় করে । সমগ্র (অর্থাৎ জীবন-সমষ্টিকুপী অপর
 ব্রক্ষের) জীবনও অলক্ষণ স্থাবী, অতএব তোমার অশ্ব ও নৃত্যগীত
 তোমারই থাকুক ।

২৭ । মনুষ্য বিত্তে পরিতপ্ত হইতে পারে না, আমরা যখন

অজীৰ্ঘ্যাতামমৃতানামুপেত্য

জীৰ্ঘ্যান্ মৰ্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্ ।

অভিধ্যায়ন্ বৰ্ণরতিপ্রমোদা-

নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

[তথৈব] ‘যাবৎ হুম্’ ‘ঈশিয়ানি’ ‘ঈশিয়াসে’ প্রভুঃ স্যাঃ [তাবৎ বয়ং]
‘জীবিষ্যামঃ’ ‘তু’ কিন্তু ‘সঃ’ পূৰ্ব্বোক্তঃ ‘বরঃ এব’ ‘মে’ মম ‘বরণীয়ঃ’
প্রার্থনীয়ঃ ॥ ২৭ ॥

‘কধঃস্থঃ’ কু-অধঃ-স্থঃ—স্বর্গাদিলোকাপেক্ষয়া নিম্নতরায়াম্ পৃথিব্যাং
স্থিতঃ ‘জীঘ্যান্’ ‘জরাধীনঃ’ ‘কঃ মৰ্ত্যঃ’ ‘অজীৰ্ঘ্যাতাম্’ ‘অজরাণাম্’
‘অমৃতানাম্’ অমবাণাং [সকাশম্] ‘উপেত্য’ উপগম্য [আত্মনঃ উৎকৃষ্ট-
তরম প্রয়োজনান্তরম্ প্রাপ্তবাম্ অস্তি, তেভ্যঃ ইতি] ‘প্রজানন্’ ‘বর্ণরতি-
প্রমোদান্’ রূপাৎ চ প্রণয়াৎ চ প্রসূতান্ স্থখান্ ‘অভিধ্যায়ন্’ তেষাম্
অনবস্থিততাং চিস্তয়ন্ ‘অতিদীর্ঘে’ ‘জীবিতে’ জীবনে ‘রমেত’ আনন্দম্
অন্তুভবেৎ ? ২৮ ॥

তোমাকে দেখিযাছি, তখন বিত্ত অবশ্যই পাইব, এবং তুমি যত দিন প্রভু
থাকিবে তত দিন জীবিত থাকিবে; কিন্তু সেই অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত বরই
আমার প্রার্থনীয় ।

২৮ । স্বর্গাদি লোকাপেক্ষা নিম্নতর পৃথিবীতে অবস্থিত, জরাধীন,
এবং মরণশীল কোন্ ব্যক্তি অজর অমরদিগের নিকটে গমনপূর্বক,
‘আত্মার উৎকৃষ্টতর প্রয়োজন ও প্রাপ্তব্য বস্তু আছে’ ইহা [তাঁহাদের
নিকট] অবগত হইয়া, এবং রূপ ও প্রণয়জাত স্থখের অস্থিরতা চিন্তা
করিয়া, অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দান্তুভব করিতে পারে ?

যস্মিন্দিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো

যৎ সাম্পরায়ে মহতি ক্রহি নন্তৎ ।

যোহয়ং বরো গৃঢ়মনু প্রবিষ্টো

নাগ্নন্তস্মান্‌নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

হে ‘মৃত্যো’ ‘যস্মিন্’ [পরলোক-বিষয়ে লোকাঃ] ‘ইদম্’ বিচিকিৎসনম
‘বিচিকিৎসন্তি’ সংশয়ং কুর্ক্বন্তি, [তস্মিন্] ‘মহতি’ ‘সাম্পরায়ে’ পরলোকে
যৎ [অতি], ‘তৎ’ ‘নঃ’ অস্বভাম্ ‘ক্রহি’ । যঃ অদম্ বরঃ ‘গৃঢ়ং’ দুর্কিঞ্জেয়ং
পরলোকভাবম্ ‘অনুপ্রবিষ্টঃ’ [স্যাৎ] বদ্ববলাভেন পরলোকভাবঃ স্পষ্টং
প্রকাশিতঃ ভবেৎ, ইত্যর্থঃ ‘তস্মাৎ অগ্নং [বরং] নচিকেতা ন’ ‘বৃণীতে’
‘প্রার্থবতে ॥ ২৯ ॥

২৯ । যে পবলোক বিষয়ে লোক এই সংশয় করিয়া থাকে, সেই
মহান্ পরলোকে যাহা আছে, তদ্বিয় আমাদিগকে বল । এই যে বব,
যাহা দুর্কিঞ্জেয় পরলোক ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ যে
ববলাভে পবলোক ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে
পৃথক্ বব নচিকেতা প্রার্থনা করে না ।

ইতি প্রথমা বল্লী সমাপ্তা ।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রয়োহনুত্বৈব প্রেয়-

স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ম সাধু

ভবতি হীয়তেহর্থাদ য উ প্রেয়ো ব্রণীতে ॥ ১ ॥

প্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

যমঃ উবাচ—‘শ্রেয়ঃ’ মঙ্গলম্ [প্রেয়সঃ] ‘অনুৎ’ পৃথক্ ‘উত’ তথা ‘প্রেয়ঃ’ স্তৃগকরম্ [শ্রেয়সঃ] ‘অনুৎ এব’, ‘তে উভে’ ‘নানার্থে’ বিভিন্নে প্রয়োজনে সতি ‘পুরুষং’ মনুষ্যাং ‘সিনীতঃ’ বস্ত্রীতঃ । ‘তয়োঃ’ ‘শ্রেয়ঃ আদদানস্ম’ শ্রেয়ঃ-গ্রহিতুঃ ‘সাধু’ শিবম্ ‘ভবতি, যঃ উ প্রেয়ঃ’ ‘ব্রণীতে’ গৃহ্যতি, [সঃ] ‘অর্থান্’ পরমার্থান্ ‘হীয়তে’ বিচ্যতঃ ভবতি ॥ ১ ॥

‘শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ মনুষ্যম্’ ‘এতঃ’ আ-ইতঃ প্রাপ্নোত, ‘ধীরঃ’ জ্ঞানী ‘এতৌ’ ‘সম্পরীত্য’ সম্যক্ মনসা আলোচ্য, ‘বিবিনক্তি’ পৃথক্ তথা

১। শ্রেয় অর্থান্ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থান্ স্তৃগকর পরম্পর বিভিন্ন । এই উভয় বিভিন্নরূপে জীবকে আবদ্ধ করে । যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহাব মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যত হয় ।

২। শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের

শ্রেয়ো হি ধীরোহ্ভিপ্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ১ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-

নভিধ্যায়ন্নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ।

নৈতাং সৃক্ষাং বিত্তময়ীমবাপ্তো

যশ্চাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

জানাতি । ‘ধীরঃ প্রেয়সঃ’ [উত্তমঃ মনুষ্যঃ] ‘শ্রেয়ঃ’ ‘হি’ এব ‘অভিবৃণীতে’
গৃহ্নাতি, ‘মন্দঃ’ অল্পবুদ্ধিঃ ‘যোগক্ষেমাৎ’ অপ্রাপ্তবস্ত-প্রাপ্তেঃ তথা প্রাপ্তবস্ত
রক্ষণশ্চ অভিলাষাৎ ‘প্রেয়ঃ বৃণীতে’ ॥ ২ ॥

হে ‘নচিকেতা, সঃ ত্বম্’ ‘প্রিয়ান্’ রম্যান্, পুত্রাদীন্ ‘প্রিয়রূপান্’
আপাতরমণীয়ান্ অপরঃ প্রভৃতি লক্ষণান্ ‘চ কামান্’ ‘অভিধ্যায়ন্’ তেভ্যম্
অনিত্যত্বম্ অসাবিত্তাদিকং চ দোষান্ চিন্তয়ন্ [তান্] ‘অতশ্রাক্ষীঃ’
পরিত্যক্তবান্ অসি, [তথা] ‘ন এতাম্ বিত্তময়ীঃ’ ‘সৃক্ষাং’ স্মৃতিম্, পণ্ডানম্
‘অবাপ্তো’ গৃহীতবান্ অসি, ‘বশ্চাম্’ [স্মৃতৌ] ‘বহবঃ মনুষ্যাঃ’ ‘মজ্জন্তি’
নিমগ্নাঃ ভবন্তি ॥ ৩ ॥

বিষয় সন্মাক্ আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া জানেন । তিনি
প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি
যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিলাম্বে
প্রেয়কে গ্রহণ কবে ।

৩ । হে নচিকেতা, তুমি রমণীয় ও আপাত-রমণীয় কাম্য বস্তুসমূহেব
অনিত্যত্ব ও অসাবিত্তাদি দোষ চিন্তা করিয়া তৎসমস্তকে পরিত্যাগ
করিয়াছ, এবং এই বিত্তময় পথ, বাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হইতেছে,
তাহা অবলম্বন কর নাই ।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী

অবিজ্ঞা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা ।

বিজ্ঞাভীষ্মিনঃ নচিকেতসং মত্তে

ন হা কামা বহবো লোলুপন্তঃ ॥ ৪ ॥

অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্রুতমানাঃ ।

দন্দমামাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাহন্ধাঃ ॥ ৫ ॥

অবিজ্ঞা যা চ বিজ্ঞা ইতি জ্ঞাতা, এতে ‘দূরম্’ দূবেণ, মহতান্তবেণ, ‘বিপরীতে’ ‘বিষূচী’ বিসৃচ্যো.—নানাগতী, ভিন্নফলে; [অহং] ‘নচিকেতসম্’ ‘বিজ্ঞাভীষ্মিনঃ’ বিজ্ঞাধিনম্ ‘মত্তে’, [বতঃ] ‘হা’ ‘হাম্’ ‘বহবঃ কামাঃ ন’ ‘লোলুপন্তঃ’ প্রলুদ্ধং কৃতবন্তঃ ॥ ৪ ॥

‘অবিজ্ঞায়াম্’ ‘অন্তবে’ মধ্যে ‘বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্’ ‘শ্রুতমানাঃ’, মননশীলাঃ ‘মূঢ়াঃ’ ‘দন্দমামাণাঃ’ অত্যাধঃ কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তঃ ‘পরিয়ন্তি’ পবিগচ্ছন্তি, ‘যথা অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ’ [পবিগচ্ছন্তি] ॥ ৫ ॥

৪। অবিজ্ঞা আর বিজ্ঞা বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধা ইহার পরস্পর অতি বিপরীত এবং ভিন্ন-গতি অর্থাৎ ভিন্ন-ফলপ্রদা; আমি নচিকেতাকে বিজ্ঞাব প্রার্থী বলিয়া মনে করি, যে হেতু তোমাকে অনেক কাম্য বস্তুও প্রলুদ্ধ করিতে পারে নাই ।

৫। যাহাবা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে কবে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তির দন্দমামাণ অর্থাৎ

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
 প্রমাগন্তং বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ ।
 অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
 পুনঃ পুনর্বশমাপত্ততে মে ॥ ৬ ॥
 শ্রবণায়াপি বহুভিষো ন লভ্যঃ
 শৃণ্বন্তোহপি বহবো যন্ন বিদ্যাঃ ।
 আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ম লন্ধা-

শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টে ॥ ৭ ॥

‘প্রমাগন্তম্’ প্রমাদম্ অনবধানতাঃ কৃষ্ণন্তং, চিন্তাবিহীনম্, ‘বিভ্রমোহেন’ বিভ্রনিমিত্তেন অবিবেকেন ‘মূঢ়ম্’ তমসচ্ছন্নম্, ‘বালম্’ অবিবেকিনম্ প্রতি ‘সাম্পরায়ঃ’ পারলৌকিকঃ বিষয়ঃ ‘ন ভাতি’ ন প্রকাশতে । [সঃ অবিবেকৌ] ‘অয়ম্’ [এব] ‘লোকঃ’ [অস্তি,] ‘পরঃ’ [লোকঃ] ‘নাস্তি ইতি’ ‘মানী’ মননশীলঃ সন্ ‘পুনঃ পুনঃ’ ‘মে’ মম, মৃত্যোঃ ‘বশম্’ ‘আপত্ততে’ আগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

‘যঃ [অস্মা]’ ‘শ্রবণায়’ শ্রবণার্থম্ ‘অপি বহুভিঃ ন লভ্যঃ’ যস্মৈ আত্মনঃ প্রশঙ্গস্তা শ্রবণোপায়ঃ অপি বহুনাম্ মনুষ্যাণাং নাস্তি ইত্যর্থঃ ‘যঃ শৃণ্বন্তঃ’ অতিশয় কুটিলভাবে নানা পথে চালিত হইয়া অন্ধকন্ডুক নীয়মান অন্ধদিগের গ্রায় পরিভ্রমণ করে ।

৬। চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় না, কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আগার অর্থাৎ মৃত্যুব অধীন হয় ।

৭। ,অনেকে ষাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পাষ না অর্থাৎ অনেকের পক্ষে

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত 'এষ

সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।

অনন্তপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-

গীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

অপি বহুবঃ ন বিদ্যাঃ, 'অশ্ম [আহুনঃ] বক্তা' 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্বুতবৎ, দুর্লভঃ, 'কুশলঃ' নিপুণঃ [এব] 'অশ্ম [আহুনঃ] লব্ধা' [ভবতি] । 'কুশলেন' নিপুণেন আচাৰ্য্যেণ 'অন্তশিষ্টঃ' উপদিষ্টঃ 'জ্ঞাতা' 'আশ্চর্য্যঃ' দুর্লভঃ ॥ ৭ ॥

'এষঃ [আহ্মা]' 'অববেণ' হীনে 'নরেণ' 'প্রোক্তঃ' উপদিষ্টঃ 'ন সবিজ্ঞেয়ঃ' [ভবতি ; যস্মাৎ এষঃ অনেকৈঃ] 'বহুধা' অস্মি নাস্তি, কৰ্ত্তা অকৰ্ত্তা, শুদ্ধঃ অশুদ্ধঃ ইত্যাদি অনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' [ভবতি] । 'অনন্তপ্রোক্তে' অন্তেন, হীনাচাৰ্য্যভিন্নেন, শ্রেষ্ঠাচাৰ্য্যেণ, অকথিতে সতি 'অত্র' আত্মবিষয়ে 'গতিঃ' অবগতিঃ 'নাস্তি', 'হি' যস্মাৎ [সং] 'অণুপ্রমাণাৎ' অণুপরিমাণাৎ [অপি] 'অগীয়ান্' সূক্ষ্মঃ, [অপি] 'অতর্ক্যম্' 'অতর্ক্যঃ' তর্কেণ অপ্রাপ্যঃ ॥ ৮ ॥

যাহাব বিষয়ে উপদেশ-লাভও শুদ্ধলভ, যাহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানিতে পারে না, তাহাব বক্তা দুর্লভ । নিপুণ ব্যক্তিই ইহাকে লাভ করিতে পাবেন । নিপুণ আচাৰ্য্য কতক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ ।

৮ । ইনি অর্থাৎ আহ্মা হীন মনুষ্যদ্বারা উপদিষ্ট হইলে সুবিজ্ঞেয় হন না, যে হেতু অনেকে তাহাকে অনেক প্রকারে ভাবে । হীনাচাৰ্য্য হইতে অণুদ্বারা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচাৰ্য্য দ্বারা উক্ত না হইলে এই বিষয়ে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে গতি নাই অর্থাৎ আহ্মাকে জানা যায় না ; যে হেতু ইনি অণুপরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য ।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া

প্রোক্তাণ্যেনৈব সূজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।

যাস্ত্বনাপঃ সত্যধৃতির্ষতাসি

দ্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রেষ্ঠা ॥ ৯ ॥

জানামাহং শেবধিরিত্যনিত্যং

ন হৃৎকবৈঃ প্রাপ্যতে হি ক্রবং তং

ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোহগ্নি-

রনিতৈত্য়ৈবৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০ ॥

‘গাম্’ [আত্মনি মতিম্ । ‘দ্রম্ আপঃ,’ [প্রাপ্তবান্ অসি] ‘এয়া’ ‘মতিঃ’
বুদ্ধিঃ ‘তর্কেণ ন’ ‘আপনেবা’ প্রাপণীয়া, হে ‘প্রেষ্ঠ’ প্রিয়তম, [এয়া]
‘অগ্নেন’ অভিজ্ঞেন আচাৰ্য্যোণ ‘প্রোক্তা’ [সতী] ‘সূজ্ঞানায়’ স্ববোধায়
[ভবতি] স্ববিজ্ঞেয়া ভবতি ইত্যর্থঃ ; [দ্রম্] ‘বত’ নূনম্ ‘সত্যধৃতিঃ’
স্থিরসঙ্কল্পঃ ‘অসি’ ; হে ‘নচিকেতঃ,’ ‘নঃ’ অস্মাকম্ ‘দ্বাদৃক্’ দ্বয়-তুলাঃ
‘প্রেষ্ঠা’ প্রশ্নকর্তা, জিজ্ঞাস্তাঃ ‘ভূয়াং,’ [সদা ইতি ভাবঃ] ॥ ৯ ॥

‘অহং জানামি’ ‘শেবধিঃ’ নিধিঃ, পশ্বাদি ধনম্ ‘ইতি’ অসৌ ‘অনিত্যম্’ ।
‘হি’ যস্মাৎ ‘অক্রবৈঃ’ অ ‘নিত্যৈঃ’ ‘তং ক্রবম্’ পরমাত্মা ‘ন প্রাপ্যতে’ ।

৯। তুমি যে আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্য
নহে ; হে প্রিয়তম, অগ্ন্যকর্তৃক অর্থাৎ অভিজ্ঞ আচাৰ্য্যকর্তৃক উক্ত হইলে
তাহা স্ববিজ্ঞেয় হয় ; তুমি নিশ্চয়ই স্থির-সঙ্কল্প ব্যক্তি ; হে নচিকেত,
আমরা যেন সর্বদাই তোমার মত জিজ্ঞাস্তা পাই ।

১০। আমি জানি পশ্বাদি ধন অনিত্য ; যেহেতু অক্রব বস্তুদ্বারা সেই
ক্রব বস্তুকে, অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। সেই জগুই আমি

কামশ্রাপ্তিজগতঃ প্রতিষ্ঠাং

ক্রতোরানন্ত্যমভয়শ্চ পারম্ ।

স্তোমশ্চহৃৎকৃগায়শ্চপ্রতিষ্ঠাং

দৃষ্ট্বা ধৃত্য ধীরো নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ॥ ১১ ॥

তন্দুদর্শঙ্গুটমনু প্রবিষ্টং

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্ ।

‘ততঃ’ তস্মাৎ [এব] ‘ময়া’ ‘অনিতৈঃ’ দ্রবৈঃ’ পশ্বাদিভিঃ ‘নাচিকেতঃ’ অগ্নিঃ চিতঃ’ [তেন] ‘নিত্যম্’ আপেক্ষিকং নিতাং [যাগ্যাপদম্] ‘প্রাপ্তবান্’ অস্মি ॥ ১০ ॥

হে ‘নচিকেতঃ,’ ‘কামশ্চ’ ‘আপ্তিঃ’ সমাপ্তিঃ, ‘জগতঃ’ ‘প্রতিষ্ঠাম্’ আশ্রয়ং ‘ক্রতোঃ’ যজ্ঞশ্চ ‘আনন্ত্যম্’ অনন্তকলং হিরণ্যগর্ভপদম্, ‘অভয়শ্চ’ ‘পারম্’ পরাং নিষ্ঠাং ‘স্তোমঃ’ স্তোতাম্ প্রশংসনীয়ম্ ‘মহং’ ‘উরুগায়ম্’ বিস্তীর্ণাং ‘গতিম্,’ ‘প্রতিষ্ঠাম্’ আশ্রয়নঃ উত্তমাং স্থিতিং দৃষ্ট্বা [অপি স্বম্! ‘ধীরঃ’ দীমান্ সন্ ‘ধৃত্য’ ধৈর্য্যেণ [সর্গম্ এতং কৰ্ম্মকাণ্ডেন অঙ্গীকৃতং স্তথজাতম্] ‘অত্যশ্রাক্ষীঃ’ অতিমৃষ্টবান্ অসি ॥ ১১ ॥

অনিত্য দ্রব্য পশ্বাদিদ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া নিতা অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে নিতা যমত্ব লাভ করিয়াছি ।

১১ । হে নচিকেত, কামনার সমাপ্তি, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত কল হিরণ্যগর্ভপদ, অভয়ের পার অর্থাৎ অভয়প্রদ স্থান, প্রশংসনীয় মহৎ বিস্তীর্ণ গতি অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান এবং আশ্রয়ার বিশ্রামস্থল, এই সমস্ত দেখিয়াও তুমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া ধৈর্য্যের সহিত এই সকল (কৰ্ম্মকাণ্ডে অঙ্গীকৃত) সুখ পরিত্যাগ করিয়াছ ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥

এতচ্ছূদ্রা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ

প্রবৃহ্য ধর্ম্যামণুমেতমাপ্য ।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্ব ।

বিবৃতং সন্ন নচিকেতসম্মত্তে ॥ ১৩ ॥

‘তং’ ‘দুর্দর্শং’ দুঃখেন দর্শনম্ অস্যা ইতি, ‘গৃঢ়ং’ গহনম্ ‘অল্পপ্রবিষ্টম্’ প্রচ্ছন্নম্, প্রতিবিষয়ান্তরে প্রবিষ্টম্ ইতি বা, ‘গুহাহিতম্’ গুহায়াং হৃদয়ে আহিতং স্থিতং ‘গহ্বরেষ্ঠং’ গহ্বরে দুর্গমস্থানে, ইন্দ্রিয়াতীতস্থানে তিষ্ঠতি ইতি ‘পুরাণং দেবম্’ ‘অধ্যাত্মযোগাধিগমেন’ অধ্যাত্ম-যোগ-ঘটিত-জ্ঞানেন ‘মহা’ জ্ঞাত্বা ‘ধীরঃ হর্ষশোকৌ’ ‘জহাতি’ অতিক্রামতি ॥ ১২ ॥

‘মর্ত্যঃ’ ‘এতং’ পরমাত্মানং ‘শ্রদ্ধা’ ‘সম্পরিগৃহ্য’ সম্যক্ অবধারণা, [তথা] ‘ধর্ম্যং’ গুণবিশিষ্টং, ধর্ম্যং অনপেতম্ বা, [আত্মানং] ‘প্রবৃহ্য’ শরীরাদে: পৃথক্ কৃৎস্না [এবং চ] ‘এতম্’ ‘অণুম্’ সূক্ষ্মবস্ত্র ‘আপ্য’ প্রাপ্য [স:] ‘মোদনীয়ং’ হর্ষণীয়ম্ [পরমাত্মানম্] ‘লব্ধ্ব’ ‘মোদতে’ আনন্দং লভতে । ‘নচিকেতসম্’ [প্রতি অহং] ‘সন্ন’ ব্রহ্ম-ভবনম্ ‘বিবৃতম্’ অপাবৃত-দ্বারম্ ‘মত্তে’ ॥ ১৩ ॥

১২ । সেই দুর্দর্শ অর্থাৎ ধাঁহাকে সহজে দেখা যায় না, গৃঢ়, প্রতি বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম জ্ঞানমাত্রগ্রাহ্য স্থানে অবস্থিত পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগঘটিত জ্ঞানদ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হন ।

১৩ । মূর্ত্তব্য ইহার অর্থাৎ পরমাত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্যক্ রূপে অবধারণ করিয়া, গুণবিশিষ্ট বা পবিত্র বস্ত্র আত্মাকে শরীরাদি-

অগ্নত্র ধর্মান্দগ্নত্রাধর্মান্দগ্নত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাত্ ৷

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাক্চ যন্তং পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪ ॥

সর্বৈ বেদা যৎপদমামনন্তি

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রাহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

নচিকেতা উবাচ,—‘ধর্মাং’ ‘অগ্নত্র’ পৃথক্-ভূতম্, ‘অধর্মাং অগ্নত্র
অস্মাৎ’ ‘কৃতাকৃতাত্’ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলবদ্ধাং জগতঃ ‘অগ্নত্র’ [তথা] ‘ভূতাং’
অতিক্রান্তাং ‘ভব্যাক্’ ভবিষ্যতঃ ‘চ অগ্নত্র যং পশ্যসি তং বদ’ ॥ ১৪ ॥

যমঃ উবাচ,—‘সর্বৈ বেদাঃ যং’ ‘পদম্’ পদনীয়ম্ পূজনীয়ম্ ‘আমনন্তি’
কীর্তয়ন্তি, ‘সর্বাণি তপাংসি চ যং বদন্তি, যং ইচ্ছন্তঃ’ [ব্রহ্মজ্ঞানার্থিনঃ]
ব্রহ্মচর্য্যং ‘চরন্তি’ অল্পটীয়ন্তে, ‘তং পদম্’ [অহং] ‘সংগ্রাহেণ’ সঙ্ক্ষেপতঃ
‘ব্রবীমি ওম্ ইতি এতৎ’ ॥ ১৫ ॥

হইতে পৃথক্ করিয়া এবং এই রূপে এই যুগ্ম বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দ-
কর পরমাত্মাকে লাভ করতঃ আনন্দিত হন । আমার বোধ হয় ব্রহ্ম-
ভবন নচিকেতার প্রতি মুক্তদ্বার হইয়া রহিয়াছে ।

১৪ । নচিকেতা বলিলেন, ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্,
এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলবদ্ধ জগৎ হইতে পৃথক্ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ
হইতে পৃথক্, এমন যে বস্তু দেখিতেছ, তাহা বল ।

১৫ । যম বলিলেন, সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করে, সমুদায়
তপশ্চা যাহাকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্ত্যর্থৈ অল্পটীতি, যাহাকে
লাভ করিতে ইচ্ছা কবিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্থীরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন,
তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ও ।

এতদ্ব্যাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যাক্ষরম্পরম্ ।

এতদ্ব্যাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্মৈ তৎ ॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং

কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমাণে শরীরে ॥ ১৮ ॥

‘এতং অক্ষরং হি এব ব্রহ্ম, এতং অক্ষরম্ এব পরম্, এতং অক্ষরম্ এব জ্ঞাত্বা যঃ যং ইচ্ছতি তস্মৈ তৎ [ভবতি]’ ॥ ১৬ ॥

‘এতং’ ‘আলম্বনম্’ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থম্ অবলম্বনম্ ‘শ্রেষ্ঠম্’; ‘এতং আলম্বনম্’ ‘পরম্’ উচ্চতমম্, ‘এতং আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা [সাধকঃ] ব্রহ্মলোকে মহীয়তে’ ॥ ১৭ ॥

‘বিপশ্চিৎ’ মেধাবী, জ্ঞানবান্ আত্মা ‘ন জায়তে’ ন উৎপত্তিতে ‘ম্রিয়তে বা’; ‘অয়ং’ ‘কুতশ্চিৎ’ কারণান্তরাং ‘ন বভূব’; [অস্মাৎ চ আত্মনঃ] ‘কঃ চিৎ’ [অপর-পদার্থঃ] ‘ন বভূব’। ‘অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ’ ‘শাস্ততঃ’ অপক্ষয়বিবজিতঃ [তথা] ‘পুরাণঃ’। ‘শরীরে হন্যমাণে’ [সতি অপি অয়ং] ‘ন হন্যতে’ ॥ ১৮ ॥

১৬। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পবব্রহ্ম, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে বাহ্য ইচ্ছা করে, তাহার তাহা হয়।

১৭। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জগ্য এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ। এই অবলম্বন উচ্চতম; এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন।

১৮। জ্ঞানবান্ আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই; ইনি কোন বস্তু

হস্তা চেন্মগ্নতে হস্তং হতশ্চেন্মগ্নতে হতম।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়াং হস্তি ন হগ্নতে ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্নহতো মহীয়া-

নাআশ্র জন্তোনিহিতো গুহায়াম।

তমক্রতুঃ পশ্চতি বীতশোকো

ধাতুপ্রসাদান্নমহিমানমান্নঃ ॥ ২০ ॥

‘হস্তা’ ‘চেন্’ যদি ‘হস্তম্’ এতং হনিষ্যামি ইতি ‘মগ্নতে,’ হতঃ চেন্ [আত্মানম্] ‘হতম্ মগ্নতে’ [তদা] ‘তৌ উভৌ’ [আত্মলক্ষণং] ‘ন বিজানীতঃ,’ [যতঃ] ‘অগ্নম্ [আত্মা] ন হস্তি, ন হগ্নতে’ [চ] ॥ ১৯ ॥

অণোঃ সৃক্ষাং ‘অণীয়ান্’ সৃক্ষতরঃ, ‘মহতঃ’ ‘মহীয়ান্’ মহত্তরঃ ‘আত্মা অশ্র’ ‘জন্তোঃ’ প্রাণিজাতশ্র ‘গুহায়াম্’ হৃদি ‘নিহিতঃ’। ‘অক্রতুঃ’ অকামঃ, ‘বীতশোকঃ’ বিগতশোকঃ ‘ধাতুপ্রসাদাং’ মন-আদি-শরীরধার-কাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ প্রসন্নাবস্থাহেতোঃ ‘তম্ [আত্মানম্] আত্মনঃ মহিমানম্ [চ] পশ্চতি’ ॥ ২০ ॥

হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইঁহা হইতেও অগ্ন কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত (অপক্ষয়-বজ্জিত) ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

১৯। হস্তা যদি মনে করে আমি ইহাকে হনন করিব, হত ব্যক্তি যদি আত্মাকে হত মনে করে, তবে উভয়ই আত্ম-লক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, যেহেতু ইনি অর্থাৎ আত্মা হননও করেন না, হতও হন না।

২০। সৃক্ষ হইতে সৃক্ষ, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা এই প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত। অকাম ও বিগতশোক ব্যক্তি শরীরধারক মন-আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থা হইলে সেই আত্মাকে এবং আত্মার মহিমা দর্শন করেন।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সৰ্ব্বতঃ।

কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমহতি ॥ ২১ ॥

অশরীরং শরীরেষু অবস্থিতম্।

মহান্তং বিভূমাশ্রানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২ ॥

নাশ্রমাশ্রা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তস্মৈব আশ্রা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ২৩ ॥

[আশ্রা] ‘আসীনঃ’ অবস্থিতঃ, স্থিরঃ [অপি সন্] ‘দূরম্’ ‘ব্রজতি’ গচ্ছতি, ‘শয়ানঃ’ অচলঃ [অপি সন্] ‘সৰ্ব্বতঃ যাতি’। ‘তম্’ ‘মদামদম্’ হর্ষাহর্ষম্, আপাত-বিরুদ্ধধর্মবস্তম্ ‘দেবম্’ ‘মং’ মন্তঃ [অন্তঃ] ‘কঃ জ্ঞাতুম্’ ‘অহতি’ সমর্থঃ ভবতি ॥ ২১ ॥

‘অনবশেষু’ অনিতোষু ‘শরীরেষু অবস্থিতম্,’ [বস্ততঃ] ‘অশরীরম্’ মহান্তম্, ‘বিভূম্’ সর্বব্যাপিনম্ ‘আশ্রানম্’ ‘মত্বা’ জ্ঞাত্বা ‘ধীরঃ ন শোচতি’ শোকযুক্তঃ ন ভবতিঃ ॥ ২২ ॥

‘অয়ম্ আশ্রা’ ‘প্রবচনেন’ বেদাধ্যাপনেন ‘ন লভ্যঃ,’ ‘মেধয়া’ গ্রন্থার্থ-পারগণশক্ত্যা, ‘বহুনা’ ‘শ্রুতেন’ শাস্ত্রজ্ঞানেন [চ] ‘ন লভ্যঃ,’। ‘যম্’

২১। আশ্রা আসীন অর্থাৎ স্থির হইয়াও দূরে যান, শয়ান অর্থাৎ অচল হইয়াও সর্বত্র যান। সেই হর্ষাহর্ষ অর্থাৎ আপাতবিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত দেবতাকে আমি ব্যতীত অস্ত্র কে জানিতে পারে ?

২২। অনিত্য শরীরে অবস্থিত, বস্ততঃ অশরীরী, মহৎ এবং সর্বব্যাপী আশ্রাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোকাতীত হন।

২৩। এই আশ্রাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থপারগণশক্তি

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্ ।

মৃত্যুর্যশ্চোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সং ॥ ২৫ ॥

সাধকম্ 'এষঃ' পরমাত্মা [আত্মদর্শনায়] 'বৃণুতে' বরয়তি, 'তেন' বৃতেন
'সাধকেন [এব এষঃ পরমাত্মা] 'লভ্যঃ' ; 'তশ্চ' বৃতশ্চ সাধকশ্চ [সমীপে]
'এষঃ' পরমাত্মা 'স্বাং' স্বকীয়ং 'তন্' স্বরূপম্ 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি ॥ ২৩ ॥

'দুশ্চরিতাং অবিরতঃ, অশান্তঃ, অসমাহিতঃ, অশান্ত-মানসঃ বা
[জনঃ] প্রজ্ঞানেন অপি এনম্ [আত্মানম্] ন আপ্নুয়াৎ' ॥ ২৪ ॥

'ব্রহ্ম' ব্রাহ্মণঃ, 'ক্ষত্রং' ক্ষত্রিয়ঃ 'চ' 'উভে যশ্চ [আত্মনঃ] 'ওদনম্'
অন্নম্ 'ভবতঃ,' 'মৃত্যুঃ যশ্চ' 'উপসেচনম্' দুগ্ধ-ঘৃতাदিক্রপম্ উপকরণম্,
'সং' আত্মা 'যত্র' [অস্তি, তং] 'কঃ' [পুরুষঃ] 'ইথা' এবম্ ইতি 'বেদ'
জানাতি ? ॥ ২৫ ॥

বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা লাভ করা যায় না। যাহাকে ইনি অর্থাৎ
পরমাত্মা [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাঁহা দ্বারা ইনি লভ্য, তাঁহার
নিকটে তিনি স্বকীয় তন্ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন ।

২৪। দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-
মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ।

২৫। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাহার উপসেচন অর্থাৎ
দুগ্ধঘৃতাदিক্রপ উপকরণ, সেই আত্মা যেখানে, তাহা 'এই রূপ' ইহা
কে জানে ?

ইতি দ্বিতীয়া বল্পী সমাপ্তা ।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

—:~:~:~:—

ঋতং পিবন্তৌ স্নুকৃতশ্চ লোকে

গুহাস্প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি

পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।

অভয়ং তিতীৰ্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

‘লোকে’ অস্মিন্ জগতি ‘পরমে’ সর্বোৎকৃষ্টে ‘পরার্দ্ধে’ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ
অৰ্দ্ধং স্থানং পরাৰ্দ্ধং হার্দ্যাকাশং তস্মিন্, ‘গুহাং’ হৃদয়গহ্বরং ‘প্রবিষ্টৌ,’
‘স্নুকৃতশ্চ’ স্বয়ং কৃতশ্চ কর্মণঃ ‘ঋতং’ সত্যম্, অবশ্যস্তাবিত্যং ফলম্
‘পিবন্তৌ’ ভুঞ্জানৌ [জীব পরমৌ] ‘ব্রহ্মবিদঃ ছায়াতপৌ [ইব] বদন্তি’ ;
‘যে চ’ পঞ্চাগ্নয়ঃ অগ্ন্যহার্যাপচন-গাহ-পত্য-আহবনীয়-সভ্য-আবসথা ইতি
পঞ্চাগ্নিসম্পন্নাঃ গৃহস্থাঃ ত্রিণাচিকেতাঃ’ ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ
যৈঃ [তে অপি এবং বদন্তি] ॥ ১ ॥

‘যঃ ঈজানানাং’ যজমানানাং ‘সেতুঃ’ [ইব তং] ‘নাচিকেতম্’ [অগ্নিঃ
যৎ] ‘তিতীৰ্ষতাং’ তৰ্ত্তুমিচ্ছতাম্ ‘অভয়ম্ পারম্ পরম্ অক্ষরম্ ব্রহ্ম’
[তং চ] ‘শকেমহি’ শক্যোমহি [বয়ং জ্ঞাতুম্ ইতি শেষঃ] ॥ ২ ॥

১। এই জগতে ব্রহ্মের সর্বোৎকৃষ্ট স্থানরূপ হৃদয়গুহাতে অর্থাৎ
হৃদয়গহ্বরে প্রবিষ্ট এবং নিজ কর্মফল ভোগকারী [জীব পরম দুজনকে]
ব্রহ্মবিদগণ ছায়াতপের ন্যায় (নিত্যযুক্ত) বলেন। ত্রিণাচিকেতা অর্থাৎ
তিন বার অগ্নিচয়নকারী পঞ্চাগ্নিসম্পন্ন গৃহস্থগণও এরূপ বলেন।

২। যিনি যজমানদিগের সেতুরূপ, সেই নাচিকেত অগ্নি, এবং

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহ্ণবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহ্মনীর্ষিণঃ ॥ ৪ ॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তস্মেন্দ্রিয়াণ্যবস্থানি দৃষ্টাশ্চ ইব সারথোঃ ॥ ৫ ॥

‘আত্মানং রথিনং’ ‘বিদ্ধি’ জানীহি, ‘শরীরং রথম্’ এব তু [বিদ্ধি]
বুদ্ধিঃ তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ ‘প্রগ্রহং’ রশনাম্ ‘এব চ’ [বিদ্ধি] ॥ ৩ ॥

‘মনীর্ষিণঃ ইন্দ্রিয়াণি’ ‘হয়ান্’ অস্থান্ ‘আহ্ণঃ’ ‘তেষু’ ইন্দ্রিয়েষু
[গৃহীতান্] বিষয়ান্ রূপরসাদীন ‘গোচরান্’ মার্গান্ [আহ্ণঃ] ‘ইন্দ্রিয়-
মনোযুক্তম্’ আত্মানম্ ‘ভোক্তা’ রথী ‘ইতি আহ্ণঃ’ ॥ ৪ ॥

‘যঃ তু সদা’ ‘অযুক্তেন’ অসমাহিতেন ‘মনসা সহ’ ‘অবিজ্ঞানবান্’
অবিবেকী ‘ভবতি,’ ‘তস্মৈ ইন্দ্রিয়াণি সারথোঃ দৃষ্টাঃ অশ্বাঃ ইব অবস্থানি’
[ভবন্তি] ॥ ৫ ॥

যিনি ত্রাণার্থীদিগের অভয় পার স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অক্ষর ব্রহ্ম, এই উভয়কেই
আমরা জানিতে সক্ষম হইব ।

৩। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে
বশনা (লাগাম) বলিয়া জান ।

৪। মনীষীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, তৎসমূহে গৃহীত রূপরসাদি বিষয়-
সমূহকে পথ এবং ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া
থাকেন ।

৫। যে সর্বদা অসমাহিতমনা ও অবিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ
সারথির দৃষ্টাশ্বের ন্যায় অবশ হয় ।

যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তন্ত্বেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।

ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারধাগিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথিযন্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষেণঃ পরম্পদম্ ॥ ৯ ॥

‘যঃ তু সদা যুক্তেন মনসা সহ বিজ্ঞানবান্ ভবতি, তন্ত্বে ইন্দ্রিয়াণি সাবথেঃ সদশ্বাঃ ইব বশ্যানি’ [ভবন্তি] ॥ ৬ ॥

‘যঃ তু অবিজ্ঞানবান্,’ ‘অমনস্কঃ’ অসমাহিত-মনাঃ, ‘সদা শুচিঃ ভবতি, সঃ’ ‘তৎ’ অক্ষরম্ ‘পদম্’ ব্রহ্মপদং ‘ন আপ্নোতি’; [সঃ] সংসারং ‘চ’ এব ‘অধিগচ্ছতি’ প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

‘যঃ তু বিজ্ঞানবান্, সমনস্কঃ, সদা শুচিঃ ভবতি, সঃ তু তৎ পদম্ আপ্নোতি যস্মাৎ’ ‘ভূয়ো’ পুনঃ ‘ন জায়তে’ ॥ ৮ ॥

‘যঃ তু’ বিজ্ঞান-সারথিঃ’ বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং সারথিঃ যন্তু ৬। যে সর্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির উত্তম অশ্বের গায় বশবর্তী হয় ।

৭। যে অবিবেকী, অসমাহিতমনা ও সর্বদা অশুচি, সে সেই অক্ষর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয় ।

৮। যে বিবেকী, সমাহিতমনা ও সর্বদা শুচি, কেবল সেই সেই পদ প্রাপ্ত হয় যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।

৯। বিজ্ঞান যাহার সারথি; মন যাহার প্রগ্রহ (অর্থাৎ অশ্বসংযমন-

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যৰ্থা অৰ্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈরাহ্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥

তাদৃশঃ [তথা] মনঃ-প্রগ্রহবান্' মনঃ প্রগ্রহঃ অশ্বসংযমনরজ্জুঃ যস্তা তাদৃশঃ
'নরঃ সঃ' 'অশ্বনঃ' সংসারগতে: 'পারম্' পারম্ ইব 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য
ব্রহ্মণঃ 'তং পরমম্ পদম্ আপ্নোতি' ॥ ৯ ॥

'অৰ্থাঃ' ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ 'হি ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' 'পরাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ, 'অৰ্থেভ্যঃ চ
মনঃ পরম্, মনসঃ চ বুদ্ধিঃ পরা, বুদ্ধিঃ মহান্ আহ্মা পরঃ' ॥ ১০ ॥

'মহতঃ' 'অব্যক্তং' সৰ্ব্বস্য জগতঃ বীজভূতম্ 'পরম্', 'অব্যক্তাং
পুরুষঃ পরঃ, পুরুষাং ন কিঞ্চিৎ পরম্ [অস্তি]', 'সা [এব]' 'কাষ্ঠা'
পর্যাবসানম্, 'সা [এব] পরা গতিঃ' ॥ ১১ ॥

রজ্জুরূপ) সেই মনুষ্য সংসারপথের পাবস্বরূপ বিষ্ণুর (অৰ্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী
ব্রহ্মের) সেই পরম পদ লাভ করে ।

১০ । ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ হইতে
মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আহ্মা
শ্রেষ্ঠ ।

১১ । মহৎ হইতে জগতের বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে
পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; তিনি শেষ, তিনি
পরা গতি ।

এষ সৰ্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াহত্যা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধ্যা স্মৃক্ষয়া স্মৃক্ষদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা ছুরতয়া

দুর্গম্পথস্তং কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

‘এষঃ আত্মা সৰ্বেষু ভূতেষু’ ‘গৃঢ়ঃ’ প্রচ্ছন্নঃ [অস্তি], ‘ন প্রকাশতে’ ।

[সঃ] ‘তু স্মৃক্ষদর্শিভিঃ’ ‘অত্রয়া’ তীক্ষ্ণয়া [তথা] ‘স্মৃক্ষয়া বুদ্ধ্যা দৃশ্যতে’ ॥ ১২ ॥

‘প্রাজ্ঞঃ’ ‘বাক্’ বাচম্ ‘মনসি’ ‘যচ্ছেৎ’ উপসংহরেৎ, ‘তৎ’ মনঃ ‘জ্ঞানে’ প্রকাশস্বরূপে ‘আত্মনি’ বুদ্ধৌ ‘যচ্ছেৎ’, ‘জ্ঞানম্’ বুদ্ধিমে ‘মহতি আত্মনি’ জীবভূতে আত্মনি ইত্যর্থঃ, ‘নিযচ্ছেৎ’ ‘তৎ’ [চ মহান্তম্ আত্মানম্] ‘শান্তে’ সৰ্ব-বিকার-শূন্তে পরমে ‘আত্মনি যচ্ছেৎ’ ॥ ১৩ ॥

[হে জন্তবঃ, অজ্ঞাননিদ্রাতঃ] ‘উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,’ ‘বরান্’ প্রকৃষ্টান্ আচাৰ্য্যান্ ‘প্রাপ্য’ [পরমাত্মানম্] ‘নিবোধত’ অবগচ্ছত । ‘ক্ষুরস্য’

১২ । এই আত্মা সৰ্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না, কিন্তু স্মৃক্ষদর্শীরা ইহাকে তীক্ষ্ণ ও স্মৃক্ষ বুদ্ধিদ্বারা দর্শন করেন ।

১৩ । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবাত্মাতে সংযত করিবেন, এবং ইহাকে শান্ত অর্থাৎ সৰ্ববিকারশূণ্য পরমাত্মাতে সংযত করিবেন ।

১৪ । [হে জীবগণ, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে] উঠান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট, আচাৰ্য্যগণের নিকট যাইয়া [পরমাত্মাকে] জ্ঞাত হও ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ং

তথাহরসস্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাद्यনস্তম্ভমহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায়া তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

উক্তা। শ্রদ্ধা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

‘নিশিতা’ তীক্ষ্ণীকৃত্য ‘ধারা’ [যথা] ‘দুরতয়া’ ‘দুঃখেন’ অতায়ঃ অতিক্রমঃ
দয়াঃ — পদ্মাং দুর্গমণীয়া ইত্যর্থঃ, [তথা] ‘তং’ তম্ ‘পথঃ’ তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণম্
পন্থানম্ ‘কবয়ঃ’ পণ্ডিতাঃ ‘দুর্গং’ দুর্গমং ‘বদন্তি’ ॥ ১৪ ॥

“যং অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অবায়ম্, তথা অরসম্, নিত্যম্
অগন্ধবৎ চ, অনাদি অনস্তম্, ‘মহতঃ’ বুদ্ধ্যাখ্যাং মহত্ত্বাং পরং বিলক্ষণম্,
‘ধ্রুবম্, তং’ ‘নিচায়া’ অবগম্যা [সাধকঃ] ‘মৃত্যুমুখাৎ’ ‘প্রমুচ্যতে’ মুক্তঃ
ভবতি ॥ ১৫ ॥

‘মৃত্যুপ্রোক্তং’ ‘নাচিকেতং’ নচিকেতসা প্রাপ্তম্ ‘সনাতনম্’ উপাখ্যানম্
উক্তা। শ্রদ্ধা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে’ ॥ ১৬ ॥

স্করের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই [তত্ত্বজ্ঞানরূপ]
পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন ।

১৫। যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়, অবস, নিত্য, গন্ধহীন,
এবং অনাদি, অনস্ত, বুদ্ধিানামক মহত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে
জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন ।

১৬। মৃত্যুকর্তৃক উক্ত ও নচিকেতাকর্তৃক শ্রুত সনাতন উপাখ্যান
বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন ।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মসংসদি ।

প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে

তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ ১৭ ॥

‘যঃ’ ‘প্রযতঃ’ শুচিঃ ভূত্বা ‘ইমং পরমং’ ‘গুহ্যং’ গুহ্যার্থযুক্তম্
‘উপাখ্যানম্’ ‘ব্রাহ্মসংসদি’ ব্রাহ্মণানাং সভায়াং ‘শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ’
‘তং’ শ্রাবণং শ্রাদ্ধং বা ‘তস্য’ ‘আনন্ত্যায়’ অনন্তফলায় ‘কল্পতে’ সমর্থ্যতে ॥
শেষবাক্যস্য দ্বির্ভাষনম্ অধ্যায়পরিসমাপ্তার্থম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই পরম গুহ্য (অর্থাৎ গুহ্যার্থযুক্ত উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সমাজে বা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাঁহার পক্ষে তাহা (অর্থাৎ সেই শ্রাবণ বা শ্রাদ্ধ) অনন্ত ফল উৎপাদক হয়। (শেষ বাক্যেব দ্বির্ভুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তি-ব্যাঙ্গক)।

ইতি তৃতীয়া বল্লী ।

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম বল্লী (আদিতঃ চতুর্থী বল্লী)

পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভু-

স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্চতি নাস্তরাঅন্ ।

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাআনমৈক্ষ-

দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামান্নুয়ন্তি বাল।-

স্তে মৃত্যোর্যাস্তি বিততস্ম পাশম্ ।

‘স্বয়ম্ভুঃ’ [ইন্দ্রিয়াণাং] ‘খানি’ দ্বারাণি ‘পরাক্ষি’ পরা অঞ্চস্তি গচ্ছন্তি ইতি, বহিস্মু খানি ইত্যর্থঃ, ‘ব্যতৃণং’ ব্যপাং, ‘তস্মাৎ’ [মনুষ্যাঃ] ‘পরাঙ্’ অনাস্তরাঅনান্ শব্দাদীন বিষয়ান্ ‘পশ্চতি, ন’ ‘অস্তরাঅন্’ অস্তরাঅনান্ [পশ্চতি] । ‘কঃ চিৎ ধীরঃ’ ‘আবৃত্তচক্ষুঃ’ বিষয়েভ্যঃ নিবৃত্তচক্ষুঃ সন্ ‘অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্’ ‘প্রত্যক্’ প্রত্যক্ষম্ ‘আআনম্’ ‘ঐক্ষৎ’ ঐক্ষত, অপশ্চৎ, পশ্চতি ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

‘বালঃ’ অল্পপ্রজাঃ ‘পরাচঃ’ বহির্গতান্ ‘কামান্’ বিষয়ান্ ‘অনুয়ন্তি’ অনুগচ্ছন্তি ; [তস্মাৎ] ‘তে’ ‘বিততস্য’ বিস্তীর্ণস্য, সৰ্ব্বতঃ ব্যাপ্তসা ‘মৃত্যোঃ’

১। স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহিস্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জগত্ই মনুষ্য বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অস্তরাঅনাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত-চক্ষু এবং অমৃতত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

২। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে, এই জগত্ই

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ঋবমঋবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ॥

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতং ॥ ৩ ॥

স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তৃকোভৌ যেনানুপশ্যতি।

মহাস্তং বিভূমাশ্রানং মহা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

পাশম্ ‘ঘৃন্তি’ গচ্ছন্তি, পাশেন বধ্যন্তে ইত্যর্থঃ। ‘অথ’ পক্ষান্তরে ‘ধীরাঃ ঋবম্ অমৃতত্বম্ বিদিত্বা ইহ অঋবেষু [কিঞ্চিদপি] ন প্রার্থয়ন্তে’ ॥ ২ ॥

‘যেন এতেন’ আশ্রনা ‘রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্,’ ‘মৈথুনান্ স্পর্শান্’ মৈথুন-নিমিত্তান্ সুখ-স্পর্শান্ ‘চ’ [লোকঃ] ‘বিজানাতি,’ [তস্মিন্ জ্ঞাতে] কিং [জ্ঞাতব্যম্] ‘অত্র’ অস্মিন্ লোকে ‘পরিশিষ্যতে’ অবশিষ্যতে। [যং ত্বম্ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছসি,] ‘এতং বৈ তং’ আশ্রিতত্বম্ ॥ ৩ ॥

‘স্বপ্নাস্তম্’ স্বপ্ন-মধ্যং, স্বপ্ন-বিজ্ঞেয়ং বস্তুজাতম্, [তথা] জাগরিতাস্তম্’ জাগরিত-মধ্যং, জাগরিত-বিজ্ঞেয়ং বস্তুজাতম্, ‘চ উভৌ যেন [লোকঃ] তাহারা সর্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

৩। যাহাদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও মৈথুন স্পর্শ জানা যায়, [সেই আত্মাকে জানিলে] এখানে কি জানিবার অবশিষ্ট থাকে? তুমি যাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর ইনিই সেই আত্মা।

৪। যাহাদ্বারা লোকে স্বপ্ন-মধ্যস্থ ও জাগরণ-মধ্যস্থ বস্তুসমূহ দেখিতে পায়, সেই মহান্ সর্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী শোকাভীত হন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাতং ।

ঈশানমৃতভব্যশ্চ ন ততো বিজুগুপ্সতে । এতদ্বৈতং ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্বমন্তপসো জাতমন্ত্যঃ পূর্বমজায়তঃ ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যাপশ্যত । এতদ্বৈতং ॥ ৬ ॥

অন্তুপশ্যতি তম্ মহাস্তম্ 'বিভুং,' সর্বব্যাপিনম্ 'আত্মানম্' মত্তা দীরঃ ন শোচতি' ॥ ৪ ॥

• 'যঃ ইমম্' 'মধ্বদং' মধু-অদম্' মধু-পাতারং, কশ্মফলভুজম্ ইত্যর্থঃ জীবম্ 'আত্মানম্' 'অস্তিকাতং' অস্তিকে, সমীপে, [তথা পরমার্থতঃ] 'ভূতভব্যস্য' ভূতভবিষ্যতোঃ 'ঈশানং' নিয়ন্তারম্ 'বেদ' জানাতি, [সঃ] 'ততঃ' তদ্বিজ্ঞানাতঃ উৎকং [কিঞ্চিদপি] 'ন বিজুগুপ্সতে' ন গোপায়িতুম্ ইচ্ছতি, আত্মনঃ সর্বজ্ঞত্বাৎ । 'এতং বৈ তং' ॥ ৫ ॥

'পূর্বং' প্রথমং 'তপসঃ' ব্রহ্মণঃ সঙ্কল্পাৎ 'জাতম্,' [তথা সর্বপ্রাণিনঃ] 'গুহাং' হৃদয়াকাশং 'প্রবিশ্য' 'ভূতেভিঃ' পঞ্চভূতেঃ সহ, 'তিষ্ঠন্তং' [হিরণ্যগৰ্ভঃ,]—'যঃ' [হিরণ্যগৰ্ভঃ] 'অন্ত্যঃ পূর্বম্' অজায়ত,' [তং যঃ] 'ব্যাপশ্যত' পশ্যতি [সঃ তস্য কারণরূপং ব্রহ্ম এব পশ্যতি ইতি শেষঃ] 'এতং বৈ তং' ॥ ৬ ॥

৫। যিনি এই মধুপায়ী অর্থাৎ কশ্ম-ফল-ভোগী জীবরূপ আত্মাকে নিকটস্থ [এবং পরমার্থতঃ] ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তিনি তৎপরে অর্থাৎ একরূপ জ্ঞানলাভান্তে কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই সেই আত্মা।

৬। ব্রহ্মের তপস্যা অর্থাৎ সংকল্প হইতে প্রথমে জাত এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চভূতের সহিত অবস্থিত [হিরণ্যগৰ্ভঃ] যিনি জলের পূর্বে জন্মিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন [তিনি তাঁহার কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন]। ইনিই সেই আত্মা।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিদেবতাময়ী ।

গুহাং প্রবিণ্ড তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভিবা জায়ত । এতদৈতং ॥ ৭ ॥

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা

গৰ্ভ ইব স্ফুভতো গৰ্ভিণীভিঃ ।

দিবো দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-

র্হবিষ্মদ্ভিম্নুষ্যোভিরগ্নিঃ । এতদৈতং ॥ ৮ ॥

‘যা’ দেবতাময়ী’ সৰ্বদেবাত্মিক। ‘অদিতিঃ’ ‘প্রাণেন’ হিরণ্যগৰ্ভরূপেণ ‘সম্ভবতি’ জায়তে, ‘যা’ [চ] ‘ভূতেভিঃ’ পঞ্চভূতৈঃ সহ ‘ব্যজায়ত’ উৎপন্ন বভূব, [সৰ্বপ্রাণিনঃ] গুহ্যম্ প্রবিণ্ড তিষ্ঠন্তীং [তাম্ যঃ পশ্যতি, সঃ তম্যাঃ কারণম্ ব্রহ্ম এব পশ্যতি ইতি] । ‘এতং বৈ তং’ ॥ ৭ ॥

৮। ‘অরণ্যোঃ’ অগ্নিপ্রজ্জলন-কাষ্ঠযোঃ ‘নিহিতঃ’ স্থাপিতঃ ‘গৰ্ভিণীভিঃ’ গৰ্ভঃ ইব ‘স্ফুভতঃ’ স্মরক্ষিতঃ ‘জাগৃবদ্ভিঃ’ জাগরণশীলৈঃ, অপ্রমত্তৈঃ, ‘হবিষ্মদ্ভিঃ’ ইজ্যাদিমদ্ভিঃ ‘ম্নুষ্যোভিঃ’ মনুষ্যৈঃ ‘দিবো দিবো’ অহনি অহনি ‘ঈড্যোঃ’ স্বত্যোঃ ‘অগ্নিঃ’ । ‘এতং বৈ তং (কাৰ্য্যকারণযোঃ মৌলিকৈকত্বাৎ) ॥ ৮ ॥

৭। যে সৰ্বদেবাত্মিক। অদিতি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগৰ্ভ রূপে স্ফুট হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূত সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, আর যিনি সৰ্বপ্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন, [তিনি তাঁহার কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন] । ইনিই সেই আত্মা ।

৮। অগ্নিপ্রজ্জলন-কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত, গৰ্ভিণীদ্বারা রক্ষিত গৰ্ভের গ্রায় স্মরক্ষিত, জাগরণশীল অর্থাৎ অপ্রমত্ত ও বজ্রীয় সামগ্র্যাदि-সম্পন্ন মনুষ্যাগণ কর্তৃক প্রতিদিন স্তবনীয় অগ্নি, ইনিই সেই আত্মা (কাৰ্য্যকারণের মৌলিক একত্ববশতঃ ।)

যতশ্চাদেতি সূর্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সৰ্ব্বৈ অপিতাস্তুহ নাতেতি কশ্চন । এতদ্বৈতং ॥৯॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদস্বিহ ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাশ্বব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃতুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥ ১১ ॥

‘যতঃ চ সূর্যঃ উদেতি, যত্র চ অস্তং গচ্ছতি, তং সৰ্ব্বৈ দেবাঃ’
‘অপিতাঃ’ স্থিতাঃ ; ‘তং উ কশ্চন ন’ ‘অতোতি’ অতিক্রামতি । ‘এতং
বৈ তং’ ॥ ৯ ॥

‘যং এব ইহ, তং এব অমুত্র, যং অমুত্র তং অন্ব ইহ।’ ‘যঃ’ ‘ইহ’
ব্রহ্মণি ‘নানা ইব পশ্যতি, সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুমাশ্নোতি’ ॥ ১০ ॥

‘মনসা এব ইদম্ আশ্বব্যম্, ন ইহ কিঞ্চন নানা অস্তি । যঃ ইহ নান।
ইব পশ্যতি সঃ মৃত্যোঃ মৃতুং গচ্ছতি’ ॥ ১১ ॥

৯। যাহা হইতে সূর্য উদিত হন, আর যাহাতে অস্ত যান,
তাহাতে সমুদায় দেবতা স্থিত রহিয়াছেন, তাহাকে কেহই অতিক্রম
করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা

১০। যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে তিনিই
এখানে। যে ইহাকে নানারূপে দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

১১। ইনি মনদ্বারাই প্রাপ্তব্য, ইহাতে নানা ভাব কিছুই নাই। যে
ইহাকে নানারূপ দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ
পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূতভব্যাস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে । এতদ্বৈতং । ১২ ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ।

ঈশানো ভূতভব্যাস্ত স এবাচ্চ স উ শ্বঃ । এতদ্বৈতং । ১৩ ।

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি ।

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি । ১৪ ।

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ’ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ, হৃদয়-স্থম্বিব-ব্যাপী, অতঃ তৎপরিমাণঃ ইব ‘পুরুষঃ’ ‘মধ্যে আত্মনি’ শরীরস্য মধ্যে ‘তিষ্ঠতি’ । [সঃ হি । ‘ভূতভব্যাস্ত’ ভূতভবিষ্যতোঃ ‘ঈশানঃ’ নিয়ন্তা । [তং জ্ঞাত্বা সাধকঃ] ‘ততঃ ন বিজুগুপ্সতে’ ॥ ১২ ॥

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অধুমকঃ জ্যোতিঃ ইব [প্রকাশমানঃ, তথা ‘ভূত-ব্যাস্ত ঈশানঃ’ । ‘যঃ এব’ ‘অচ্চ’ ইদানীম্ [বর্তমানঃ], ‘সঃ উ’ ‘শ্ব’ পরদিনে । বর্ত্তিষ্যতে] ‘এতৎ বৈ তৎ’ ॥ ১৩ ॥

‘যথা উদকম্’ ‘দুর্গে’ দুর্গমে উচ্ছ্রিতে দেশে ‘বৃষ্টম্’ সিক্তম্ ‘পর্বতেষু’

১২ । অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অর্থাৎ হৃদয়চ্ছিদ্রব্যাপী বলিয়া যেন তৎপরিমাণ পুরুষ শরীরমধ্যে স্থিতি করিতেছেন । ইনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা ; ইহাকে জানিয়া সাধক কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না । ইনিই দেই আত্মা ।

১৩ । অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ ধুমশূত্র জ্যোতির গ্রায় প্রকাশমান এবং ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা । তিনি অচ্চ আছেন, কল্যাণ থাকিবেন । ইনিই সেই আত্মা ।

১৪ । জল উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্ট হইলে যেমন পর্বতে সমূহ দিয়া

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবম্মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৭ ॥

‘বিধাবতি’ বিকীর্ণং ধাবতি, ‘এবঃ’ ‘ধম্মান্’ সদ্ধাদি-গুণান্ [আত্মনঃ :
‘পৃথক্ পশ্চান্’ ‘তান্’ গুণান্ ‘এব’ ‘বিধাবতি’ অনুবর্ত্ততে, পুনঃ পুনঃ
শরীরভেদম্ প্রতিপত্ততে, ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে ‘গৌতম,’ যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে [উদকে] ‘আসিক্তম্’ বৃষ্টম্ তাদৃক্
এব ভবতি, এবং ‘বিজানত’, একত্র জানতঃ ‘মুনেঃ আত্মা’ [তাদৃক্ এব,
আত্মভূতঃ এব] ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেই রূপ যে সদ্ধাদি গুণসমূহকে আত্মা হইতে
পৃথক্ করিয়া দেগে, সে তাহাদেরই অর্থাৎ গুণসমূহেরই অনুবর্ত্তন করে
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরভেদ প্রাপ্ত হয় ।

১৫ । যেমন নিম্নল জলে নিম্নল জল বৃষ্ট হইলে সেই রূপই থাকে,
এই রূপ যে মুনি একত্র জানেন, তাঁহাব আত্মা সেই রূপই অর্থাৎ
আত্মভূতই থাকে ।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী

আদিতশ্চতুর্থী বল্লী সমাপ্তা ।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

(আদিতঃ পঞ্চমী বল্লী)

— ০ঃ০ঃ —

পুরমেকাদশদ্বারমজন্ত্যবক্রচেতসঃ ।

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে । এতদ্বৈতং ॥ ১ ॥

হংস শুচিষদ্বসুরন্তুরিক্ষস-

ক্কোতা বেদিসদতিথির্ছুরোণসং ।

নৃষদ বরসদৃতসদ্যোমসদজ্জা

গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ ॥ ২ ॥ (ঋক্ ৪।৪০।৫)

‘অজন্ত্য’ জন্ম-বহিতস্ত ‘অবক্রচেতসঃ’ নিত্য-প্রকাশরূপস্যা [আত্মনঃ] ‘একাদশদ্বারম্’ ‘পুবং’ নগরম্ [অস্তি] | অস্যা পুবস্যা স্বামিনম্ | ‘অনুষ্ঠায়’ ধ্যাভা [সাধকঃ] | ‘ন শোচতি’ ‘চ’ অপি ‘বিমুক্তঃ’ অবিচারিতৈঃ কামকাম্ব-বন্ধনৈঃ বিযুক্তঃ সন্ [সংসাৰাং] ‘বিমুচ্যতে’ । ‘এতং বৈ তং’ ॥ ১ ॥

[সঃ আত্মা] ‘শুচিষং’ শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি, ‘হংসঃ’ হস্তি গচ্ছতি ইতি সূচ্যঃ, ‘অন্তুরিক্ষসং’ অন্তুরিক্ষে সীদতি বসতি ইতি ‘বসুঃ’

১। জন্মবহিত ৬ অবক্রচেতঃ অর্থাৎ নিত্য-প্রকাশরূপ আত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। এই নগরবাসীকে ধ্যান করিয়া সাধক বীতশোক হইয়া থাকেন এবং অবিচারিত কামকাম্ববন্ধন হইতে বিযুক্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন । ইনিই সেই আত্মা ।

২। সেই আত্মা আকাশবাসী সূচ্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী অগ্নি ৬ কলঙ্গবাসী সোমবস । তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ৬ আকাশে

উর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়তাপানং প্রত্যগশ্চতি ।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩ ॥

অস্ম্য বিস্রংসমানস্ম শরীরস্থস্ম দেহিনঃ ।

দেহাদিমুচ্যমানস্ম কিমত্র পরিশিষ্যতে । এতদ্বৈতং ॥ ৪ ॥

বায়ুঃ ‘বেদিষং’ বেদ্যাং সীদতি ইতি, ‘হোতা’ অগ্নি, ‘দুরোধসং’ দুরোধে কলমে সীদতি ইতি, ‘অতিথিঃ’ সোমঃ, ‘নৃষং’ নৃষু মনুষ্যেষু সীদতি ইতি, ‘বরসং’ বরেষু দেবেষু সীদতি ইতি, ‘ঋতসং’ ঋতে যজ্ঞে সীদতি ইতি, ‘বোমসং’ বোয়স্মি আকাশে সীদতি ইতি, ‘অজ্ঞা’ অপ্সু শঙ্খশুক্তিমকরাদিরূপেণ জায়তে ইতি, ‘গোজাঃ’ গবি পৃথিব্যাম্ ব্রীহিষবাদিরূপেণ জায়তে ইতি, ‘ঋতজাঃ’ যজ্ঞাজ্বরূপেণ জায়তে ইতি, ‘অদ্রিজাঃ’ পর্বতোভ্যাঃ নগাদিরূপেণ জায়তে ইতি, [সঃ] ‘ঋতং’ সত্যং ‘বৃহৎ’ মহান্ [চ] ॥ ২ ॥

[সঃ আত্মা] ‘প্রাণম্’ প্রাণবায়ুম্ ‘উর্দ্ধম্’ উন্নয়তি’ উর্দ্ধং গময়তি, ‘অপানম্’ অপানবায়ুম্ ‘প্রত্যক্’ অধঃ ‘অস্মাতি’ ক্ষিপ্যতি । ‘মধ্যে’ হৃদয়াকাশে ‘আসীনঃ’ [তম্] ‘বামনং’ সম্ভজনীয়ং ‘বিশ্বে’ সর্বৈ ‘দেবাঃ’ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণাঃ ‘উপাসতে’ ॥ ৩ ॥

‘অস্মা শরীরস্থস্য’ ‘বিস্রংসমানস্য’ ভ্রংশমানস্য, ‘দেহাং বিমুচ্যমানস্য’

আছেন । তিনি শঙ্খ, শুক্তি, মকরাদিরূপে জলে উৎপন্ন হন, ব্রীহি-যবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, যজ্ঞাজ্বরূপে যজ্ঞে উৎপন্ন হন, এবং নগাদিরূপে পর্বতে উৎপন্ন হন । তিনি সত্য ও মহান্ ।

৩ । সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধগামী করেন ও অপানবায়ুকে অধোগামী করেন । মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে আসীন সেই বামনকে অর্থাৎ সম্ভজনীয়কে সমুদায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করে ।

৪ । এই শরীরস্থ ভ্রংশমান আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে ইহাতে অর্থাৎ দেহেতে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? ইনিই সেই আত্মা ।

ন প্রাণেন নাপানেন মৰ্ত্তো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতো ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

যোনিমন্ত্রে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্থাপুমন্ত্ৰেহনুসংযন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাক্রমতম্ ॥ ৭ ॥

‘দেহিনঃ’ আত্মনঃ ‘অত্র’ দেহে ‘কিম্’ ‘পরিশিষাতে’ অবশিষাতে ? ন
কিঞ্চন ইত্যর্থঃ । ‘এতৎ বৈ তৎ’ ॥ ৪ ॥

‘কঃ চন মৰ্ত্তাঃ’ ন প্রাণেন ন অপানেন জীবতি । [সৰ্ব্বে এব মৰ্ত্তাঃ]
‘ইতরেণ’ অনেন, পরমাত্মনা ইত্যর্থঃ, ‘জীবন্তি,’ ‘যস্মিন্’ [পরমাত্মনি]
‘এতৌ’ প্রাণাপানৌ ‘উপাশ্রিতৌ’ স্থিতৌ ॥ ৫ ॥

হে ‘গৌতম’ গৌতমবংশীয় নচিকেতঃ, ‘হন্ত’ ইদানীম্ [অহং] ‘তে’
তুভ্যম্ ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম, যথা চ মরণম্ প্রাপ্য আত্মা ভবতি’ [তৎ]
‘প্রবক্ষ্যামি’ কথয়িষ্যামি ॥ ৬ ॥

‘যথা কৰ্ম্ম’ যৈঃ যাদৃশং কৰ্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদনুসারেণ ‘যথাক্রমতং’

৫। কোনও জীব প্রাণ বা অপান অর্থাৎ উর্দ্ধাধোগামী বায়ুদ্বারা
জীবনধারণ করে না । ইহারা অত্র এক জন অর্থাৎ পরমাত্মাদ্বারা জীবিত
থাকে, ঐহাতে এই দুই বায়ু আশ্রিত রহিয়াছে ।

৬। হে গৌতমবংশীয় নচিকেতঃ, এখন আমি তোমাকে এই গুহ্য
সনাতন ব্রহ্মের বিষয় এবং মৃত্যুর পর আত্মা কিরূপ হয় তাহা বলিব ।

৭। আপন আপন কৃত কৰ্ম্ম ও আপন আপন উপাজ্জিত বিজ্ঞান
অনুসারে কোনও কোনও আত্মা শরীর গ্রহণার্থ প্রাণিগর্ভে প্রবেশ করে,
অত্র কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় ।

য এষ স্তপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে

তহ নাত্যোতি কশ্চন । এতদ্বৈতং ॥ ৮ ॥

অগ্নির্ঘৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিকূপো বভূব ।

একস্তথা সৰ্বভূতাস্তরাণ্য

রূপং রূপং প্রতিকূপো বহিষ্চ ॥ ৯ ॥

যৈঃ ষাদশং বিজ্ঞানম্ উপাঞ্জিতং তদনুসারেণ, ‘অগ্নে’ কেচিৎ দেহিনঃ

‘শরীরদ্বায়’ শরীরগ্রহণার্থং ‘যোনিম্’ প্রাণিগর্ভং ‘প্রপতন্তে’ প্রবিশন্তি ।

‘অগ্নে’ ‘স্থানম্’ স্থাবরভাবম্ ‘অন্তসংযন্তি’ অন্তগচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

[সৰ্ব-প্রাণিষু] ‘স্তপ্তেষু’ [সংস্থ] ‘যঃ এষঃ পুরুষঃ’ কামং কামং কাম্যবস্তপবম্পবাং ‘নিশ্চিমাণঃ’ নিস্পাদয়ন্ ‘জাগর্তি, তং এব’ ‘শুক্রম্’ উজ্জ্বলং, ‘তং এব ব্রহ্ম, তং এব অমৃতম্ উচ্যতে’ । তস্মিন্ ‘সৰ্বে লোকাঃ’ পৃথিব্যাদয়ঃ ‘শ্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ, ‘কঃ চন লোকঃ তং উ ন, অতি-এতি’ অতিক্রামতি । ‘এতং বৈ তং ॥ ৮ ॥

‘যথা একঃ অগ্নিঃ ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ [সন্] ‘রূপং রূপং’ দাহবস্তুরূপ-

৮ । যখন সমুদায় প্রাণী নিদ্রিত থাকে, তখন যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকিয়া কাম্যবস্ত পরম্পরা নিশ্চাণ করেন, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন । পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে । কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না । ইনিই সেট আত্মা ।

৯ । যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে

বায়ুর্ঘথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিঃচ ॥ ১০ ॥

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু

ন লিপ্যাতে চাক্ষুষৈবাহাদোমৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

ন লিপ্যাতে লোকহৃৎথেন বাহাঃ ॥ ১১ ॥

ভেদেন ‘প্রতিরূপঃ’ তৎ-তৎ-রূপঃ বভূব’ ‘তথা একঃ’ ‘সর্বভূত-অন্তরায়া’
সর্বেষাম্ ভূতানাম্ অভ্যন্তরঃ আয়া ‘রূপং রূপং নানাবস্তুভেদেন ‘প্রতি-
রূপঃ’ তৎ-তৎ রূপঃ বভূব’, [সর্বভূতানাম্ | ‘বহিঃ চ’ [তিষ্ঠতি] ॥ ১০ ॥

‘যথা একঃ বায়ুঃ ইত্যাদি সর্বমেব পূর্ববৎ ॥ ১০ ॥

‘সর্বলোকস্য চক্ষুঃ সূর্যো, যথা’ ‘চাক্ষুষৈঃ’ চক্ষুগ্রাহ্যৈঃ ‘বাহাদোমৈঃ’
বহিঃস্থৈঃ অশুচ্যা!দি-বস্তুভিঃ সহ ন লিপ্যাতে, ‘তথা একঃ সর্বভূতান্তরায়া

তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্বভূতেব এক অন্তরায়া নানা বস্তুভেদে
তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন, এবং সমুদায় পদার্থের বাহিবেও আছেন ।

১০ । যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ
হইয়াছেন, তেমনি সর্বভূতের একই অন্তরায়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্বস্তু-
রূপ হইয়াছেন, এবং সমুদায় পদার্থের বাহিবেও আছেন ।

১১ । সর্বলোকেব চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষু-গ্রাহ্য বাহ্য অশুচি
বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরায়া জগৎসম্বন্ধ
হৃৎথেন সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব ।

একো বশী সৰ্বভূতান্তরায়া

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাঅস্থং যেহনুপশ্চস্তি ধীরা-

স্তেষাং স্থাং শাস্তং নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাঅস্থং যেহনুপশ্চস্তি ধীরা-

স্তেষাং শাস্তিঃ শাস্তী নেতরেষাম্ ॥ ১৩ ॥

লোকদুঃখেন [সহ] ন লিপাতে , [যতঃ সঃ] 'বাহুঃ' নিলিপ্তঃ স্বতন্ত্র-
স্বভাবঃ ॥ ১১ ॥

'একঃ' 'বশী' নিয়ন্তা 'সৰ্বভূতান্তরায়া, যঃ [তস্মা] একং রূপং বহুধা
করোতি, তং যে ধীরাঃ আঅস্থম্ অনুপশ্চস্তি, তেষাম্' [এব] 'শাস্তং'
নিত্যং 'স্থম্' [ভবতি], 'ন ইতরেষাম্' অপরেষাং তং ন ভবতি ॥ ১২ ॥

'অনিত্যানাম্ [মধ্যে] নিতাঃ,' 'চেতনানাং' চেতনবতাং 'চেতনঃ'
যঃ একঃ বহুনাং 'কামান্' কাম্যবস্তুনি 'বিদধাতি' দদাতি, 'তম্' যে ধীরাঃ
আঅস্থম্ অনুপশ্চস্তি তেষাং শাস্তীঃ শাস্তিঃ, ন ইতরেষাম্' ॥ ১৩ ॥

১২ । যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সৰ্বভূতের অন্তরায়া, যিনি
স্বীয় এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে
দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য স্থা, অস্তের নহে ।

১৩ । যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্-
দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধান
করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই
নিত্য শাস্তি, অপরের নহে ।

তদেতদিতি মন্যন্তেহনির্দেশ্যম্পরমং সুখম্ ।

কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্ব্বং

তস্মা ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

[যতঃ যৎ ব্রহ্ম] ‘তৎ এতৎ ইতি’ [মত্ৰা] অনির্দেশ্যং পরমং সুখং মন্যন্তে, তৎ [অহং] কথং নু বিজানীয়াম্ ? [তৎ] ‘কিমু উ’ ‘ভাতি’ স্বতঃ দীপ্যতে ‘বা’ ‘বিভাতি’ প্রকাশান্তরেণ দীপ্যতে ? ॥ ১৪ ॥

‘তত্র’ ব্রহ্মণি ‘সূর্য্যঃ ন ভাতি,’ তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ, ‘চন্দ্র-তারকং ন ভাতি, ইমাঃ বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি, অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ’ ? ‘তম’ ‘ভাস্তম্’ দীপ্যমানম্ ‘এব সর্ব্বম্’ ‘অনুভাতি’ অনুদীপ্যতে, ‘তস্মা’ [ব্রহ্মণঃ এব] ‘ভাসা’ দীপ্ত্যা ‘সর্ব্বম্ ইদম্ বিভাতি’ ॥ ১৫ ॥

১৪। যোগিগণ ঠাহাকে ‘তিনি এই’ এরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া অনির্বিচলনীয় পরম সুখ অনুভব করেন, তাঁহাকে আমি কি রূপে জানিব ? তিনি স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্তি পান কি অগ্নির জ্যোতিতে দীপ্তি পান ?

১৫। সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারক। কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাসমূহও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কোথায় ? অর্থাৎ এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে ? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

(আদিতঃ ষষ্ঠী বল্লী)

—o—o—o—

উর্দ্ধমূলোহবাক্শাথ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবায়তমুচ্যতে ।

তস্মি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বৈ

তহু নাত্যোতি কশ্চন । এতদ্বৈতং ॥ ১ ॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজ্জতি নিঃসৃতম্ ।

মহন্তয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিতুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

‘উর্দ্ধমূলঃ’ উর্দ্ধং সৰ্ব্বাতীতং ব্রহ্ম মূলম্ অস্ম ইতি, ‘অবাক্শাথঃ’
অবাচ্যঃ নিম্নগামীত্বঃ শাখাঃ অস্ম ইতি, ‘এসঃ’ ‘সনাতনঃ’ অনাদিত্বাৎ
চিরপ্রবৃত্তঃ, ‘অশ্বথঃ’ সংসারবৃক্ষঃ । যৎ এতৎ সংসারবৃক্ষস্য মূলম্ তৎ এব
ইত্যাদি পূৰ্ব্ববৎ । পঞ্চমবল্লী অষ্টম শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২ ॥

‘যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সৰ্ব্বম্ [প্রাণস্বরূপাং ব্রহ্মণঃ] নিঃসৃতম্ [সং]
‘প্রাণে’ [এব] ‘এজ্জতি’ কম্পতে, প্রচলতি, নিয়মেন চেষ্টতে, [তং ব্রহ্ম]

১। উর্দ্ধমূল অর্থাৎ সৰ্ব্বাতীত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও নিম্নগামী
শাখাযুক্ত এই চিরন্তন অশ্বথ অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষ । এই সংসার বৃক্ষের
মূল যিনি, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হন ।
পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে । কেহই তাঁহাকে
অতিক্রম করিতে পারে না । ইনিই সেই আত্মা ।

২। এই সমস্ত যাহা কিছু চঞ্চল বস্তু প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত

ভয়াদশ্মাগ্নিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥

ইহ চৈদশকদ্ বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরশ্চ বিশ্বসঃ ।

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরজায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে ।

‘উগতঃ বজ্রম্ ইব মহং’ ‘ভয়ম্’ ভয়ানকম্ । ‘যে এতৎ বিদুঃ, তে অমৃত্যুঃ ভবন্তি’ ॥ ২ ॥

‘অস্য ভয়াং অগ্নিঃ’ ‘তপতি’ জলতি, [অস্য এব] ‘ভয়াং সূর্য্যঃ’ ‘তপতি’ তাপং দদাতি, [অস্য এব] ‘ভয়াং ইন্দ্রঃ চ বায়ু চ [চত্বাবঃ তথা] ‘পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ’ ‘ধাবতি’ স্বকীয়ং কশ্ম করোতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

‘চৈৎ’ যদি ‘ইহ শরীরস্য’ ‘বিশ্বসঃ’ অবশ্বসনাং, পতনাং, ‘প্রাক্’ পূর্ব্বম্ । [জীবঃ ব্রহ্ম] বোদ্ধুম্ ‘অশকং’ ন শক্নুয়াং, ‘ততঃ’ [সঃ] ‘সর্গেষু’ সৃজ্যন্তে যেষু সৃষ্টব্যঃ প্রাণিনঃ ইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ, তেষু লোকেষু ‘শরীরজায়’ শরীরভাবায় ‘কল্পতে’ সমর্থঃ ভবতি, শরীরং গৃহ্ণাতি ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া প্রাণে অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে অর্থাৎ যথানিয়মে প্রবর্তিত হইতেছে । তিনি উগত বজ্রেব গায় অতি ভয়ানক । যাহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন ।

৩ । ইহার ভয়ে অগ্নি জলিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভাপ দিতেছে, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এই চারি এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছে অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ।

৪ । যদি এখানে শরীব-পতনেব পূর্বে জীব ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে সৃষ্ট জীবের আবাসভূমিরূপ লোক সমূহে সে পুনরায় শরীব ধারণ করে ।

যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধৰ্বলোকে

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়ানাম্ পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ো চ যৎ ।

পৃথগ্ভং পদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুক্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যাক্তমুক্তমম্ ॥ ৭ ॥

‘যথা আদর্শে’ [লোকঃ প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানম্ পশুতি] ‘তথা আত্মনি’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি], ‘যথা স্বপ্নে’ [জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূতম্ আত্মদর্শনম্ ভবতি] ‘তথা পিতৃলোকে’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি], যথা অপ্সু’ [লোকঃ আত্মানম্] ‘পরিদদৃশে’ পশুতি ‘ইব, তথা গন্ধৰ্বলোকে’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি এবং চ] ‘ছায়াতপয়োঃ আত্মদর্শনম্’ ইব ব্রহ্মলোকে’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি] ॥৫॥

‘পৃথক্ উৎপত্তমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ পৃথক্ ভাবম্, যৎ চ [তেষাম্] ‘উদয়াস্তময়ো’ জাগ্রত-নিদ্রে, [তৎ মত্বা] ‘ধীরঃ ন শোচতি’ ॥ ৬ ॥

‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ’ ‘পরং’ শ্রেষ্ঠম্, ‘মনসঃ’ ‘সত্ত্বং’ বুদ্ধিঃ ‘উত্তমং’ শ্রেষ্ঠতমং,

৫। যেমন আদর্শে লোক প্রতিবিম্বরূপে আপনাকে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়, যেমন স্বপ্নে জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূত আত্মদর্শন হয়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়; যেমন জলে লোকে আত্মরূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধৰ্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়, এবং ছায়াতপ্প আত্মদর্শনের গ্রায় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়।

৬। পৃথক্ৰূপে উৎপত্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক্ ভাব, আর তাহাদের যে উদয়াস্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থা, তাহা জানিয়া জ্ঞানী শোকাভীত হন।

৭। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,

অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ ।

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি রূপমশ্ম

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্সপ্তো

য এতদ্বিতুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

‘সত্ত্বাং মহান্ আত্মা’ ‘অধি’ ‘অধিকঃ’, ‘মহতঃ’, [আত্মনঃ] অব্যক্তম্
‘উত্তমং’ শ্রেষ্ঠতমম্ ॥ ৭ ॥

‘অব্যক্তাং তু ব্যাপকঃ’ ‘অলিঙ্গঃ’ অশরীরঃ ‘এব চ পুরুষঃ পরঃ’, যং
জ্ঞাত্বা জন্তুঃ মুচ্যতে অমৃতত্বং চ ‘গচ্ছতি’ প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

‘অস্যা’ আত্মনঃ ‘রূপং’ ‘সন্দর্শে’ দর্শনবিষয়ে ‘ন তিষ্ঠতি, কঃ চন
এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি’ । ‘হৃদা’ ‘মনীষা মনঃ জ্ঞেই ইতি মনীট্, সংশয়রহিতা
বুদ্ধিঃ, তয়া, ‘মনসা’ মননরূপেণ সম্যক্-দর্শনেন [সং] ‘অভিক্সপ্তঃ’
প্রকাশিতঃ [ভবতি] । ‘যে’ ‘এতং’ এতম্ আত্মানম্ ‘বিহুঃ,’ তে অমৃতত্বাঃ
ভবন্তি ॥ ৯ ॥

সত্ত্ব হইতে মহান্ আত্মা অধিক, মহত্ অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে
অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ।

৮। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাহাকে
জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ।

৯। ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা
দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মননদ্বারা তিনি
প্রকাশিত হন। যাহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন ।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি 'মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাত্তঃ পরমাক্ষতিম্ ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যায়ো ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

‘যদা পঞ্চ’ ‘জ্ঞানানি’ চক্ষুরাদীন জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি ‘মনসা সহ’ অবতিষ্ঠন্তে, বুদ্ধিঃ চ ন ‘বিচেষ্টতে’ স্বব্যাপাৎ চেষ্টতে, ব্যাপ্রিয়তে, ‘তাম্’ [অবস্থাং] [জ্ঞানিনঃ] ‘পরমাং গতিম্ আভঃ’ ॥ ১০ ॥

‘তাং স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং’ [যোগতত্ত্বজ্ঞাং] ‘যোগম্ ইতি মন্যন্তে’ । ‘তদা [যোগী] অপ্রমত্তঃ ভবতি’ ‘হি’ মন্যাত্ ‘যোগঃ’ ‘প্রভবাপ্যায়ো’ উৎপত্ত্যপায়দম্ব্যকঃ । অপায়-পরিহাৰ্য্য অপ্রমাদঃ কল্পব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

[পরমাত্মা] ‘ন এব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা প্রাপ্তুং শক্যঃ’ । [সঃ] ‘অস্তি ইতি ক্রবতঃ’ অস্তিত্ববাদিনঃ ‘অন্যত্র’ ভগতঃ মূলম্ আত্মা নাস্তি ইতি মন্যমানে ‘কথম্ তং উপলভ্যতে’ ॥ ১২ ॥

১০ । যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনসে সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয় চেষ্টা কবে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পৰম গতি বলেন ।

১১ । সেই স্থিৰ ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে । তখন যোগী অপ্রমত্ত হন । যেহেতু যোগ উৎপত্তি ও অপায়বদ্ব্যায়ক অর্থাৎ যোগের উৎপত্তিও আছে, অপায়ও আছে, অতএব অপায় পরিহারের জগ্ন অপ্রমত্ত থাকি উচিত ।

১২ । পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাঁহারা ‘তিনি আছেন’ এরূপ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্তেবা অর্থাৎ নাস্তিকেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ?

অস্তীত্যোবোপলক্ষ্যাস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ ।

অস্তীত্যোবোপলক্ষ্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

যদা সৰ্ব্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ম হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মৰ্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে ॥ ১৪ ॥

যদা সৰ্ব্বৈ প্রভিধ্যন্তে হৃদয়শ্চেহ গ্রন্থয়ঃ ॥

অথ মৰ্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাং বদন্তুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥

[পরমায়া] ‘অস্তি ইতি উপলক্ষ্যঃ’, ‘তত্ত্বভাবেন’ চিন্ময়মাত্রভাবেন
‘চ’ [উপলক্ষ্যঃ], ‘উভয়োঃ’ সোপাধিক-নিকপাধিকয়োঃ [ভাবঃ জ্ঞাতব্যঃ] ।
[পূৰ্ব্বম্] ‘অস্তি’ সোপাধিকরূপেণ, বিগ্নরূপেণ, অস্তি, ‘ইতি উপলক্ষ্য’
[পবনায়নঃ] ‘তত্ত্বভাবঃ’ নিকপাধিক-চিন্ময়মাত্রভাবঃ [পশ্চাৎ] ‘প্রসীদতি’
অভিমুখী ভবতি ॥ ১৩ ॥

‘যে কামাঃ’ ‘অস্ম’ মর্ত্ত্যস্ম ‘হৃদি’ ‘শ্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ ‘তে সকল যদা’
‘প্রমুচ্যন্তে’ বিলীয্যন্তে, বিনশন্তি, ‘অথ’ তদা ‘মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ’ ভবতি,
‘অত্র’ ইহ এব ‘ব্রহ্ম’ ‘সমশ্লুতে’ প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

১৩। ‘তিনি আছেন’, এই রূপে তাঁহাকে উপলক্ষি করিতে হইবে,
এবং তত্ত্বভাবে অর্থাৎ নিষ্কিষ চিন্ময়মাত্রভাবেও উপলক্ষি করিতে হইবে।
সোপাধিক ও নিকপাধিক, এই উভয় ভাবই জ্ঞাতব্য। পূর্বে ‘আছেন’
অর্থাৎ সোপাধিক রূপে, বিগ্নরূপে, আছেন, এই রূপে উপলক্ষি করিলে
তাঁহার তত্ত্বভাব অর্থাৎ নিকপাধিক চিন্ময়মাত্রভাব পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়।

১৪। যে সকল কামনা মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে,
সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এখানেই ব্রহ্মকে
প্রাপ্ত হয়।

শতকৈকা চ হৃদয়স্ত নাড্য-

স্তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োর্দ্ধিমাযন্নমৃতত্বমেতি

বিষঙ্ক্য উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোত্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাত্ প্রবৃহেৎ মুগ্ধাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

‘যদা ইহ হৃদয়স্ত সর্বে গ্রন্থয়ঃ প্রভিদ্যন্তে, অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি, এতাবৎ’ [এব অস্ত শাস্ত্রস্ত] ‘অন্তশাসনম্’ উপদেশঃ ॥ ১৫ ॥

‘হৃদয়স্ত’ ‘শতম্’ শত-সংখ্যাকাঃ ‘চ একা চ নাড্যঃ’ [সন্তি], ‘তাসাম্ একা [স্বযুগ্মা নাম] মূর্দ্ধানম্ [ভিত্তা অভিনিঃসৃত]। ‘তথা উদ্ধম্’ ‘আয়ন্ন’ আগচ্ছন [মর্ত্যঃ] ‘অমৃতত্বম্’ ‘এতি’ প্রাপ্নোতি। ‘বিষঙ্ক’ নানাবিধগতয়ঃ ‘গ্রন্থাঃ’ [নাডাঃ] ‘উৎক্রমণে’ বহির্গমনে, সংসারগতি-প্রাপ্তৌ [নিমিত্তম্] ‘ভবন্তি’ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা জনানাম্ হৃদি সদা সন্নিবিষ্টঃ’ [অস্তি] ।

১৫। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়, এইমাত্র এই শাস্ত্রের উপদেশ ।

১৬। হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী আছে তাহাদের মধ্যে (স্বযুগ্মানামী) একটা নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। [অন্তকালে] জীব এই নাড়ীদ্বারা উদ্ধে আসিয়া অমরত্ব লাভ করে। নানাবিধ গতিবিশিষ্ট অন্যান্য নাড়ী বহির্গমনের অর্থাৎ সংসারগতি প্রাপ্তির কারণ হয় ।

১৭। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট

মৃত্যুপ্রাপ্তাং নচিকেতাথ লব্ধা।

বিদ্যামেতাং যোগবিদিশ্চ কুংস্রম্।

ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যু-

বহ্নোঃপোবং যো বিদধ্যাত্মমেবম্ ॥ ১৮ ॥

‘মুঞ্জাং’ মুক্তত্বাং ‘ইযৌকাং’ মুক্তত্বকাস্তিকাম্ ‘ইব’ ‘তং’ ‘স্বাং’ স্বকীয়ং
‘শবীর্যং’ দৈবোণ। সঃ । ‘প্রবৃত্তেং’ পৃথককৃষ্যাং, প্রভেদেন জানীবাং
ইত্যর্থঃ। ‘তং’ শুক্রম্ ‘অমৃতম্’ [চ] বিদ্যাং। ‘তম্’ বিজ্ঞাং ইত্যাদি
দ্বির্বচনম্ উপনিষৎ-সমাপ্তার্থমিতি ॥ ১৭ ॥

‘অথ নচিকেতা মৃত্যুপ্রাপ্তাং এতাং বিজ্ঞাং’ ‘কুংস্রম্’ সৰ্বং ‘যোগবিদিশ্চ
লব্ধা। ব্রহ্মপ্রাপ্ত’ [সন্] ‘বিরজঃ’ নিশ্চলঃ ‘বিমৃত্যুঃ’ অমরঃ [চ] ‘অভূৎ’।
‘অগঃ যঃ এবম্’ ‘অধ্যাত্মম্’ আত্মবিদ্যাম্ ‘বিং’ বিজানাত্তি, [স] ‘অপি
এবম্’ [ভবিষ্যতি] ॥ ১৮ ॥

বর্ণিত্যছেন। মুঞ্জা হইতে ইযৌকা গ্রহণেব গায় আপনাব শবীর হইতে
তাহাকে দৈবাপৃষ্ঠক পৃথক করিবে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিবে। তাহাকে
উজ্জল ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাহাকে উজ্জল ও অমৃত বলিয়া
জানিবে। (শেষ বাক্যের দ্বির্বচন উপনিষৎ-সমাপ্তি-বাক্যক)।

১৮। তৎপরে নচিকেতা মৃত্যু-কথিত এই বিদ্যা এবং সমুদয় যোগবিদিশ্চ
লাভ করিয়া এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল ও অমর হইলেন। অতঃ
বাক্তি এইরূপে আত্মবিদ্যা লাভ করিবে, সে ব্যক্তিও এরূপ হইবে।

ইতি তৃতীয়া বল্লী, আদিতঃ যশী বল্লী।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ইতি কঠোপনিষৎ সমাপ্তা।

প্রশ্নোপনিষৎ

(অথর্ববেদীয়া)

প্রথমঃ প্রশ্নঃ

শুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈবাশ্চ সত্যাকামঃ সৌর্যায়ণী চ
গার্গাঃ কৌশল্যাশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদৰ্ভিঃ কবক্ষী
কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা
এষ হ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তু
পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

ভারদ্বাজঃ' ভারদ্বাজ-পুত্রঃ 'শুকেশা' 'চ' তথা 'শৈবাঃ' শিবি-পুত্রঃ 'চ'
সত্যাকামঃ' 'সৌর্যায়ণী' সৌর্য-পুত্রঃ ; ঙ্কারঃ চান্দসঃ, 'গার্গাঃ' গর্গ-
গোত্রোৎপন্নঃ 'অশ্বলায়নঃ' অশ্বল-পুত্রঃ 'কৌশল্যাঃ' চ 'ভার্গবঃ' ভৃগুপুত্রঃ
'বৈদৰ্ভিঃ' বিদতে প্রভবঃ যস্ম, 'কাত্যায়নঃ' কতাপুত্রঃ 'কবক্ষী,' তে হ এতে
ব্রহ্মপরাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ 'আসন্', 'তে হ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ' পরব্রহ্মণঃ
অন্বেষণং কুরাণাঃ 'এষঃ হ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতীতি' ইতি । মত্বা ! 'সমিৎ-
পাণয়ঃ' সমিদ্ভ্যার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তুঃ 'ভগবন্তু পৃজাবন্তু 'পিপ্পলাদম্'
'উপসন্নাঃ' উপজগ্মঃ, তস্য সমীপং গতবন্তুঃ ॥ ১ ॥

১। ভারদ্বাজ-পুত্র শুকেশা, শিবিপুত্র সত্যাকাম, সৌর্যাপুত্র গার্গা,
অশ্বল-পুত্র কৌশল্যা, ভৃগু-পুত্র বৈদৰ্ভি (বিদতে জাত) কত্য-পুত্র কবক্ষী,
ইঁহারা ব্রহ্মপরাষণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ-পর
হইয়া 'ইনি আমাদিগকে সেই সমস্ত বলিবেন' এই ভাবিয়া ভগবান্
পিপ্পলাদের নিকট সমিৎ-হস্তে উপস্থিত হইলেন ।

তান্ হ স ঋষিরূবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যোণ শ্রদ্ধয়া
সংবৎসরং সংবৎসাথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্তামঃ
সৰ্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ ॥

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কুতো হ
বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তু ইতি ॥ ৩ ॥

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহ-
তপাত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে । বয়িধ্ব প্রাণধ্ব-
তোতো মে বলধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

‘সঃ ঋষিঃ তান্ হ উবাচ,—ভূয়ঃ এব তপসা ব্রহ্মচর্যোণ শ্রদ্ধয়া চ সঃ
সংবৎসরং’ ‘সংবৎস্রাথ’ তিষ্ঠত, [ততঃ] ‘যথাকামং প্রশ্নান্’ ‘পৃচ্ছথ’ পৃচ্ছত ;
‘যদি বিজ্ঞাস্তামঃ’ [তদা] সৰ্ব্বং হ’ ‘বঃ’ শৃণ্বান্ ‘বক্ষ্যামঃ ইতি’ ॥ ২ ॥

‘অথ’ সংবৎসবাদৃক্ষ্মী ‘কাত্যায়নঃ কবন্ধী [ঋষিঃ] উপেত্য পপ্রচ্ছ,—
‘ভগবন্, কুতঃ হ বৈ ইমাঃ’ ‘প্রজাঃ’ প্রাণিণিঃ ‘প্রজায়ন্তে’ উৎপদ্যন্তে
‘ইতি’ ॥ ৩ ॥

‘সঃ তস্মৈ হ উবাচ,—প্রজাপতিঃ বৈ’ ‘প্রজাকামঃ’ প্রাণি-সমৃদ্ধিঃ সন্
‘সঃ’ ‘তপঃ অতপাত’ সঙ্কল্পং কৃতবান্, ইত্যর্থঃ , ‘সঃ তপঃ তপ্ত্বা—এতো মে

২। সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘পুনরায় তপস্রা, ব্রহ্মচর্য্য ও
শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপরে ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিব, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব।’

৩। তৎপরে কত্যা-পুত্র কবন্ধী ঋষির নিকটে গাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
‘ভগবন্, এই প্রাণীসকল কোথা হইতে জন্মে?’

৪। তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—প্রজাপতি প্রজাকাম অর্থাৎ প্রাণী-
দের উৎপত্তিবিশুয়ে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সঙ্কল্প

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো র্যিরেব চন্দ্রমা রয়ির্ক। এতৎ সর্বং যন্ মূর্ত্ত্বামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫ ॥

অথাদিত্য উদয়ন যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধন্তে । যদ্ দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদুর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্বং প্রকাশয়তি তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধন্তে ॥ ৬ ॥

বহুধা প্রজ্ঞাঃ করিস্যতঃ—ইতি [মদ্রা] সং ‘বয়িম্’ অন্নম্ আদিভূতঃ চ ‘প্রাণ’ চৈতন্তঃ ‘চ’ [এতৎ] ‘মিথুনম্’ ‘উৎপাদয়তে’ অক্ষজং ॥ ৪ ॥

‘আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ, রয়িঃ এব চন্দ্রমাঃ । যৎ মূর্ত্তম্ অমূর্ত্তং চ এতৎ সস্তুং বৈ রয়িঃ । তস্মান্ মূর্ত্তিঃ রয়িঃ এব ।’ মূর্ত্তসাহিত্যাতঃ অমূর্ত্তমপি যৎ রয়িহেন গৃহ্যতে, তৎ মূর্ত্তেঃ রয়িহে কান্তি বত্তবাতা,—ইতি আচাৰ্য্য-সামশ্রমি-সম্মতঃ ব্যাখ্যা ॥৫ ॥

‘অথ আদিত্যঃ উদয়ন’ ‘যৎ’ যদা প্রাচীং দিশং প্রবিশতি,’ [তদা সং] ‘তেন’ স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা ‘প্রাচ্যান্ প্রাণান্ [তদীয়েষু] রশ্মিষু’ ‘সন্নিধন্তে’ সন্নিবেশয়তি, আন্বভূতান্ করোতি । ‘যৎ’ যদা [সং] দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং করিলেন, তিনি তপস্যা করিয়া ‘ইতারা আমাব জগৎ বহুবিধ প্রাণী উৎপাদন করিবে’ এই ভাবিয়া রয়ি অর্থাৎ আদিভূত এবং প্রাণ অর্থাৎ চৈতন্ত্য, এই মিথুন উৎপাদন করিলেন ।

৫। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সংশ্লিষ্ট যাতঃ কিছু এই সমস্তই রয়ি ; তন্মধ্যগত মূর্ত্তবস্তু ত রয়ি বটেই ।

৬। যখন আদিত্য উদিত হইয়া পূর্বদিকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তদ্বারা অর্থাৎ স্বপ্রকাশব্যাপ্তিদ্বারা পূর্বদিকস্থ প্রাণসমূহকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ কবেন । যখন দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ এবং

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঃগ্নিরুদয়তে । তদেতদৃচা-
ভ্যাক্তম্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং

পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্ ।

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ

প্রাণঃ প্রজানামুদয়োষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

যং উদীচীং যং অদঃ যং উক্লং যং 'অন্তরাঃ দিশঃ' কোণদিশঃ, অবাস্তুর-
দিশঃ 'যং সর্বং প্রকাশয়তি [তদা সঃ] তেন সর্বান্ প্রাণান্ [তদীয়েষু]
রশ্মিষু সন্নিপত্তে' ॥ ৬ ॥

'সঃ এষঃ' 'বৈশ্বানরঃ' সর্বজীবাত্মকঃ, 'বিশ্বরূপঃ' সর্বপ্রপঞ্চাত্মকঃ
'প্রাণঃ অগ্নিঃ' সূর্য্যঃ 'উদয়তে' উদেতি । 'তং এতং' ঋচা ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রেণ
'অভ্যাক্তম্' বিশিষ্টম্ উক্তম্ ॥ ৭ ॥

'বিশ্বরূপং' 'হরিণং' রশ্মিমত্ 'জাতবেদসং' জাতপ্রজ্ঞানম্ 'পরায়ণং'
সর্বপ্রাণাশ্রয়ং 'জ্যোতিবেকং' সর্বপ্রাণিণাং চক্ষুভূতম্ অদ্বিতীয়ং 'তপন্তং'
তাপক্রিয়াং কুর্দাণং [সূর্য্যং ব্রহ্মবিদঃ বিজ্ঞাতবন্তঃ] । 'এষঃ সহস্র-
রশ্মিঃ' 'শতধা' প্রাণিভেদেন অনেকধা 'বর্তমানঃ' প্রজানাম্ প্রাণঃ সূর্য্যঃ
'উদয়তি' উদেতি ॥ ৮ ॥

অবাস্তুর দিক্ সকল এই সমুদায় প্রকাশ করেন, তখন তদ্বারা সমুদায়
প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন ।

৭ । এই সেই সর্বজীবাত্মক, সর্বপ্রপঞ্চাত্মক প্রাণ ও অগ্নিরূপ সূর্য্য
উদিত হইতেছেন । ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রদ্বারা এই বিষয় কথিত হইয়াছে ।

৮ । 'বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জ্ঞানবান, পরমাশ্রয়, অদ্বিতীয় জ্যোতি ও
তাপক্রিয়াকারী সূর্য্যকে [ব্রহ্মবিদেরা জানেন] । এই সহস্ররশ্মি,

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তৃশ্চায়নে দক্ষিণেষ্ণোত্তরঞ্চ । তদ্
যে হ বৈ তদিষ্টাপূৰ্বে কৃতমিত্যুপাসতে । তে চান্দ্রমসমেব লোক-
মভিজয়ন্তে । ত এব পুনরাবর্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা
দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে । এষঃ হ বৈ রয়িষ্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯ ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়ান্নমদ্বিষাদি-
ত্যমভিজয়ন্তে এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ
পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেয নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

‘সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য দক্ষিণং চ উত্তরং চ’ [ইতি দ্বৈ]
‘অয়নে’ মার্গেণ [স্থঃ] । ‘যে হ বৈ’ ‘তৎ’ তত্র ‘ইষ্টাপূৰ্বে’ ইষ্টং যাগাদি
কস্ম, পূৰ্বে বাপীকুপ-গমনাদি কস্ম, ‘কৃতম্’ কায়াম্ ‘ইতি’ [মত্ৰা]
‘উপাসতে’ অন্তিষ্ঠন্তি, ‘তে চান্দ্রমসং লোকম্ এব’ অভিজয়ন্তে’ লভন্তে ।
‘তে পুনঃ এব’ ‘আবর্তন্তে’ প্রত্যাগচ্ছন্তি, তস্মাৎ এতে’ প্রজাকামাঃ’
সন্তানার্থিনঃ ‘ঋষয়ঃ দক্ষিণং [মার্গম্] ‘প্রতিপদ্যন্তে’ গচ্ছন্তি । ‘এষঃ হ
বৈ রয়িষ্যঃ’ ‘পিতৃযাণঃ’ পিতৃণাং পত্না ॥ ৯ ॥

‘অথ পক্ষান্তরে [অথো] ‘তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া আত্মানম্
অদ্বিষা উত্তরেণ মার্গেণ’ ‘আদিত্যং সূর্যালোকম্ অভিজয়ন্তে’ । ‘এতৎ’

প্রাণিভেদে ণতপা বহুমান এবং প্রাণীদিগের প্রাণ সূর্য্য উদ্ভিত
হইতেছেন ।

৯ । সংবৎসরই প্রজাপতি, ইহার উত্তর ৭ দক্ষিণ এই দুই অয়ন
অর্থাৎ পথ আছে । যাহারা ইষ্টাপূৰ্বেকে কাষা বলিয়া অনুষ্ঠান করেন,
তাহারা কেবল চন্দ্রলোকই প্রাপ্ত হন এবং তাহারা পুনরাবর্তন কবেন,
অতএব সন্তানার্থী ঋষিবা দক্ষিণমার্গে গমন করেন । এই রয়িষ্য পিতৃযাণ
অর্থাৎ পিতৃগণের পথ ।

১০ । কিন্তু অথোরা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে অধেষণ

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আলঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্ ।
অথমে অত্র উ পরে বিচক্ষণং
সম্প্রচক্রে বড়র আলরপিতমিতি ॥ ১১ ॥

(পাক্, ১১৬৪।১২)

এষঃ সৃষ্যালোকঃ 'বৈ প্রাণানাম' 'আয়তনম্' আশ্রয়ঃ, 'এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্
এতৎ' 'পরায়ণম্' পরা গতিঃ, 'এতস্মাৎ ন [কিচ্চিৎ] পুনঃ আবর্তন্তে, ইতি'
| অতঃ | 'এষঃ' নিরোপঃ' নিরুদ্ধা 'অনেন সংসারগতিঃ' ইতি, নিরুদ্ধাঃ
'অস্মাৎ অবিদ্ধাংসঃ'—ইতি ভাষ্যভাবঃ । 'তৎ' তস্মিন অর্থে "এসঃ শ্লোকঃ"
| কথিতঃ | ॥ ১০ ॥

[কালবিদঃ এতম্ সংবৎসরান্নাম্ আদিত্যম্] 'পঞ্চপাদং' পঞ্চ প্লতবঃ
পাদাঃ ইব যন্ত ইতি, হেমন্ত-শিশিবৌ একীকৃত্য ইষং কল্পনা, 'দ্বাদশা-
কৃতিং দ্বাদশ মাসাঃ আকৃতিঃ' ইব যন্ত ইতি 'পিতরং' | তথা | 'দিবঃ'
ভ্যালোকস্ত 'পরে অর্দ্ধে' 'পুরীষিণম্' উদকগ্রষ্টি-কারিণম্ 'আলঃ' । 'অথ
অত্র ইমে' 'বিচক্ষণং' নিপুণং, জ্ঞানিনম্ [আদিত্যং] 'সম্প্রচক্রে বড়-অবে'
| রথে | 'অর্পিতং' স্থিতম্ 'ইতি আলঃ' ॥ ১১ ॥

কবির উত্তরমাগদ্বারা সৃষ্যালোক লাভ করেন, ইহা অর্থাৎ সৃষ্যালোকই
সমুদায় প্রাণের আশ্রয়, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহা পরম আশ্রয়, ইহা
হইতে কেহ পুনরাবর্তন করে না, অতএব ইহা শেষ গতি । এতদ্ব্যতীত
এই মন্ত কথিত হইয়াছে ।

১১ । কালবিদেরা এই সংবৎসরান্নক আদিত্যকে পঞ্চপাদ ও
দ্বাদশাকৃতি পিতা এবং ভ্যালোকে পরাৰ্দ্ধে উদকগ্রষ্টিকারী বলিয়া থাকেন ।
কিন্তু অত্রের জ্ঞানী আদিত্যকে সম্প্রচক্রে ও বড়-অব-যুক্ত রথে স্থাপিত
বলিয়া বলেন । ('পঞ্চপাদ'—হেমন্ত ও শিশিবকে এক পরিমাণ পঞ্চ প্লত
বাহার পাদ-স্বরূপ । 'দ্বাদশাকৃতি'—দ্বাদশ মাস বাহার আকৃতি স্বরূপ) ।

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়ি শুক্লঃ প্রাণ-
স্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্ব্বন্তীতর ইতরশ্মিন্ ॥ ১১ ॥

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব
রয়িঃ প্রাণঃ বা এতে প্রস্কন্দন্তি । যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে
ব্রহ্মচর্য্যামেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩ ॥

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ
প্রজায়ন্তু ইতি ॥ ১৪ ॥

‘মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষঃ এব রয়িঃ’ ‘শুক্লঃ’ শুক্লপক্ষঃ
‘প্রাণঃ’ । ‘তস্মাৎ এতে ঋষয়ঃ শুক্লে’ ‘ইষ্টিং’ যাগ ‘কুর্ব্বন্তি,’ ‘ইতরে’ অগ্নে
‘ইতরশ্মিন্’ অগ্নিশ্মিন্, কৃষ্ণপক্ষে, ইত্যর্থঃ, [ইষ্টিং কুর্ব্বন্তি] ॥ ১২ ॥

‘অহোরাত্রঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য অহঃ এব প্রাণঃ, রাত্রিঃ এব রয়িঃ ।
যে দিবা অহনি রত্যা সংযুজ্যন্তে এতে প্রাণঃ বৈ’ ‘প্রস্কন্দন্তি’ নির্গময়ন্তি ।
‘দং’ যে ‘রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে’ ‘তং’ তে ‘ব্রহ্মচর্য্যাম্ এব [আচর্য্যন্তি] ॥ ১৩ ॥

‘অন্নম্ বৈ প্রজাপতিঃ, ততঃ হ বৈ তং’ ‘বেতসঃ’ শুক্রম্ [জায়তে ।
‘তস্মাৎ’ [বেতসঃ] ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি’ ॥ ১৪ ॥

১২ । মাসট প্রজাপতি, কৃষ্ণপক্ষট ইহার রয়ি, এবং শুক্লপক্ষ প্রাণ ।
অতএব এই ঋষিরা শুক্লপক্ষে যাগ কবেন, এবং অগ্নেরা অপব পক্ষে
করেন ।

১৩ । অহোরাত্রট প্রজাপতি, অহঃট ইহার প্রাণ এবং রাত্রিট রয়ি ।
যাহারা দিবসে রতিক্রিয়া কবে তাহারা স্বীয় প্রাণক্ষয় করে, আর যাহারা
রাত্রিতে রতিক্রিয়া করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যই আচরণ করে ।

১৪ । অন্নট প্রজাপতি, তাহা হইতে সেই রেত অর্থাৎ শুক্ল উৎপন্ন
হয় এবং ইহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মে ।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে ।
তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যঃ যেষু সত্যঃ
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমব্রতং মায়া
চেতি ॥ ১৬ ॥

‘তৎ’ তস্মাৎ হেতোঃ ‘যে হ তৎ’ ‘প্রজাপতিব্রতং’ স্বতো ভাবাগমনং
‘চরন্তি’ অল্পতিষ্ঠন্তি ‘তে’ ‘মিথুনম্’ পুত্রং দুহিতরং চ ‘উৎপাদয়ন্তে’ ।
‘তেষাম্’ এব এষঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ’ চান্দ্রমসঃ পিতৃবাণলক্ষণঃ ‘যেষাং তপঃ
ব্রহ্মচর্য্যঃ [চ অস্তি] যেষু [চ] সত্যঃ প্রতিষ্ঠিতম্’ ॥ ১৫ ॥

‘তেষাম্ অসৌ’ ‘বিরজঃ’ শুদ্ধঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ’ দেবদানলক্ষণঃ সূর্যালোকঃ
‘ন যেষু জিহ্মং’ কৌটিল্যম্ ‘অব্রতম্ মায়া চ ইতি’ ॥ ১৬ ॥

১৫। অতএব যাহারা সেই প্রজাপতি-ব্রত (স্বত্বকালে ভাবাগমন)
অহুষ্ঠান করেন, তাহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র-কণ্ডা উৎপাদন করেন । যাহাদের
তপশ্শা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, এবং যাহাদিগের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে,
এই ব্রহ্মলোক (অর্থাৎ পিতৃবাণলক্ষণ চন্দ্রলোক) তাহাদেরই । ১৫ ।

১৬। সেই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দেবদানলক্ষণ সূর্যালোক তাহাদের,
যাহাদের মধ্যে কৌটিল্য, অব্রত ও মায়া নাই ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

—(০)—

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কতোব দেবাঃ
প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেবাং বরিষ্ঠ
ইতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ
পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রকাশ্যাবিবদন্তি
বয়মেতদ্বাগমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১ ॥

‘অথ হ এনম্’ এতন্ পিঙ্গলাদম্ ‘ভার্গবঃ’ বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ,—‘ভগবন্,’
‘কতি’ কিয়ংসংখ্যাকাঃ ‘এব’ ‘দেবাঃ’ শক্তিযঃ ‘প্রজাম্’ প্রাণিশরীরম্
‘বিধারয়ন্তে’ ? ‘কতরে’ বুদ্ধৌল্লিয়-কস্মৈল্লিয়াণাং মধ্যে কে ‘এতৎ’
[প্রকাশন] স্বমাহাত্ম্য-প্রথাপনম্ ‘প্রকাশয়ন্তে’ ? ‘কঃ পুনঃ এবাং’ ‘বরিষ্ঠঃ’
শ্রেষ্ঠতমঃ ‘ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ’ হ উবাচ,—আকাশঃ হ বৈ এষঃ দেবঃ, বায়ুঃ, অগ্নিঃ,
আপঃ, পৃথিবী, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ । তে [একদা স্বমাহাত্ম্যাম্]
প্রকাশ্যাবিবদন্তি, বয়ম্ এতৎ ‘বাগম্’ ‘বীণাং’, শরীরম্ ইত্যর্থঃ ‘অবষ্টভ্য’
বাপ্য ‘বিধারয়ামঃ’ ॥ ১ ॥

১। ৩২পব তাঁহাকে অর্থাৎ পিঙ্গলাদ স্বমিকে ভৃগু-পুত্র বৈদভি
বলিলেন, “ভগবন্, কত সংখ্যক শক্তি প্রাণি-শরীরকে ধারণ করে,
তাঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ করে, এবং
ইহাদের মধ্যে কোন্ শক্তিই বা শ্রেষ্ঠতম?”

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “সেই সকল শক্তি আকাশ, বায়ু, অগ্নি,
জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র । ইহারা একদা নিজ নিজ

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ । মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতং
পঞ্চদ্বাশ্রয়ানং প্রবিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভা বিধারয়ামীতি
তেহশ্রদ্ধদানা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

সোহভিমানাদুর্দ্ধমুৎক্রামত ইব তস্মিন্মুৎক্রামত্যেতরে
সর্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিন্শ্চ প্রতিষ্ঠ্যমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে ।
তদুথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তঃ সর্বা এবোৎক্রামন্তে
তস্মিন্শ্চ প্রতিষ্ঠ্যমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তঃ এবং বায়ানশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণঃ স্তবন্তি ॥ ৪ ॥

[তদা] ‘বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ তান্ উবাচ,—মা মোহম্’ ‘আপদ্য’ আপদ্যত,
প্রাপ্তত, অবিবেকতয়া মিথ্যাভিমানং মা করত, ইত্যর্থঃ । ‘গহম্ এব’
‘এতং’ এতম্ আশ্রয়ানম্ ‘পঞ্চদা’ প্রবিভজ্য এতং বাণম অবষ্টভা
বিধারয়ামি ইতি । ‘তে’ । প্রাণোক্তে বিষয়ে] ‘অশ্রদ্ধদানাঃ’ ‘অশিষ্টমপুঃ’
‘বভূবুঃ’ ॥ ৩ ॥

[তদা] ‘সঃ অভিমানাং উর্দ্ধম্’ ‘উৎক্রামতে’ উৎক্রামতি, উর্দ্ধম্ বহিঃ
গচ্ছতি ‘ইব’ । ‘তস্মিন্ উৎক্রামতি’ [সতি] ‘অথ’ তদা ‘ইতবে সর্বে এব’
মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্বক বলিলেন, ‘আমরা প্রত্যেকে এই বীণা অর্থাৎ
শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি’ ।

৩ । তখন শ্রেষ্ঠতম প্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন, ‘মোহ প্রাপ্ত হইও
না অর্থাৎ অবিবেক-বশতঃ মিথ্যাভিমান করিও না, আমিই আপনাকে
পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি ।’
তাহারা এই কথা প্রত্যয় করিলেন না ।

৪ । তাহাতে তিনি অভিমান-বশতঃ যেন উৎক্রান্ত অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে
বহির্গত হইলেন । তিনি উৎক্রান্ত হওয়াতে অল্প সকলেই উৎক্রান্ত

এযোহগ্নিস্তপতোষ সূর্য্য এষ পৰ্জ্জন্তো। মঘবানেষ বায়ুরেষ
পৃথিবী রয়ির্দেব সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

ঋচো যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬ ॥

‘উৎক্রামন্তে’ উৎক্রামন্তি, ‘তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানো সৰ্বে’ এষ প্রতিষ্ঠন্তে।
তৎ যথা মধুকর-রাজানাম্ উৎক্রামন্তং সৰ্বাঃ এব [মক্ষিকাঃ] উৎক্রামন্তে,
‘তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানো সৰ্বাঃ’ এষ প্রতিষ্ঠন্তে, এষ বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং
চ [অকুর্দন। অতঃ] তে প্রীতাঃ প্রাণং স্ববন্তি’ ॥ ৪ ॥

এষ অগ্নিঃ [সন্] তপতি, এষ সূর্য্যঃ, এষঃ ‘পৰ্জ্জন্তুঃ’ মেঘঃ ‘এষঃ’
‘মঘবান্’ ইন্দ্রঃ, ‘এষঃ বায়ুঃ, এষঃ পৃথিবী, [এষঃ] দেবঃ’ ‘রয়িঃ’ চন্দ্রঃ।
নং ‘সং’ মৃত্তম্, ‘অসং’ অমৃত্তম্, ‘অমৃতং চ’ [এষঃ তং এব] ॥ ৫ ॥

‘রথনাভৌ’ অরাঃ ইব প্রাণে সৰ্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্। ঋচঃ, যজুংযি,
সামানি, যজ্ঞঃ, ‘ক্ষত্রং’ ক্ষত্রিয়ঃ বর্ণঃ, ‘ব্রহ্ম’ ব্রহ্মণ্যঃ বর্ণঃ ‘চ’ [ইতি সৰ্বম্
প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্] ॥ ৬ ॥

হঠলেন, তিনি স্থির হওয়াতে সকলেই স্থিৰ হঠলেন। যেমন মধুকর-
রাজ উড্ডীন হঠলে সমুদয় মধুমক্ষিকাও উড্ডীন হয়, এবং সে স্থির হঠলে
সকলেই স্থির হয়, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র ও তাহাই করিলেন। অতঃপর
তাহারা প্রীত হইয়া প্রাণেব শ্রব করিতে লাগিলেন। ৪।

৫। ইনি অগ্নি রূপে প্রজ্জ্বলিত হন, ইনি সূর্য্য, ইনি পৰ্জ্জন্তু অর্থাৎ
মেঘ, ইনি ইন্দ্র, ইনি বায়ু, এই দেব রয়ি অর্থাৎ চন্দ্র, যাহা সং অর্থাৎ
আকারযুক্ত, অসং অর্থাৎ আকারশূন্য এবং অমৃত, তাহাও তিনি।

৬। যেমন রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ সংলগ্ন থাকে, তেমন সমস্তই
প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণ
সকলেই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাপতিশ্চবসি গভে স্বমেব প্রতিজায়সে ।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাশ্চিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭ ॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা ।

ঋষীগাঞ্চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রস্বং প্রাণ ভোজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা ।

দ্রুমতুরিক্ষে চরসি সূর্যাস্বং জ্যোতিবাম্পতিং ॥ ৯ ॥

‘দ্রুম এব প্রজাপতিঃ,’ ‘দ্রুম এব’ গভে চবসি,’ [‘দ্রুম এব’] ‘প্রতিজায়সে’ পিতৃণাং মাতৃঃ চ প্রতিকৃপঃ সন্ জায়সে । তে ‘প্রাণ, যঃ’ ‘প্রাণৈঃ’ চক্ষুর্বাদিভিঃ ইন্দ্রিইৈঃ সঃ ‘প্রতিতিষ্ঠসি,’ ‘ইমাঃ প্রজাঃ’ ‘তু’ পাদপূরণে, ‘তুভ্যং’ ‘দ্রুতং’ চক্ষুর্বাদিভ্যৈঃ; ‘বলিং’ দৃশ্যাদি-ভোগ্য-পদার্থনিচয়ঃ ‘হরন্তি’ আহবন্তি ॥ ৭ ॥

। ‘দ্রুম’ [‘দেবানাম্’ ‘বহ্নিতমঃ’ হবিষাং শ্রেষ্ঠতমঃ বাহকঃ। তথা। ‘পিতৃণাম্ প্রথমা’ ‘স্বধা’ নান্দীমুপে শ্রাদ্ধে পিতৃভাঃ যঃ ‘অন্ন’ দদীযতে তৎ দেবপ্রদানম্ অপেক্ষা প্রথম’ ভবতি, তন্না অপি পিতৃভাঃ প্রাপয়িতা দ্রুম এব ইত্যর্থঃ। [‘দ্রুঃ’] ‘ঋষীগাং চবিতং সত্যং’ ঋষীগাং সত্যাচরণং, তন্না কাবণম্ ইত্যর্থঃ। অথবা ঋষীগাং চক্ষুর্বাদীনাং চবিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতং ‘দেব পাবণাদি-উপকার-লক্ষণম্’ ইতি ভাষ্যকারঃ। । ‘দ্রুম’। ‘আঙ্গিরসাম্’ ‘আঙ্গিরসভূতানাং’ ঋষীগাম্ ‘অথর্বা অসি’ ॥ ৮ ॥

৭। তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গবৃমদ্যো বিচরণ কর, এবং পিতা মাতার প্রতিকৃপ হইয়া জন্মগ্রহণ কব। তে প্রাণ, যে চক্ষুর্বাদি-ইন্দ্রিয়গণ সঃ বাস করিতেছ, তোমার জন্মই এই প্রাণিসমূহ চক্ষুর্বাদি-যোগে বলি অর্থাৎ দৃশ্যাদি ভোগ্য বস্তু আহরণ করে।

৮। তুমি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠতম হবি-বাহক, তুমি পিতৃদিগের প্রথম স্বধা অর্থাৎ স্বধা-বাহক। তুমি ঋষিদিগের সত্যাচরণ স্বরূপ অর্থাৎ সত্য-চরণেব কারণ, এবং আঙ্গিরস ঋষিদিগের মধ্যে তুমিই অথর্বা।

যদা হুমভিবর্ষস্ত্র্যথোমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ ।

আনন্দরূপান্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকস্মিন্নিত্যং বিশ্বস্ত্র্যং সংপতিঃ ।

বয়মাগস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিগ্ননঃ ॥ ১১ ॥

হে ‘প্রাণ, ত্বং’ ‘তেজসা’ বীৰ্য্যোণ ‘ইন্দ্রঃ,’ [‘দ্বম্’ ‘পরিবর্জিতা রুদ্র-
[অসি]’। ‘দ্বম্’ অন্তরীক্ষে চরসি, ত্বং জ্যোতিষাম্ পতিঃ [‘স্বর্ঘ্যঃ’]’ ॥ ১০ ॥

হে ‘প্রাণ, যদা [‘পর্জন্ত্যঃ’ ভূত্বা বারি] অভিবর্ষসি, ‘অথ তে ইমাঃ
প্রজাঃ’ ‘কামায়’ ইচ্ছাতঃ ‘গ্নন’ ভবিষ্যতি ইতি [‘মহা’] আনন্দরূপাঃ
[‘সত্যঃ’] তিষ্ঠন্তি’। অথবা ‘প্রাণতে ইতি পাঠে, ‘ইমাঃ প্রজাঃ’ ‘প্রাণতে’
প্রাণচেষ্টাঃ কুর্ষন্তি ॥ ১০ ॥

হে ‘প্রাণ, ত্বম্’ ‘ব্রাত্যঃ’ প্রথমজাত্যং অগ্নস্ত্র্যং সংপতিঃ; অভাবাৎ
অসংস্কৃতঃ স্বভাবতঃ এত শুদ্ধঃ ইত্যভিপ্রায়ে । ‘একস্মিঃ’ অথর্করণা-
প্রসিদ্ধঃ একস্মিঃ নাম অগ্নিঃ, ‘বিশ্বস্ত্র্যং’ সর্বস্ত্র্যং ভক্ষদ্রব্যস্ত্র্যং ‘অন্তা’ ভক্ষকঃ,
[‘তথা’] ‘সংপতিঃ’। ‘বয়ং’ [‘তব’] ‘আগস্য’ ভক্ষদ্রব্যস্ত্র্যং ‘দাতারঃ, ত্বং’
‘মাতরিগ্ননঃ, বায়োঃ’ ‘পিতা,’ অথবা পাঠান্তরে, হে ‘মাতরিগ্নন,’ [‘ত্বং’] ‘নঃ’
অস্মাকম্ ‘পিতা’ ॥ ১১ ॥

৯। হে প্রাণ, বলে তুমি ইন্দ্র, বক্ষকরূপে রুদ্র । তুমি অন্তরীক্ষে
বিচরণ কর, তুমি সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পতিস্বরূপ সূর্য্য ।

১০। যখন তুমি মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ কর, তখন তোমার সৃষ্ট এই
প্রাণিসমূহ ‘ইচ্ছান্তরূপ গ্নন হইবে’ এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় ।

১১। হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য অর্থাৎ অসংস্কৃত,—প্রথমজাত বলিয়া অগ্নি
সংস্কার-কর্ত্তাব অভাবে অসংস্কৃত, অর্থাৎ স্বভাবতঃই শুদ্ধ,—তুমি একস্মি
অর্থাৎ অথর্কদিগের একস্মি নামক অগ্নি, সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের ভক্ষক,
এবং সংপতি । আমরা তোমার ভক্ষ্যদ্রব্যের দাতা । তুমি বায়ুর পিতা
(অথবা, পাঠান্তরে,) হে বায়ো, তুমি আমাদের পিতা ।

যা তে তনুর্বাচি প্রতিষ্ঠিতাঁ যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি ।
 যা চ মনসি সমুত্তা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২ ॥
 প্রাণশ্চেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩ ॥

‘যা’ ‘তে’ তব ‘তনুঃ’ বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি
 [প্রতিষ্ঠিতা] যা চ মনসি ‘সমুত্তা’ সমন্তগতা, ব্যাপ্তা, ‘তাং’ [তন্তুং].
 ‘শিবাং’ শাস্তাং ‘কুরু, মা উৎক্রমীঃ’ ॥ ১২ ॥

‘ইদং সর্বং, যং’ [চ] ‘ত্রিদিবে’ তৃতীয়স্তাং দিবি, স্বর্গে ইত্যর্থঃ
 ‘প্রতিষ্ঠিতং’, [তং সর্বং] ‘প্রাণস্ব বশে’ [অস্তি] । [হে প্রাণ, ত্বম
 অশ্বান্] ‘মাতা পুত্রান্ ইব রক্ষস্ব’, ‘নঃ’ অশ্বভাং ‘শ্রীঃ’ শ্রিযঃ ‘চ প্রজ্ঞাং
 চ’ ‘বিধেহি’ বিধংস্ব ‘ইতি’ ॥ ১৩ ॥

১২ । তোমার যে তনু বাক্যে, শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত
 রহিয়াছে, যাহা মনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই তনুকে শাস্ত কর, তুমি
 উৎক্রান্ত হইও না ।

১৩ । এই সমস্ত, এবং যাহা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সমস্তই
 প্রাণের বশে আছে । হে প্রাণ, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন,
 তেমনি তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর । আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা প্রদান
 কর ।

ইতি দ্বিতীয়: প্রশ্নঃ ।

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

—:~:—

অথ হৈনং কৌসল্যাশাখলায়নঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কুত এষ
প্রাণো জায়তে কথমায়াতাস্মিঞ্জরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং
প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহুমভিধত্তে কথমধ্যাত্ম-
মিতি । ১ ।

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোহসীতি
তস্মাস্তেহং ব্রবীমি ॥ ২ ॥

‘অথ ত এনম্ আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ চ পপ্রচ্ছ, ভগবন্, কুতঃ এষঃ
প্রাণঃ জায়তে ? কথম্ অস্মিন্ শরীরে আয়াতি ? কথং বা আত্মানম্
প্রবিভজ্য’ ‘প্রাতিষ্ঠতে’ প্রতিষ্ঠিতি ? ‘কেন’ [বৃত্তি-বিশেষেণ অস্মাং
শরীরায়] ‘উৎক্রমতে’ উৎক্রামতি, বহির্গচ্ছতি ? ‘কথম্’ ‘বাহম্’ ভূতানি
দেবতাশ্চ, ‘কথম্’ ‘অধ্যাত্মম্’ ‘অন্তর্ভূতান্’ জীবাগ্নয়নঃ ‘অভিধত্তে’
ধারণতি ? ‘ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ’,—‘অতিপ্রশ্নান্’ বিষয়ান্ প্রশ্নান্ ‘পৃচ্ছসি’ ।
‘ব্রহ্মিষ্ঠ অসি, ইতি তস্মাৎ তে অহম্ ব্রবীমি’ ॥ ২ ॥

১। তৎপর অশ্বল-পুত্র কৌসল্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ভগবন্, এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মে ? এই শরীরে কিরূপে আসে ?
আপনাকে বিভাগ করিয়া কিরূপেই বা থাকে ? কোন্ বৃত্তিবিশেষ-দ্বারা
এই শরীর হইতে উৎক্রামণ করে ? কিরূপে বাহু বস্তু অর্থাৎ ভূত ও
দেবতাদিগকে এবং আধ্যাত্মিক বস্তু অর্থাৎ জীবাগ্নাদিগকে ধারণ করে ?”

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিতেছ ? তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ, স্মরণ্য আমি তোমাকে বলিতেছি” ।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথেষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেত-
দাততং মনোকৃতেনায়াতস্মিঞ্জরীরে। ৩।

যথা সম্রাড্‌বাধিকৃতান্ বিনিযুক্তে। এতান্ গ্রামানেতাং
গ্রামানধিতিষ্ঠস্বৈত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইतरান্ প্রাণান্ পৃথক
পৃথগেব সন্নিধন্তে। ৪।

পায়ূপস্থেপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং
প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সনানঃ। এষ হেতুতমস্নং সনং নয়তি
তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি। ৫।

‘আত্মনঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে। যথা পুরুষে এষা ছায়া, [তথা]
এতস্মিন্ [আত্মনি] ‘এতং’ এষঃ প্রাণঃ ‘আততম্’ বিদ্বতম্, আশ্রিতম্।
[এষঃ] ‘মনোকৃতেন’ মনঃকৃতেন, মনসঃ সঙ্কলেন, সন্ধিঃ আদঃ, ‘অস্মিন্
শরীরে আয়াতি’ ॥ ৩ ॥

‘যথা সম্রাট্ এব’ ‘অধিকৃতান্’ ভূতান্, কর্মচারিণঃ, ‘এতান্ গ্রামান্,
এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব ইতি’ ‘বিনিযুক্তে’ আজ্ঞাপয়তি, ‘এবম্ এব
এষঃ প্রাণঃ ইतरান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথক্ এব’ ‘সন্নিধন্তে’ সন্নিবেশয়তি ॥ ৪ ॥

‘পায়ূপস্থে’ পাখী মলদ্বারে, উপস্থে জননেন্দ্রিয়ে, ‘অপানং’ [সন্নিবেশ-
য়তি]; ‘প্রাণঃ স্বয়ং মুখনাসিকাভ্যাং [নির্গচ্ছন্] চক্ষুঃ শ্রোত্রে প্রাতিষ্ঠতে’।

৩। প্রাণ আত্মা হইতে জন্মে। যেমন মনুষ্যের এই ছায়া, তেমন
ইহাতে অর্থাৎ আত্মাতে ইহা বিদ্বত অর্থাৎ আশ্রিত রহিয়াছে। মনের
সঙ্কলবশতঃ ইহা এই শরীরে আসে।

৪। যেমন সম্রাট্ কর্মচারিদিগকে ‘এই সকল গ্রাম শাসন কর, এই
সকল গ্রাম শাসন কর’ এই বলিয়া আদেশ করেন, তেমন এই প্রাণ
অগ্ন্যাগ্ন প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করেন।

৫। মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ে অপানকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন;

হৃদি হোষ আত্মা । অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং
শতং শতমেকেকশ্রাং দ্বাসপ্ততিদ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী
সহস্রাণি ভবন্ত্যামু ব্যানশ্চরতি । ৬ ।

‘মদ্যো ভু সমানঃ’ [অবস্থিতঃ] । ‘এষঃ হি এতং’, ‘হৃতম্’ জঠরাগ্নৌ
প্রক্ষিপ্তম্ ‘অগ্নঃ’ ‘সমং নয়তি’, সমভাগেন শরীর্যাংশেষু বহতি, ‘তস্মাৎ’
অশিত-পীতেক্ষন্যং অগ্নে: ঔদায্যাং ‘এতাঃ’ ‘সপ্তাচ্চিষঃ’ সপ্তসংখ্যাকাঃ
দীপ্তয়ঃ, “দর্শনদ্বয়ং শ্রবণদ্বয়ং প্রাণদ্বয়ং মুখকৈকমিতি সপ্তাচ্চিষঃ” ইতি
আনন্দগিরিঃ, ‘ভবন্তি’ ॥ ৫ ॥

‘হৃদি হি এষঃ আত্মা’ [অস্তি] । ‘অত্র’ অস্থি হৃদয়ে ‘নাড়ীনাঃ এতং’
‘একশতং’ একোত্তর শতং [অস্তি তাসাং, নাড়ীনাম্] ‘এক-একশ্রাং’ [শতং
শতং শাখাভূতম্ অস্তি, তাসাং চ] ‘প্রতিশাখানাড়ী’ এক-একশ্রাং শাখা-
নাড়ীঃ প্রতি ‘দ্বাসপ্ততিঃ’ দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি, [নাডাঃ] ‘ভবন্তি, আত্ম’
[নাড়ীষু] ‘ব্যানঃ’ ব্যাপনাং, সর্বদেহং সংব্যাপ্য বর্ততে ইতি, ‘চরতি’ ॥ ৬ ॥

প্রাণ স্বয়ং মুখ ও নাসিকাদ্বারা নির্গত হইয়া চক্ষু ও কর্ণে বাস করেন ।
মধ্যে সমান অবস্থিত । ইনিই জঠরাগ্নিতে হৃত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অন্ন সমান
করেন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর্যাংশে সমানভাবে বহন করেন, তাহা
হইতেই অর্থাৎ উদরস্থ অন্নরূপ ইক্ষন হেতুক উদরাগ্নির উত্তাপ বশতঃ সপ্ত
দীপ্তি হয় । (সপ্তদীপ্তি—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, জ্ঞানদ্বয় ও মুখ) ।

৬ । হৃদয়েই এই আত্মা আছেন । এখানে অর্থাৎ হৃদয়ে এই
একোত্তর শত নাড়ী আছে, সেই নাড়ীসমূহের এক একটীতে এক শত
করিয়া শাখা-নাড়ী আছে, আবার তাহাদের মধ্যে এক একটী শাখা-
নাড়ী প্রতি দ্বাসপ্ততি সহস্রবার করিয়া নাড়ী আছে ; এই সকল নাড়ীতে
ব্যান অর্থাৎ যিনি সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন তিনি বিচরণ করেন

অথৈকয়োদ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন
পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যালোকম্ । ৭ ।

আদিত্যো হ বৈ বাহঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হেনং চাক্ষুষং
প্রাণমনুগৃহ্নানঃ । পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্তাপানমবষ্ট-
ভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

‘অথ একয়া’ [উদ্ধগয়া স্তম্ভাখয়া নাড্যা । ‘উদ্ধঃ’ উদ্ধগতঃ সন্
‘উদানঃ’ কণ্ঠস্থঃ বায়ুঃ ‘পুণ্যেন’ পুণ্যকক্ষণা ‘পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন’
‘পাপং’ [লোকম্] ‘উভাভ্যাম্’ পুণ্যাপাভ্যাম্ ‘এব মনুষ্যালোকং’ [নয়তি] ॥ ৭ ॥

‘আদিত্য হ বৈ বাহঃ প্রাণঃ, এষঃ হি এনং’ ‘চাক্ষুষং’ চক্ষুষি ভবং
‘প্রাণম্’ ‘অনুগৃহ্নানঃ’ রূপোপলক্ষ্যে চক্ষুঃ আলোকং কুব্ধন ‘উদযতি’ ।
‘পৃথিব্যাং যা দেবতা’ পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা [অস্তি] ‘স্যা এষা পুরুষস্ত-
‘অপানম্’ ‘অবষ্টভ্য’ আক্ৰিয়া, বশীকৃত্য, [অধঃ এব অপকর্ষণেন অন্তগ্রহং
কৃৎসতী বর্ততে] । ‘অন্তরা’ মধ্যে ‘বং’ যঃ ‘আকাশঃ সঃ’ ‘সমানঃ’ সমানম্

৭। তন্মধ্যে একটি নাড়া অর্থাৎ উদ্ধগামী ‘স্তম্ভা’ নাড়ীদ্বারা উদান
উদ্ধগত হইয়া জীবকে পুণ্যকক্ষদ্বারা পুণ্যালোকে, পাপ কক্ষদ্বারা পাপ-
লোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়বিধ কক্ষদ্বারাই মনুষ্যালোকে লইয়া যান ।

৮। আদিত্যই বাহু প্রাণ । ইনি এই চক্ষুঃস্থিত প্রাণকে সাহায্য
করতঃ অর্থাৎ রূপোপলক্ষির জন্ত চক্ষুতে আলোক প্রদান করতঃ উদিত
হইতেছেন । পৃথিবীতে যে দেবতা আছেন অর্থাৎ যে দেবতা ‘আমি
পৃথিবী’ একরূপ মনে কবেন, তিনি মনুষ্যের অপানকে ধারণ করিয়া
আছেন অর্থাৎ অপানকে অপোদিকে আকর্ষণ করিয়া সাহায্য
করিতেছেন । মধ্যে যে আকাশ, তিনি সমান অর্থাৎ সমানকে সাহায্য
করতঃ বর্তমান, আছেন । (আকাশ ও সমান উভয়েই অধ্যবর্তী,

তেজো হ বা উদানস্তস্মাত্পশান্ততেজাঃ । পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈ-
র্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াদি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ । সহায়ানা
যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

অনুগৃহ্ণানঃ বর্ততে ইত্যর্থঃ । মধ্যবর্তিত্বসামান্যং আকাশ-সমানয়োঃ
একত্বম্ । ‘বায়ু ব্যানঃ’ বায়ুঃ ব্যানম্ অনুগৃহ্ণানঃ বর্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
ব্যাপ্তি-সামান্যং বায়ুব্যানয়োঃ একত্বম্ ॥ ৮ ॥

‘তেজঃ’ বাহ্যতেজঃ ‘হ বৈ উদানঃ’ সঃ স্বেন প্রকাশেন উদানবায়ুম্
অনুগৃহ্ণানঃ বর্ততে ইত্যর্থঃ, ‘তস্মাৎ’ উপশান্ততেজাঃ’ ক্ষীণায়ুঃ পুরুষঃ
‘মনসি’ ‘সম্পদ্যমানৈঃ’ প্রবিশদ্বিঃ ‘ইন্দ্রিয়ৈঃ’ [সহ] পুনর্ভবং শরীরান্তরম্
[প্রতিপদ্যতে] ॥ ৯ ॥

[এষঃ জীবঃ মরণকালে] ‘যচ্চিত্তঃ’ যাদৃক্-চিত্তঃ [ভবতি] ‘তেন’ [চিত্তেন]
‘এব’ [সহ] ‘প্রাণম্’ মুখ্যপ্রাণবৃত্তিম্ ‘আয়াতি’ ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যায়
প্রাণবৃত্ত্যৈ এব অবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ । ‘প্রাণঃ’ ‘তেজসা’ উদানবৃত্ত্যৈ [সহ]

এই সাদৃশ্যেই উভয়ের একত্ব ।) বায়ু ব্যান অর্থাৎ ব্যানকে সাহায্য
করতঃ বর্তমান আছেন । (ব্যাপ্তি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাতাই বায়ু ও
ব্যানের একত্ব) ।

৯ । তেজ অর্থাৎ বাহ্য তেজই উদান, অর্থাৎ বাহ্য তেজ উদান
বায়ুকে সাহায্য করতঃ বর্তমান আছেন । সেই জন্ত যে মৃত্যুর তেজ
উপশান্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে, সে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট
ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় ।

১০ । মরণকালে এই জীবের চিত্ত যেরূপ থাকে, সেরূপ চিত্তের
সহিত তিনি প্রাণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া কেবল প্রধান
প্রাণবৃত্তির সহিত অবস্থিতি করেন । প্রাণ তেজের অর্থাৎ উদানবৃত্তির

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ।

ন হাশ্চ প্রজা হীয়তেহমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূত্বকৈব পঞ্চধা ।

অধ্যাত্মকৈব প্রাণশ্চ বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে

বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ইতি ॥ ১২ ॥

‘যুক্তঃ’ [সন্] ‘আত্মনা’ জীবাত্মনা [সহ পুণ্যপাপকৰ্ম্মবশাৎ] ‘যথাসঙ্কলিতং’
যথাভিপ্রেতং ‘লোকং নয়তি’ ॥ ১০ ॥

‘যঃ বিদ্বান্ প্রাণম্ এবং বেদ, ন হ অশ্চ’ ‘প্রজাঃ’ পুত্রপৌত্রাদয়ঃ
‘হীয়তে’ হীয়ন্তে, ছিদ্যন্তে, [সঃ] ‘অমৃতঃ ভবতি’ । ‘তং’ এতস্মিন্ অর্থে
[সংক্ষেপাভিধায়কঃ] ‘এমঃ’ ‘শ্লোকঃ’ মন্ত্ৰঃ [উক্তঃ ভবতি] ॥ ১১ ॥

‘প্রাণশ্চ উৎপত্তিম্’ ‘আয়তিম্’ আগমনম্, ‘স্থানং’ স্থিতিম্, ‘বিভূত্বং’
কর্তৃত্বং ‘চ এব পঞ্চধা’ [বিভাগম্], ‘অধ্যাত্মম্’ অভ্যন্তরত্বং ‘চ এব
বিজ্ঞায়’ [লোকঃ] ‘অমৃতম্’ অমরত্বম্ ‘অশ্নুতে’ ॥ ১২ ॥

সহিত যুক্ত হইয়া আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পুণ্যপাপ কৰ্ম্ম বশতঃ
যথা-সঙ্কলিত লোকে লইয়া যান ।

১১ । যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণকে এই রূপে জানেন, তাঁহার সম্ভান
বিনষ্ট হয় না, এবং তিনি অমর হন । এই উদ্দেশ্যে [সংক্ষেপাভিধায়ক]
এই শ্লোক কথিত হইতেছে ।

১২ । প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, কর্তৃত্ব, পঞ্চ প্রকার বিভাগ
ও অভ্যন্তরত্ব জানিয়া লোকে অমরত্ব প্রাপ্ত হয় ।

ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

— ০ঃ*ঃ০ —

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছঃ । ভগবন্তেতস্মিন্
পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্তস্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্
পশ্যতি কস্মৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্ ন সৰ্বৈ সম্প্রতিষ্ঠিতা
ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । যথা গার্গ্য মরীচয়োহর্কশ্চাস্তং গচ্ছতঃ
সৰ্বা এতস্মিন্স্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি । তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ

‘অথ হ এনং’ ‘সৌর্যায়ণী’ সৌর্যায়ণিঃ ‘গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছঃ,— ভগবন্,
এতস্মিন্’ ‘পুরুষে’ জীবদেহে ‘কানি’ [করণানি [‘স্বপন্তি’ স্বাপং কুর্ষন্তি,
—স্বাপারান্ উপবমন্তে ? ‘কানি অস্মিন্’ ‘জাগ্রতি’ স্বাপারান্ কুর্ষন্তি ?
‘কতরঃ এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? ‘কস্মৈ’ ‘এতৎ’ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিষু অন্তর্ভূতং
‘সুখম্ ভবতি ? কস্মিন্ ন সৰ্বৈ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ—[হে] গার্গ্য, যথা অস্তং গচ্ছতঃ অর্কশ্চ সৰ্বাঃ’
‘মরীচয়ঃ’ রশ্ময়ঃ ‘এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে’ সূর্যো ‘একীভবন্তি,’ [তস্মৈ অর্কশ্চ

১। তৎপর সৌর্যপুত্র গার্গ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্,
এই পুরুষে অর্থাৎ জীবদেহে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিত হয় অর্থাৎ নিজ
নিজ কার্য্য ইহাতে উপরত হয় ? ইহাতে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগরিত
থাকে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য কবে ? কোন্ শক্তি স্বপ্ন দেখে ? এই
(অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিতে অন্তর্ভূত) সুখ কাহার হয় অর্থাৎ কে অন্তর্ভব
করে ? কাহাতে সকলে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে” ?

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “হে গার্গ্য, যেমন ‘সূর্য্য অস্তগিত

প্রচরণ্যেবাং হ বৈ তং সৰ্বং পৰে দেবে মনশ্চেকীভবন্তীতি ।
তেন তর্হ্যেয পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিহ্বতি ন
রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন
বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি । গার্হপত্যো হ বা
এষোহপানো ব্যানোহম্বাহার্যাপচনো যদ্ গার্হপত্যাং প্রণীয়তে
প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩ ॥

এব] ‘পুনঃ উদযতঃ তাঃ’ [পুনঃ] ‘প্রচরন্তি’ বিকীর্ণ্যন্তে, ‘এবং হ বৈ তং
সৰ্বং’ [বিষয়েন্দ্রিয়াণিজাতং] ‘পবে’ ‘দেবে’ দ্যোতনবতি ‘মনসি একী-
ভবন্তি’ । ‘তেন’ [হেতুনা] ‘ততি’ তদা ‘এষঃ পুরুষঃ ন শৃণোতি, ন পশ্যতি,
ন ‘জিহ্বতি’ আশ্রাণং কৰোতি, ‘ন’ ‘রসয়তে’ আশ্বাদতে, ‘ন স্পৃশতে, ন
অভিবদতে’, ‘ন’ ‘আদত্তে’ গৃহ্নাতি, ‘ন আনন্দয়তে, ন বিসৃজতে, ন’
‘ইয়ায়তে’ গচ্ছতি, [তদা সঃ] ‘স্বপিতি’ [লোকাঃ] ‘ইতি, ‘আচক্ষতে’
কথয়ন্তি ॥ ১ ॥

[তদা] ‘এতস্মিন্’ ‘পুরে’ পুৰ-রূপিণি দেহে ‘প্রাণাগ্নয়ঃ’ গৃহরক্ষিতাঃ
অগ্নয়ঃ ইব প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ ‘এব জাগ্রতি’ । [তেষাং মনো] এষঃ

হইলে স্মদর স্ময়ারশ্মি এই তেজোমণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্যো একীভূত হয়, এবং
পুনরায় সূর্য্য উদিত হইলে সেই রশ্মিসমূহ পুনর্বার বিকীর্ণ হয়, তেমনই
তৎসমস্ত অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাদিগেই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি
মনে একীভূত হয় । সেই জগু তখন এই পুরুষ শ্রবণ, দর্শন, আশ্রাণ,
আশ্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, গ্রহণ, আনন্দাভব, মলত্যাগ, গমন, কিছুই
করেন না, তখন ‘ইনি নিদ্রিত,’ লোকে এই কথা বলে ।

৩। তখন এই শবীবরূপ পুরীর মনো কেবল প্রাণাগ্নিসমূহ অর্থাৎ
গৃহবক্ষিত, অগ্নিসমূহের তায় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু জাগরিত থাকে ।

তচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহ্তী সন্মং নয়তীতি স সমানঃ ।
মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমান-
মহরহব্রক্ষ গময়তি ॥ ৪ ॥

অপানঃ হ বৈ 'গার্হপত্যঃ' তন্মামা যজ্ঞীয় প্রধানঃ অগ্নিঃ, 'ব্যানঃ'
'অদ্বাহার্যাপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ । ব্যানঃ দক্ষিণ-স্বযির-দ্বারেণ হৃদয়াং
নিগচ্ছতি, ইতি দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাৎ দ্বয়োঃ সাম্যাম্ । 'যং' যস্মাং 'প্রণয়নাং'
প্রণীয়তে অস্মাং ইতি প্রণয়নঃ, তস্মাং 'গার্হপত্যাং' প্রণীয়তে 'আহবনীয়ঃ'
[অগ্নিঃ] [অতঃ] প্রাণঃ [আহবনীয়ঃ] ! যথা আহবনীয়্যাগ্নিঃ গার্হপত্যাং
প্রণীয়তে, তথা প্রাণঃ অপি স্বযুপ্তৌ অপানাং প্রণীয়তে, ইতি সাম্যাম্ ॥ ৩ ॥

'যং' যস্মাং [সমানঃ অগ্নিহোত্রবাগস্ত] 'আহ্তী' [ইব] 'এতো
উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ' [শরীরস্থিতিভাবে] 'সন্মং নয়তি ইতি সমানঃ' 'সং' হোতা
ইত্যর্থঃ । 'মনঃ হ বৈ এব যজমানঃ' [কর্তৃত্বাৎ ফলভোক্তৃত্বাৎ চ,] 'উদানঃ

তন্মধ্যে এই অপানই গার্হপত্য (যজ্ঞীয় প্রধান অগ্নি), ব্যান অদ্বাহার্যাপচন
অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি । (ব্যান দক্ষিণ ছিদ্র দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হন,
এইরূপ দক্ষিণদিকের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকিতে দুয়ের সমত্ব) । যে
হেতু প্রণয়ন অর্থাৎ যাহা হইতে অগ্ন্যাগ্ন অগ্নি প্রণীত হয় সেই গার্হপত্য
হইতে আহবনীয় প্রণীত হয়, অতএব প্রাণ আহবনীয়, অর্থাৎ যেক্রপ
আহবনীয় অগ্নি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত হইয়া থাকে, স্বযুপ্তিকালে
প্রাণও সেই রূপ অপান হইতে প্রণীত হইয়া থাকে ।

৪ । যে হেতু সমান অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান আহুতিদ্বয় স্বরূপ এই
উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার্থ সমভাবে বহন করেন, সেই জন্তু সমান
তিনি অর্থাৎ হোতা । মনই যজমান (যে হেতু তিনি কর্তা ও ফলভোক্তা) ।
উদানই যজ্ঞফল, যে হেতু তিনি মন নামক যজমানকে প্রতিদিন

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমান্‌মভুভবতি । যদ্‌ দৃষ্টং দৃষ্টমন্‌-
পশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমন্‌শৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যন্‌-
ভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যন্‌ভবতি দৃষ্টাঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চা-
ন্‌ভূতঞ্চানন্‌ভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সৰ্ব্বং পশ্যতি সৰ্ব্বং পশ্যতি ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাহতিভূতো ভবতি । অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্‌ ন
পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্জুরীয়ে এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬ ॥

এব ‘ইষ্টফলং’ যাগফলং, [যতঃ] ‘সঃ এনম্‌ [মনঃ-আখ্যং যজ্ঞমানম্‌] অহঃ-
অহঃ [স্বপ্নো] ‘ব্রহ্ম গময়তি’ । প্রপঞ্চোপশমাং পরমানন্দময়ত্বাং চ অত্র
মতে স্বপ্নে: ব্রহ্মভাবঃ ॥ ৪ ॥

‘অত্র’ উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু ‘এষঃ দেবঃ [মনঃ] স্বপ্নে’ ‘মহিমান্‌’ বিষয়-
বৈচিত্রলক্ষণাম্‌ বিভূতিম্‌ ‘অন্‌ভবতি’ । ‘সং [পূৰ্ণং] দৃষ্টং [ইব] অন্‌
পশ্যতি, শ্রুতম্‌ অর্থম্‌ শ্রুতম্‌ এব অন্‌শৃণোতি ‘দেশদিগন্তরৈঃ’ নানাদেশেষু
দিক্ষু চ ‘প্রত্যন্‌ভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যন্‌ভবতি ; দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ
অশ্রুতং চ, অন্‌ভূতং চ অনন্‌ভূতং চ, সং চ অসং চ, [এতৎ] সৰ্ব্ব’ [মনঃ]
পশ্যতি’ ‘সৰ্ব্বঃ’ সৰ্ব্বরূপঃ সন্‌ মনোদেবঃ ‘পশ্যতি’ ॥ ৫ ॥

‘সঃ যদা তেজসা অভিভূতঃ ভবতি, অত্র [স্বপ্নো] এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্‌

স্বপ্নপ্তিকালে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান । (স্বপ্নপ্তিকালে প্রপঞ্চ উপশান্ত হয় ও
পরমানন্দ অন্‌ভূত হয়, এই জগৎ এই মতে ইহার ব্রহ্মভাব) ।

৫ । এই অবস্থায় এই দেবতা অর্থাৎ মন স্বপ্নে মহিমা অর্থাৎ বিষয়-
বৈচিত্ররূপ বিভূতি অন্‌ভব করেন । যাহা পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে তাহা
দৃষ্ট বলিয়া দেখেন, শ্রুত বিষয় শ্রুত বলিয়া শুনেন এবং নানা দেশ ও দিকে
অন্‌ভূত বস্তু পুনঃ পুনঃ অন্‌ভব করেন ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত,
অন্‌ভূত ও অনন্‌ভূত, সং ও অসং, এই সমস্ত মন দর্শন করেন, মনই
সর্বরূপ হইয়া দর্শন করেন ।

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে । এবং হ
বৈ তং সৰ্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজো-
মাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ
শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যাঞ্চ ভ্রাণঞ্চ ভ্রাতব্যাঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যাঞ্চ ত্বক্ চ
স্পর্শয়িতব্যাঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দ-
ন পশ্যতি অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ [স্বষ্টি-লক্ষণং] স্বত্ম ভবতি' ॥৬॥

হে 'সৌম্য,' 'সঃ' তদ্বিষয়কঃ দৃষ্টান্তঃ—'যথা' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'বাসো
বৃক্ষম্' বাসাথং বৃক্ষং 'সম্প্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তং [বক্ষ্যমাণং] সৰ্বং পরে
আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে' ॥ ৭ ॥

'পৃথিবী চ' 'পৃথিবীমাত্রা' পৃথিব্যাঃ মূলোপকরণং 'চ' আপঃ চ আপো-
মাত্রা চ, তেজঃ চ তেজো-মাত্রা চ, বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশঃ চ
আকাশমাত্রা চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ভ্রাণং চ
ভ্রাতব্যং চ, রসঃ চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ
বক্তব্যং চ, হস্তৌ চ আদাতব্যং চ, উপস্থঃ চ আনন্দয়িতব্যং চ, পায়ুঃ চ

৬। তিনি যখন তেজে অভিভূত হন, তখন অর্থাৎ স্বষ্টিকালে, সেই
দেব স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে এই স্বত্ম অর্থাৎ স্বষ্টিলক্ষ স্বত্ম হয়।

৭। হে সৌম্য, সেই বিষয়ক দৃষ্টান্ত এই—যেমন পক্ষিগণ বাসাথ বৃক্ষ
আশ্রয় করে, তেমনি যে সকল বস্তুর নাম করা হইতেছে সেই সমস্তই
পবনাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা অর্থাৎ পৃথিবীর মূলোপকরণ, জল ও
জলমাত্রা, তেজ ও তেজোমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশমাত্রা,
চক্ষু ও দ্রষ্টব্য, শ্রোত্র ও শ্রোতব্য, ভ্রাণ ও ভ্রাতব্য, অস্বাদেন্দ্রিয় ও

য়িতব্যঞ্চ পায়ুষ্টচ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্ত-
ব্যঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ বোদ্ধব্যঞ্চাহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্তব্যঞ্চ চিন্ত্যঞ্চ চেতয়িত-
ব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥ ৮ ॥

এষ হি দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা
কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ । স পরেতক্ষরে আত্মনি
সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

বিসর্জয়িতবাং চ, পাদৌ চ গন্তবাং চ, মনঃ চ মন্তবাং চ, বুদ্ধিঃ চ
বোদ্ধবাং চ, 'অহংকারঃ' অভিমানলক্ষণম্ অন্তঃকরণং 'চ' 'অহঙ্কর্তব্যম্'
অহঙ্কার-বিষয়ঃ চ, চিন্তাং চ চেতয়িতবাং চ, তেজঃ চ 'বিদ্যোতয়িতব্যম্'
প্রকাশয়িতবাং চ, 'প্রাণঃ চ' 'বিধারয়িতব্যম্' প্রাণেন সংগ্রহনীয়ং চ,—
সর্বং কার্যাকারণজাতং সংহতং নামরূপাত্মকম্ এতাবৎ, এতৎ সর্বং
শ্রুতপ্তৌ পরমাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে, ইতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

'এষঃ হি দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা,'
'বিজ্ঞানাত্মা' বিজ্ঞাতৃ-স্বভাবঃ 'পুরুষঃ সঃ পরে অক্ষরে আত্মনি
সম্প্রতিষ্ঠতে' ॥ ৯ ॥

আত্মাদয়িতব্য, ত্বক্ ও স্পর্শয়িতব্য, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য,
উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও বিসর্জয়িতব্য, পদ ও গন্তব্য, মন ও
মন্তব্য, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, অহংবোধ ও তদ্বিষয়, চিন্তা ও চেতয়িতব্য অর্থাৎ
চিন্তার বিষয়, আলোক ও প্রকাশয়িতব্য, প্রাণ ও প্রাণদ্বারা সংগ্রহনীয়
[সমুদয় কার্য-কারণ নাম-রূপাত্মক বস্তু, এই সমস্ত শ্রুতপ্তিকালে আত্মাতে
সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে] ।

৯। এই যে দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা
ও বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব পুরুষ, তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে
প্রতিষ্ঠিত থাকেন ।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপত্তে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-
মলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্ত সৌম্য। স সর্বজ্ঞঃ
সর্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ

প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।

তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত সৌম্য

স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥ ১১ ॥

হে ‘সৌম্য, যঃ হ বৈ তং’ ‘অচ্ছায়ং’ তমোবজ্জিতম্, ‘অশরীরম্,’
‘অলোহিতং’ লোহিতাদি-সর্ব-গুণ-বজ্জিতং, ‘শুভ্রম্’ উজ্জ্বলম্, ‘অক্ষরম্’
বেদয়তে, সঃ পরম্ অক্ষরম্ ‘প্রতিপদাতে’ প্রাপ্নোতি । ‘সঃ সর্বজ্ঞঃ’ ‘সর্বঃ’
সর্বাণ্যকম্ ব্রহ্ম এব ‘ভবতি’ । ‘তং’ তস্মিন্ বিষয়ে ‘এষ শ্লোকঃ’ [উক্তঃ
ভবতি] ॥ ১০ ॥

হে ‘সৌম্য,’ ‘যত্র’ যস্মিন্ অক্ষরে ‘বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণাঃ, ভূতানি [চ]
সর্বৈঃ’ ‘দেবৈঃ’ অগ্নাদিভিঃ, চক্ষুর্বাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বা ‘সহ’ ‘সম্প্রতিষ্ঠন্তি’
‘তং অক্ষরম্ যঃ তু’ ‘বেদয়তে’ ‘সঃ সর্বজ্ঞঃ’ [সন্] সর্বম্ এব ‘আবিবেশ’
আবিশাত ‘ইতি’ ॥ ১১ ॥

হে সৌম্য, যিনি সেই তমোবজ্জিত, অশরীর, অলোহিত অর্থাৎ
লোহিতাদি-সর্বগুণ-বজ্জিত, উজ্জ্বল অক্ষরকে জানেন, তিনি পরম
অক্ষরকে প্রাপ্ত হন । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বরূপ ব্রহ্মই হন । সেই বিষয়ে
এই শ্লোক উক্ত হইতেছে ।

১১। হে সৌম্য, যাহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ
দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি
সর্বজ্ঞ হইয়া সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন ।

ইতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ।

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । স যো হ বৈ তদ্
ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোক্ষারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব
স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । এতদ্ বৈ সত্যকাম পরাঞ্চপরঞ্চ ব্রহ্ম
যদোক্ষারঃ । তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনৈকতরমস্বেতি ॥২॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিস্তূর্ণমেব

‘অথ হ এনং শৈবঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, মনুষ্যেষু সঃ যঃ
হ বৈ’ ‘প্রায়ণান্তম্’ মরণান্তম্ যাবজ্জীবনম্ ‘তং ওঁকারম্ অভিধ্যায়ীত, সঃ
বৈ এব তেন কতমং লোকং জয়তি ? ইতি’ ॥ ১ ॥

হে ‘সত্যকাম’, ‘যং’ যস্মাৎ ‘ওঁকাবঃ এতং বৈ পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম,
তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন’ ‘আয়তনেন অবলম্বনেন এব একতরম্ ‘অস্বেতি’
অনুগচ্ছতি ॥ ২ ॥

‘সঃ যদি’ ‘একমাত্রম্’ অকারম্ ইত্যর্থঃ ‘অভিধ্যায়ীত, সঃ তেন এব’

১। তৎপরে শিবি-পুত্র সত্যকাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ভগবন্, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করেন
তিনি তদ্বারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হন ?” ।

২। তাঁহাকে তিনি বলিলেন, “হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার,
ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, স্তুরাং এই উপায়দ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তি এই
ভূয়ের এককে প্রাপ্ত হন ।

জগত্যাংমভিসম্পদ্যাতে । তম্‌চো 'মনুষ্যালোকমুপনয়ন্তে স তত্র
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমভুভবতি ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রৈণ মনসি সম্পদ্যাতে সোহন্তরিক্ষং যজুর্ভি-
রুন্নীয়তে স সোমলোকম্ । স সোমলোকে বিভৃতিমভুভুয়
পুনরাবর্ততে ॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রৈণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষ-
'সংবেদিতঃ' সম্বোধিতঃ, লক্ষ্যজ্ঞানঃ সন্ 'তুর্গং' শীঘ্রম্ 'এব' 'জগত্যাং'
পৃথিব্যাং 'অভিসম্পদ্যাতে' জন্ম প্রাপ্নোতি । 'তম্ ঋচঃ মনুষ্যালোকম্'
'উপনয়ন্তে' আনয়ন্তি । 'সঃ তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া [৩] সম্পন্নঃ
মহিমানম্ অভুভবতি' ॥ ৩ ॥

'অথ যদি' [সঃ] 'দ্বিমাত্রৈণ' দ্বিমাত্রম্ — দ্বিতীয়মাত্রাক্রপম্ উকারম্ 'মনসি'
'সম্পদ্যাতে' অভিধায়ীত, [তদা] 'সঃ অন্তরিক্ষং' 'সম্পদ্যাতে' গচ্ছতি ।
'সঃ' যজুর্ভিঃ, যজুর্মন্ত্রৈঃ 'সোমলোকম্ উন্নীয়তে' । সঃ সোমলোকে
বিভৃতিম্ মহিমানম্ 'অভুভু' [মনুষ্যালোকে] পুনঃ আবর্ততে ॥ ৪ ॥

'পুনঃ, যঃ ও ইতি এতেন ত্রিমাত্রৈণ অক্ষরেণ এব এতম্ পরম্

৩ । যদি তিনি কেবল এক মাত্রা অর্থাৎ অকার মাত্র ধ্যান করেন,
তবে তিনি তদ্বারাষ্ট সম্বোধিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ
করেন । তাঁহাকে ঋগ্‌মন্ত্র সমূহ মনুষ্যালোকে আনয়ন করে, তিনি
সেখানে তপশ্শা, ব্রহ্মচর্যা ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমা অভুভব করেন ।

৪ । যদি তিনি দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ উকার মনে অভিধান করেন,
তবে তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন । তিনি যজুর্মন্ত্র সমূহদ্বারা সোম-
লোকে উন্নীত হন । সোমলোকে মহিমা অভুভব করিয়া তিনি মনুষ্যা-
লোকে ফিরিয়া আসেন ।

মভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদোদরস্ফুচা বিনি-
স্মৃত্যত এবং হ বৈ স পাপুনা বিনিস্মৃক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে
ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাং পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষমী-
ক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

তিশ্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যাঃ প্রযুক্তা

অন্তোন্তসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ ।

পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত, সঃ 'তেজসি' তেজোময়ে 'সূর্য্যে' সূর্যালোকে 'সম্পন্নঃ'
'উপনীতঃ' [ভবতি] । 'যথা' 'পাদোদরঃ' সর্পঃ 'স্ফুচা বিনিস্মৃত্যতে, এবং হ
বৈ সঃ পাপুনা বিনিস্মৃক্তঃ [ভবতি]' । 'সঃ' 'সামভিঃ' সামমন্ত্রে 'ব্রহ্মলোকং'
হিরণ্যগর্ভস্ত সত্যাখ্যং লোকম্ 'উন্নীয়তে' । 'এতস্মাং' 'জীবঘনাং' সর্ব-
জীবাধার-হিরণ্যগর্ভাং, তৎপদাং ইত্যর্থঃ, 'সঃ পরাং পরং' 'পুরিশয়ং' সর্ব-
শরীরানুপ্রবিষ্টম্ 'পুরুষম্' 'ঈক্ষতে' পশ্যতি । 'তং' তত্র বিষয়ে 'এতৌ
শ্লোকৌ' [উক্তৌ] 'ভবতঃ' ॥ ৫ ॥

'তিশ্রঃ মাত্রাঃ' ওঁকারস্ত অকার-ওকার-মকারাঃ ইতি [একৈকশ্রাং
ব্রহ্মদৃষ্টিং বিনা] 'মৃত্যুমত্যাঃ' তদুপাসকানাং মৃত্যুগোচরাঃ, এতৈঃ মৃত্যুঃ

৫ । পুনশ্চ, যিনি ওঁ এই ত্রিমাত্রায়ুক্ত অক্ষরদ্বারা এই পরম পুরুষের
ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্যালোকে উপনীত হন ।
যেমন সর্প স্ফুচ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন ।
তিনি সামমন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে উন্নীত হন ।
সেই জীবঘন অর্থাৎ সর্বজীবাধার হিরণ্যগর্ভ হইতে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ
হইতে তিনি পরাংপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্বশরীরানুপ্রবিষ্ট পুরুষকে দর্শন
করেন । সেই বিষয়ে এই শ্লোকদ্বয় উক্ত হইতেছে ।

৬ । তিন মাত্রা অর্থাৎ ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রা-

ক্রিয়াসু বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমাসু

সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জঃ ॥ ৬ ॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তুরিক্ষং

সামভির্ষন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে ।

তমোঙ্কারেণৈবায়তেননাস্থেতি বিদ্বান্

যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চৈতি ॥ ৭ ॥

অনতিক্রমণীয়ঃ ইত্যর্থঃ । [কিন্তু এতাঃ এব] ‘সম্যক্’ ‘প্রযুক্তাসু’ সম্পাদিতাসু ‘বাহ্যভ্যন্তর-মধ্যমাসু’ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-জ্যুপ্ত-স্থান-পুরুষাভি-
ধান-লক্ষণাসু ‘ক্রিয়াসু’ ‘অত্রোক্তসক্তাঃ’ পরস্পর-সম্বন্ধাঃ ‘অনবিপ্রযুক্তা’
সংশ্লিষ্টাঃ সতাঃ ‘প্রযুক্তাঃ’ [চেৎ] ‘জঃ’ ঔকারস্ত তদ্ব্যভিঃ উপাসকঃ
‘ন কম্পতে’ ন বিচলতি ॥ ৬ ॥

[সঃ বিদ্বান্] ‘ঋগ্ভিঃ’ এতং [লোকং], যজুর্ভিঃ অন্তুরিক্ষং’ [প্রাপ্নোতি],
‘সামভিঃ যৎ’ [লোকং] ‘কবয়ঃ’ বিদ্বাংসঃ [এব] ‘বেদয়ন্তে’ জানন্তি [তং
ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি] । ‘তং [ব্রহ্মলোকং] বিদ্বান্ ঔকারেণ’ ‘আয়তেনন’
সাধনেন ‘এব’ ‘অস্থেতি’ অহুগচ্ছতি । ‘যৎ শান্তম্, অজরম্, অমৃতম্, অভ-
য়ম্, পরং চ ইতি, তৎ’ [তেন এব সাধনেন বিদ্বান্ অহুগচ্ছতি] ॥ ৭ ॥

ত্রয় [স্বতন্ত্ররূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টি বাতীত] মৃত্যুগোচর অর্থাৎ তদুপাসকগণ
তদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না । কিন্তু এই মাত্রাত্রয় সম্যকরূপে
সম্পাদিত বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও জ্যুপ্তির
অপিস্থিতা পুরুষের অভিধ্যানরূপ ক্রিয়াসমূহে পরস্পর-সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট
হইয়া প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হন না ।

৭। তিনি ঋগ্ভমন্ত্র দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন, যজুর্মন্ত্রদ্বারা অন্তবিশ্ব
প্রাপ্ত হন, এবং সামমন্ত্রদ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হন যাহা জ্ঞানীগণ
জানেন । জ্ঞানী ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোক ঔকারযুক্ত সাধনদ্বারাই লাভ
করেন । যিনি শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জ্ঞানী
[সেই সাধনদ্বারাই লাভ করেন] ।

ইতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

—:~:—

অথ হৈনং সূকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ
কোসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যেতং প্রশ্নমপৃচ্ছত । যোড়শকলং
ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ তমহং কুমারমক্রবং নাহিমং বেদ যত্বে-
মিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যামিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি ।
যোহনৃতমভিবদতি তস্মান্নারহাম্যনৃতং বক্তুং স তুষ্টীং রথমাক্রুহা
প্রবব্রাজ । তং হা পৃচ্ছামি.কাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

‘অথ হ এনং ভারদ্বাজঃ সূকেশা পপ্রচ্ছ,—ভগবন্’, ‘কোসল্যঃ’
কোসল্যাঃ ভবঃ ‘হিরণ্যনাভঃ [নাম] রাজপুত্রঃ মাম্ উপেত্য এতন্ প্রশ্নম্
অপৃচ্ছত,—[হে] ভারদ্বাজ, [কিং ত্বং] ‘যোড়শকলং’ যোড়শ-সংখ্যাকাঃ কলাঃ
অবয়বাঃ—পঞ্চ প্রাণাঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি, অহঙ্কারঃ চ
ইতি যস্মিন্ পুরুষে সন্তি সঃ যোড়শকলঃ, তন্ ‘পুরুষং’ ‘বেথ’ জানাসি ? ‘তং
কুমারম্ অহম্ অক্রবম্—অহম্ ইমং ন বেদ, যদি অহম্ ইমম্’ ‘অবেদিষম্’
বিদিতবান্ অস্মি [তদা] ‘কথং তে ন’ ‘অবক্ষ্যাম্’ উক্তবান্ অস্মি
‘ইতি’ ? ‘যঃ অনৃতম্ অভিবদতি, এষঃ বৈ সমূলঃ পরিশুষ্যতি, তস্মাং

১। তৎপবে ভারদ্বাজ-পুত্র সূকেশা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
‘ভগবন্, কোসলবাসী হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র আমার নিকট আসিয়া
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে ভারদ্বাজ-পুত্র, তুমি যোড়শকল পুরুষকে
জান কি ?’ আমি সেই কুমারকে বলিলাম, ‘আমি তাঁহাকে জানি না,
যদি আমি তাঁহাকে জানিতাম, তবে তোমাকে বলিব না কেন ? যে মিথ্যা
কথা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয় । সুতরাং আমি কখনই মিথ্যা বলিব না ।’

তস্মৈ স হোবাচ । ইহৈবাস্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো
যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাক্ষক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি
কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাশ্চামীতি ॥ ৩ ॥

স প্রাণমমৃজত প্রাণাচ্ছৃদ্ধাং থং বায়ুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-
দ্রিয়ম্ মনোহ্নমম্নাদীর্ঘ্যং তপো মন্ত্রাঃ কৰ্মলোকা লোকেষু চ
নাম চ ॥ ৪ ॥

‘অনন্তম্ বক্তুং ন অর্হামি ।’ [এবমুক্তঃ] ‘সঃ তৃষ্ণীং রথম্ আক্ৰহ’ ‘প্রবব্রাজ’
প্রগতবান্ । ‘তম্ পুরুষং’ ‘ত্বা’ ত্বাম্ ‘পৃচ্ছামি’ ; ‘ক’ কুত্র ‘অসৌ পুরুষঃ’
[বর্ততে] ‘ইতি’ ? ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ, [হে] সোম্য, ইহ এব’ ‘অন্তঃ-শরীরে’ হৃদয়ে ‘সঃ
পুরুষঃ [অস্তি] যস্মিন্ এতাঃ ষোড়শ কলাঃ’ ‘প্রভবন্তি’ উৎপদ্যন্তে ॥ ২ ॥

‘সঃ ঈক্ষাং চক্রে’ চিন্তয়ামাস, ‘কস্মিন্ উৎক্রান্তে অহম্ উৎক্রান্তঃ
ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাশ্চামি ইতি’ ॥ ৩ ॥

[অতঃ] ‘সঃ’ ‘প্রাণং’ সৰ্বপ্রাণং হিরণ্যগৰ্ভম্ ‘অমৃজত’, ‘প্রাণাং’ ঐক্ষাং
এই কথা শুনিয়া তিনি নীরবে রথারোহণ-পূর্বক চলিয়া গেলেন ।
আপনাকে তাঁহার অর্থাৎ সেই পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই
পুরুষ কোথায় ?”

২ । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “হে সোম্য, ষাঠাতে এই ষোড়শ কলা
উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অন্তঃশরীরে অর্থাৎ হৃদয়ে বর্তমান আছেন ।

৩ । তিনি চিন্তা করিলেন, ‘দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে আমি
উৎক্রান্ত হই, আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি ?’

৪ । তৎপরে তিনি প্রাণ অর্থাৎ সৰ্বপ্রাণরূপী হিরণ্যগৰ্ভকে সৃষ্টি করিলেন

স যথেনা নতঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং
গচ্ছন্তি ভিद्यেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে ।
এবমেবাস্ত পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং
প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিद्यেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং
প্রোচ্যতে স এষোহকলোহমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণিনাং শুভ-কর্ম-প্রবৃত্তি-হেতুভূতাম্ ‘অসৃজত’; [ততঃ] ‘খং, বায়ুঃ,
জ্যোতিঃ, আপঃ, পৃথিবী,’ ‘ইন্দ্রিয়ম্’ ইন্দ্রিয়ানি, ‘মনঃ’ [চ সমুৎপন্নম্; অথ]
‘অন্নম্’ [অসৃজত,] অন্নং বীৰ্য্যং, তপঃ, মন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ
নাম চ’ [উৎপন্নম্] ॥ ৪ ॥

‘সঃ’ তদ্বিষয়কঃ দৃষ্টান্তঃ,—‘যথা ইমাঃ’ ‘স্তন্দমানাঃ’ প্রবহমাণাঃ, ‘সমু-
দ্রায়ণাঃ’ সমুদ্রং গমনশীলাঃ ‘নদাঃ সমুদ্রম্ প্রাপ্য’ [তস্মিন্] ‘অস্তং গচ্ছন্তি’
বিলীনাঃ ভবন্তি, ‘তাসাং নামরূপে’ ‘ভিद्यেতে’ নশ্বতঃ, [তদা] ‘সমুদ্রঃ ইতি
এবম্ প্রোচ্যতে, এবম্ এব অস্ত, ‘পরিদ্রষ্টুঃ’ পরিদর্শনকর্ত্তৃঃ জীবাত্মনঃ
‘পুরুষায়ণাঃ’ পরম পুরুষং প্রতি গমনশীলাঃ ‘ইমাঃ ষোড়শকলাঃ [তম্] পুরুষম্
প্রাপ্য [তস্মিন্] অস্তং গচ্ছন্তি, তাসাং নামরূপে ভিद्यেতে, [তদা] পুরুষঃ

প্রাণ হইতে সর্বপ্রাণীর শুভকর্মে প্রবৃত্তির হেতু শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন,
তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, ও মন উৎপন্ন
হইল। তিনি তৎপর অন্ন সৃষ্টি করিলেন; অন্ন হইতে বীৰ্য্য, তপস্যা, মন্ত্র,
কর্ম ও লোকসমূহ এবং লোকসমূহে নাম উৎপন্ন হইল।

৫। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন প্রবহমাণা ও সমুদ্রাভিমুগিনী
নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্ত যায় অর্থাৎ বিলীন হয় এবং
তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ এই
জীবরূপ পরিদ্রষ্টার পরম পুরুষের প্রতি গমনশীল এই ষোড়শ কলা সেই
পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়,

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তং বেদ্যাং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥৬॥

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতং পরং ব্রহ্ম বেদ ।

নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭ ॥

তে তমর্চয়ন্তুস্ত্বং হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং

ইতি এবম্ প্রোচ্যতে ; স এষঃ অকলঃ অমৃতঃ [চ] ভবতি । তং এষঃ শ্লোকঃ' ॥ ৫ ॥

‘যস্মিন্ রথনাভৌ অরাঃ ইব কলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ তং বেদ্যাং পুরুষম্’
‘বেদ’ জানীয়াং ‘যথা, [হে শিষ্যা,] মৃত্যুঃ’ ‘বঃ’ যুস্মান ‘মা পরিব্যথাঃ’
পরিব্যথয়তু ‘ইতি’ ॥ ৬ ॥

[ঋষিঃ পিপ্ললাদঃ] ‘তান্ হ উবাচ, অহম্ এতং পরম্ ব্রহ্ম এতাবৎ এব’
‘বেদ’ জানামি, ‘অতঃপরম্’ প্রকৃষ্টতবং কিঞ্চিদপি ‘ন অস্তি ইতি’ ॥ ৭ ॥

‘তে তম্’ ‘অর্চয়ন্তুঃ’ পূজাং কৃতবন্তুঃ [উচুঃ,] ‘ত্বং হি’ ‘নঃ’ অস্মাকম্
পিতা যঃ’ ‘অস্মাকম্’ অস্মান্ ‘অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি ইতি’। ‘নমঃ’

তখন কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়, এবং তিনি কলারহিত ও অমর
হন । সে বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে ।

৬। রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ যেরূপ আশ্রিত থাকে, সেই রূপ
কলাসমূহ যাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জ্ঞাত হও,
যাহাতে [হে শিষ্যগণ,] মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে ।

৭। পিপ্ললাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, “এই পরব্রহ্মকে আমি এই
পযাস্ত জানি। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই” ।

৮। তাঁহারা তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা পূজা করিয়া বলিলেন, “আপনি

পারং তারয়সীতি । নমঃ পরমঋষিভ্যো । নমঃ পরম-
ঋষিভ্যঃ ॥ ৮ ॥

‘পরমঋষিভ্যঃ’ ব্রহ্মবিজ্ঞা-সম্প্রদায়-কর্তৃভ্যঃ, ‘নমঃ পরমঋষিভ্যঃ’ ।
দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্তিবোধনার্থা ॥ ৮ ॥

আমাদিগকে অবিজ্ঞার পরপারে উত্তীর্ণ করিলেন, আপনি আমাদের
পিতা । [ব্রহ্মবিজ্ঞাব সম্প্রদায়-কর্ত্তা] পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার,
পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ।

ইতি প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

(অথর্কবেদীয়া)

প্রথম-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

—ঃঃ—

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব

বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা ।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাং প্রতিষ্ঠা-

মথর্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

অথর্কণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-

থর্কী তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

‘বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা, ভুবনস্ত’ ‘গোপ্তা’ পালয়িতা ‘ব্রহ্মা দেবানাম্ [মধ্যে] প্রথমঃ’ [সন্] ‘সম্বভূব’ প্রাচুর্ভূব । ‘সঃ [স্বস্ত] জ্যেষ্ঠপুত্রায় অথর্কায় ‘সৰ্ববিদ্যাং প্রতিষ্ঠাং’ সৰ্ববিদ্যানাম্ আশ্রয়ম্ ‘ব্রহ্মবিদ্যাম্ প্রাহ’ ॥ ১ ॥

‘ব্রহ্মা অথর্কণে যাম্’ ‘প্রবদেত’ অবদং ‘অথর্কী তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্’ ‘পুরা পূৰ্বম্ ‘অঙ্গিরে’ অঙ্গির-নাম্নে মুনয়ে ‘উবাচ’ । ‘সঃ’ ‘ভারদ্বাজায়’ ভারদ্বাজ-গোত্রায় ‘সত্যবাহায়’ সত্যবাহনাম্নে ‘প্রাহ’ ; ‘ভারদ্বাজঃ’ [সত্যবাহঃ]

১ । বিশ্বের কৰ্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্কাকে সৰ্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন ।

২ । ব্রহ্মা অথর্কাকে যাহা বলিয়াছিলেন, অথর্কী পূৰ্বকালে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরকে বলিয়াছিলেন । তিনি ভারদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহকে

স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ

ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবহুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ ।

কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥৩॥

তস্মৈ স হোবাচ । হে বিত্তে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্
ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা

‘পরাবরাম্’ পরস্মাৎ পরস্মাৎ অধ্বরেণ প্রাপ্তা ইতি পরাবরা, তাম্ পরাবরাম্ ;
পরাবর-সৰ্ববিজ্ঞা-বিষয়-ব্যাপ্তাং বা । ‘[ব্রহ্মবিজ্ঞাম্] অঙ্গিরসে [উবাচ]’ ॥২॥

‘মহাশালঃ’ মহাগৃহস্থঃ ‘শৌনকঃ অঙ্গিরসম্’ ‘বিধিবৎ’ যথাশাস্ত্রম্
‘উপসন্নঃ’ উপগতঃ সন্ ‘পপ্রচ্ছ’,—‘ভগবঃ’, হে ভগবন্, ‘কস্মিন্’ হু বিজ্ঞাতে
ইদং সৰ্বং বিজ্ঞাতম্ ভবতি ? ইতি ॥ ৩ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ । হে বিত্তে বেদিতব্যো’ ‘ইতি’ ইদং ‘হ স্ম’ কিল
‘ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি, যং পরা চ এব অপরা চ’ ॥ ৪ ॥

‘তত্র’ তয়োঃ পরাপরয়োঃ বিজ্ঞয়োঃ মধ্যে ‘ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ,

বলিয়াছিলেন ; ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ হইতে অশ্রেষ্ঠকর্তৃক
প্রাপ্ত অথবা শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সমুদায় বিজ্ঞার বিষয়ে ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মবিজ্ঞা
অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন ।

৩ । মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা হয়” ?

৪ । তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—“ব্রহ্মবিদেরা বলেন, দুই বিদ্যা
জ্ঞাতব্য, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা ।

৫ । ইহাদ্বয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, শিক্ষা অর্থাৎ

কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি তথ পরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

যন্তদদ্রেশুমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং
নিত্যম্। বিভূং সৰ্ব্বগতং স্মৃশ্বক্ষং তদবায়ং যন্তুতযোনিং
পরিপশ্বন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

যথোৰ্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ

যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।

সামবেদঃ, অথৰ্ববেদঃ, 'শিক্ষা' উচ্চারণাদি-বোধকং বেদাঙ্গম্, 'কল্পঃ'
বৈদিকক্রিয়াকলাপবোধকং বেদাঙ্গম্, 'ব্যাকরণং,' 'নিরুক্তম্' বেদব্যাখ্যা-
প্রকারবোধকং বেদাঙ্গম্, 'ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতি অপরা [বিদ্যা]'। 'অথ'
পক্ষান্তবে 'যয়া তং অক্ষরম্' 'অধিগম্যতে' জ্ঞায়তে, [সা এব] 'পরা
[বিদ্যা]' ॥ ৫ ॥

'যং তং' 'অদ্রেশুম্' অদৃশুম্, 'অগ্রাহং,' কশ্মেন্দ্রিয়াবিষয়ম্, 'অগোত্রম্'
অমূলং, কারণান্তর-নিরপেক্ষম্ 'অবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রম্, তং অপাণিপাদং,
নিত্যং,' 'বিভূং' সৰ্ব্বব্যাপিনং, 'সৰ্ব্বগতং, স্মৃশ্বক্ষং, তং অবায়ং, তং ভূত-
যোনিং ধীরাঃ পরিপশ্বন্তি' ॥ ৬ ॥

'যথা উৰ্ণনাভিঃ' [স্বশরীরাত্তন্ত্ৰং] সৃজতে' সৃজতি, বহিঃ প্রসারয়তি
উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ, কল্প অর্থাৎ বৈদিকক্রিয়াকলাপবোধক বেদাঙ্গ,
ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ, ছন্দঃ ও
জ্যোতিষ, ইহারা অপরা বিদ্যা; পক্ষান্তবে যদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে
জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

৬। যিনি অদৃশ, অগ্রাহ অর্থাৎ কশ্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অগোত্র অর্থাৎ
অমূল, কারণান্তর-নিরপেক্ষ, অবর্ণ, অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র; সেই হস্তপদ-
রহিত, নিত্য, সৰ্ব্বব্যাপী, সৰ্ব্বগত, স্মৃশ্বক্ষ ও অবায় ভূতযোনিকে
জ্ঞানিগণ দর্শন করেন।

যথা সতঃ পুরুষাং কেশলোমানি

তথাহক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥

তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে ।

অন্নাং প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মশ্চ চামৃতম্ ॥ ৮ ॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ ।

[পুনঃ তান্ এব] ‘গৃহুতে’ গৃহ্নাতি, [চ] ‘যথা পৃথিব্যাম্ ওষধিঃ সম্ভবন্তি, .
‘যথা’ ‘সতঃ’ জীবতঃ ‘পুরুষাং কেশলোমানি [জায়ন্তে] তথা’ ‘ইহ’
সংসারমণ্ডলে ‘অক্ষরাং’ ‘বিশ্বঃ’ সমস্তং জগৎ ‘সম্ভবতি’ ॥ ৭ ॥

‘তপসা’ জ্ঞানেন, উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ‘ব্রহ্ম’ ‘চীয়েতে’ প্রবুদ্ধঃ ভবতি,
—ইদং জগৎ উৎপাদয়িষ্যৎ, ‘ততঃ’ উপচিহ্নিতং ব্রহ্মণঃ ‘অন্নং’ জগদুৎ-
পত্তিবীজম্ ‘অভিজায়তে’ উৎপদ্যতে । ‘অন্নাং’ ‘প্রাণঃ’ হিরণ্যগৰ্ভঃ ‘মনঃ’
‘সত্যম্’ আকাশাদি ভূতপঞ্চকম্, ‘লোকাঃ’ ভূবাদয়ঃ, [তথা] ‘কৰ্ম্মশ্চ’
কৰ্ম্মজম্ ‘চামৃতম্’ অবিনশ্বরং ফলম্ [অভিজায়তে] ॥ ৮ ॥

‘যঃ’ ‘সৰ্ব্বজ্ঞঃ’ সামাংগ্ৰেন সৰ্ব্বং জানাতি ইতি, ‘সৰ্ব্ববিদ্’ বিশেষেণ সৰ্ব্বং

৭। যেমন উর্ণনাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং
পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ
হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি এখানে অর্থাৎ সংসার-মণ্ডলে অক্ষর
পুরুষ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয় ।

৮। তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিধিজ্ঞতা দ্বারা ব্রহ্ম প্রবুদ্ধ হইলেন
অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহা হইতে অর্থাৎ
উপচিহ্নিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জগদুৎপত্তির বীজ জন্মিল । অন্ন হইতে
প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগৰ্ভ, মন, সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত, ভূবাদি
লোকসমূহ এবং কৰ্ম্মজ অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল ।

৯। যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণতঃ সমুদায় জ্ঞানেন, সৰ্ব্ববিদ্ অর্থাৎ

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমল্লৰ্ধ জায়তে ॥ ৯ ॥

বেত্তি ইতি, 'যস্মৈ তপঃ জ্ঞানময়ং তস্মাৎ' 'এতৎ ব্রহ্ম' হিরণ্যগৰ্ভঃ নাম, 'রূপম্, অল্পং চ জায়তে' ॥ ৯ ॥

বিশেষরূপে সমুদায় জানেন, যাহার তপ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই [হিরণ্যগৰ্ভাখ্য] ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অল্প জন্মিয়াছে ।

ইতি প্রথমমুগ্ধকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

প্রথম-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্,—

মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যাত্নাপশ্যৎ—

স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি ।

তাত্মাচরথ নিয়তং সত্যকামা

এষ বঃ পস্থাঃ স্মৃকৃতশ্চ লোকে ॥ ১ ॥

যদা লেলায়তে হার্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ।

তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছৃদ্ধয়া হতম্ ॥ ২ ॥

‘তং এতং সত্যম্’ ; ‘মন্ত্ৰেষু’ বেদমন্ত্ৰেষু ‘কবয়ঃ’ মেধাবিনঃ ‘যানি কৰ্ম্মাণি’ ‘অপশ্যন্’ দৃষ্টবন্তঃ, ‘তানি’ ‘ত্রেতায়াং [যুগে] অথবা হোতা অধ্বর্যুঃ উদ্গাতা চ, এতৎ-ত্রিবিধ-ঋত্বিজাং কার্য্যস্থানে—যজ্ঞে ইত্যর্থঃ ‘বহুধা’ ‘সন্ততানি’ বিস্তৃতানি ; [যুগং] ‘সত্যকামাঃ’ [সন্তঃ] ‘নিয়তং তানি’ ‘আচরথ’ আচরত, কুরুত । ‘স্মৃকৃতশ্চ’ স্বয়ং কৃতশ্চ কৰ্ম্মণঃ ‘লোকে’ ফলপ্রাপ্তৌ ‘এষঃ’ ‘বঃ’ যুগ্মাকম্ ‘পস্থাঃ’ ॥ ১ ॥

‘সমিদ্ধে’ সম্যক্ ইদ্ধে, প্রজ্জলিতে ‘হব্যবাহনে’ অগ্নৌ [সতি] ‘যদা’ ‘অর্চিঃ’ অগ্নিশিখা ‘লেলায়তে’ চলতি, ‘তদা’ ‘আজ্যভাগৌ’ আজ্যভাগয়োঃ

১। ইহা সত্য,—বেদমন্ত্ৰে জ্ঞানিগণ যে সকল কৰ্ম্ম দেখিয়াছিলেন, সে সকল ত্রেতাতে অর্থাৎ ত্রেতায়ুগে, অথবা হোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতা, এই ত্রিবিধ ঋত্বিক্গণের কার্য্যস্থান যজ্ঞে, নানাপ্রকারে বিস্তৃত অর্থাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই সমস্ত আচরণ কর, ইহাই তোমাদের নিজ কৃত কৰ্ম্মের ফল প্রাপ্তির পথ ।

২। অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে যখন অগ্নিশিখা কম্পিত হইতে থাকে,

যস্মাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-

মচাতুর্মাশ্চমনাগ্রয়ণমতিথিবজ্জিতঞ্চ ।

অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-

মাসপ্তমাংস্তস্ম লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ

সুলোহিতা যা চ সূশ্রুবর্ণা ।

যাগসাধন-ঘৃতাতে: ভাগয়ো: ‘অন্তরেণ’ মধ্যে ‘শ্রদ্ধয়া হুতম্’ শ্রদ্ধয়া
অপিতেন উপহাররূপেণ ‘আহুতী:’ ‘প্রতিপাদয়েৎ’ প্রক্ষিপেৎ । এষ:
এব স্কৃততস্য ফলপ্রাপ্তৌ পত্না: ইতি সম্বন্ধ: ‘পূর্বল্লোকেন ॥ ২ ॥

‘যস্ম’ অগ্নিহোত্রং’ তদাখ্য: যাগ: ‘অদর্শং’ দর্শাখেন অমাবস্তাযোগেন
বজ্জিতম্, ‘অপৌর্ণমাসং’ পৌর্ণমাসকর্ম্মবজ্জিতম্, ‘অচাতুর্মাশ্চ’ চাতুর্মাস্য-
কর্ম্মবজ্জিতম্, ‘অনাগ্রয়ণং’ শরদাদিযু নূতনান্নেন কটব্যম্ আগ্রয়ণম্,
তদ্বজ্জিতম্, ‘অতিথি-বজ্জিতম্’ অক্রিয়মাণাতিথিপূজনম্’ ‘অহুতম্’
অকালে অহুষ্ঠিতম্, ‘অবৈশ্বদেবম্’ বৈশ্বদেবকর্ম্মবজ্জিতম্, [তথা] ‘অবিধিনা
হুতম্’ অযথাশাস্ত্রম্ অহুষ্ঠিতম্ ‘তস্য’ ‘অসপ্তমান্’ সপ্তমপধ্যস্তান্ লোকান্
[ইদম্ অসম্যক্ অহুষ্ঠিতম্ অগ্নিহোত্রম্] ‘হিনস্তি’ নাশয়তি ॥ ৩ ॥

তখন যাগসাধন ঘৃতাতির দুই অংশের মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত
উপহারস্বরূপ আহুতিসমূহ প্রদান করিবে । [এরূপ যাগসাধনই কর্ম্মফল
প্রাপ্তির পথ,—পূর্বল্লোকের সহিত এই সম্বন্ধ] ।

৩ । যাহার অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ, দর্শযাগ (অমাবস্তাতে কর্তব্য কর্ম্ম)
পৌর্ণমাস যাগ, চাতুর্মাশ্চ কর্ম্ম-বজ্জিত, শরদাদি ঋতুতে নবায় দ্বারা
কর্তব্য আগ্রয়ণ যাগ, এবং অতিথি-বজ্জিত হয়, অথবা অকালে অহুষ্ঠিত
হয়, বৈশ্বদেব অহুষ্ঠান-বজ্জিত হয়, কিংবা অবিধিপূর্বক অহুষ্ঠিত হয়,
এরূপ অসম্যক্ অহুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র তাহার সপ্তলোক বিনাশ করে ।

ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজ্যমানেষু

যথাকালং চাহতয়ো হাদদায়ন্ ।

তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যশ্চ রশ্ময়ো

যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

এহেহীতি তমাহতয়ঃ সুবর্চসঃ

সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি ।

‘কালী, করালী চ,’ ‘মনোজবা’ মনোবৎ বেগবতী ‘চ, স্থলোহিতা, যা চ স্খুদ্রবর্ণা, ফুলিঙ্গিনী,’ ‘দেবী’ দীপ্তিশালিনী ‘বিশ্বরুচী’ সর্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী [ইতি অগ্নেঃ] ‘লেলায়মানাঃ’ ইত্যন্ততঃ বিচালায়মানাঃ ‘সপ্ত জিহ্বাঃ’ ॥ ৪ ॥

‘যঃ এতেষু [অগ্নিজিহ্বাভেদেষু]’ ‘ভ্রাজ্যমানেষু’ দীপ্যমানেষু সংস্থ ‘যথাকালং চ’ ‘চরতি’ অগ্নিহোত্রাদীন্ করোতি, ‘তন্ এতাঃ’ [আহতয়ঃ] সূর্য্যশ্চ রশ্ময়ঃ [ভূত্বা]’ সূর্য্যরশ্মিদ্বাবৈঃ ইত্যর্থঃ ‘আদদায়ন্’ আদদানাঃ [তত্র] ‘নয়ন্তি, যত্র দেবানাম্ একঃ পতিঃ’ ‘অধিবাসঃ’ অধি সর্বোপরি বসতি ইতি ॥ ৫ ॥

৪। কালী, করালী, মনোজবা [মনের গ্রায় বেগবতী], স্থলোহিতা, স্খুদ্রবর্ণা, ফুলিঙ্গিনী, এবং দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী অর্থাৎ সর্বসৌন্দর্য্য-শালিনী, অগ্নির এই ইত্যন্ততঃ বিচালায়মান সপ্ত জিহ্বা ।

৫। এই সকল অগ্নিশিখা দীপ্যমান হইলে এবং যথাকালে যে অগ্নিহোত্রাদির অহুষ্ঠান করে, এই আহুতি সকল সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যায় যে স্থানে দেবতাদিগের একমাত্র রাজা সর্বোপরি বাস করেন ।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যাহর্চয়ন্ত্য

এষ বঃ পুণ্যঃ স্মৃকতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম্ম ॥

এতচ্ছেয়ো স্বেভিনন্দন্তি মৃঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্ভ্যমানাঃ ।

‘স্ববর্চসঃ’ দীপ্তিমত্যাঃ ‘আহতয়ঃ’ তং যজমানং ‘এষঃ’ ‘বঃ’ ‘স্মৃকতঃ’ পুণ্যকৰ্ম্মলকঃ ‘পুণ্যঃ’ পবিত্রঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ’, এহি এহি ‘ইতি’ ইমাং ‘প্রিয়াম্’ বাচম্ অভিবদন্ত্যাঃ [তথা] অর্চয়ন্ত্যাঃ সূর্য্যশ্চ রশ্মিভিঃ বহন্তি’ ॥ ৬ ॥

‘এতে হি’ ‘অষ্টাদশ’ ষোড়শ ঋষিভিঃ, যজমানঃ, তৎপত্নী চ ইতি অষ্টাদশ, এতদাশ্রয়াঃ ‘যজ্ঞরূপাঃ’ ‘প্লবাঃ’ ভেলাঃ ‘অদৃঢ়াঃ, যেষু’ ‘অবরম্’ অশ্রেষ্ঠং ‘কৰ্ম্ম’ [শাস্ত্রোক্তম্]। ‘যে মৃঢ়াঃ এতং শ্রেয়ঃ ইতি’ ‘অভিনন্দন্তি’ প্রশংসন্তি, ‘তে পুনঃ এব জরামৃত্যুং’ ‘যন্তি’ গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

৬। দীপ্তিমতী আহতি সকল সেই যজমানকে “এসো এসো, এই তোমাদের পুণ্যকৰ্ম্ম-লক পবিত্র ব্রহ্মলোক”, এই সকল প্রীতিকর বাক্য বলিয়া এবং অর্চনা করিয়া সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া লইয়া যায়।

৭। এই অষ্টাদশাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ. যাহাতে শাস্ত্রকর্ত্ত্বক অশ্রেষ্ঠ কৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্থ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

জজ্ঞম্ণমানাঃ পরিয়ন্তি মৃঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াম্ বহুধা বর্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তি বালাঃ ।

যং কশ্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাং

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

‘অবিদ্যায়াম্’ ‘অন্তরে’ মধ্যে ‘বর্তমানাঃ’, [অপিচ] ‘স্বয়ংদীরাঃ’ বয়ম্ এব
দীরাঃ ইতি [আত্মানম্] ‘পণ্ডিতম্’ মন্তমানাঃ মৃঢ়াঃ ‘জজ্ঞম্ণমানাঃ’ জরা-
রোগাদ্যনেকানর্থসমূহৈঃ ভ্রংশং হন্তমানাঃ, পীড়্যমানাঃ, ‘পরিয়ন্তি’ বিপ্র-
মন্তি ‘যথা অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অক্ষাঃ’ [পরিয়ন্তি] ॥ ৮ ॥

‘অবিদ্যায়াম্ বহুধা বর্তমানাঃ’ ‘বালাঃ’ অজ্ঞানিনঃ ‘বয়ং কৃতার্থাঃ’ ইতি
‘অভিমন্তে’ অভিমানং কুর্বন্তি । ‘যং’ যস্মাং ‘কশ্মিণঃ’ ‘বাগাং’ কর্মফলা-
সক্তিবশাং ‘ন প্রবেদয়ন্তি’ ব্রহ্মতত্ত্বং ন বিজানন্তি, ‘তেন’ [কারণেন]
‘ক্ষীণলোকাঃ’ ক্ষীণকর্মফলাঃ [তে] ‘আতুরাঃ’ দুঃখার্থাঃ [সন্তুঃ স্বর্গলোকাং]
‘চ্যবন্তে’ পতন্তি ॥ ৯ ॥

৮। যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও
পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মৃঢ় ব্যক্তির জরা রোগাদি অনর্থ
সমূহ দ্বারা অতিশয় পীড়্যমান হইয়া অন্ধ-কর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায়
পরিভ্রমণ করে ।

৯। নানা প্রকারে অজ্ঞানতায় অবস্থিত থাকিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতা-
প্রসূত নানা প্রকার কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকিয়া অজ্ঞানীরা ‘আমরা কৃতার্থ’
এরূপ অভিমান করে । যে হেতু কর্মীরা কর্মফলে আসক্তি বশতঃ
ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বিশেষ জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহাদের কর্মফল ক্ষয়
হইলে তাহারা দুঃখার্ন্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পতিত হয় ।

ইষ্টাপূৰ্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং

নাগ্ৰছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে স্মৃতেহহুভূত্বে-

মং লোকং হীনতরং বাবিশস্তি ॥ ১০ ॥

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে

শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচৰ্য্যাং চরন্তঃ ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি

যত্রামৃতং স পুরুষোহব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

‘ইষ্টাপূৰ্ত্তম্’ ইষ্টং যাগাদি কৰ্ম্ম, পূৰ্ত্তং বাপীকূপখননাদি কৰ্ম্ম, ‘বরিষ্ঠং’ প্রধানম্ ‘মন্যমানাঃ’ প্রমূঢ়াঃ অগ্ৰং শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তে’। ‘তে’ ‘স্মৃতে’ পুণ্যকৰ্ম্মলব্ধে ‘নাকস্য’ স্বৰ্গস্ত ‘পৃষ্ঠে’ উপরি স্থানে [কৰ্ম্মফলম্] ‘অহুভূত্বে’ অহুভূয় [পুনঃ] ‘ইমং লোকম্’ [অস্মাং] ‘হীনতরং বা’ [লোকম্] ‘আবিশস্তি’ প্রবিশস্তি ॥ ১০ ॥

‘যে হি শান্তাঃ বিদ্বাংসঃ ভৈক্ষচৰ্য্যাং চরন্তঃ অবণ্যে [বৰ্ত্তমানাঃ] তপঃ শ্রদ্ধাং’ [চ] ‘উপবসন্তি’ সেবন্তে, সাধয়ন্তি, ‘তে’ ‘বিরজাঃ’ বিরজসঃ, বিগতং বজঃ বেষাম্,—বাসনাশূন্যাঃ ইত্যর্থঃ [সন্তঃ] ‘সূর্য্যদ্বারেণ’ [তত্র] ‘প্রয়াস্তি’ গচ্ছন্তি ‘যত্র সঃ’ ‘অমৃতঃ’ অবিনাশী ‘অব্যয়াত্মা পুরুষঃ’ [অস্তি] ॥ ১১ ॥

১০। অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি কৰ্ম্ম ও পূৰ্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কূপখননাদি কৰ্ম্মকে প্রধান মনে করে এবং অগ্ৰ শ্রেয়ঃ জানে না। তাহাবা নিজ পুণ্যকৰ্ম্ম-লব্ধ স্বৰ্গের উপরি স্থানে কৰ্ম্মফল অহুভব করিয়া পুনরায় এই লোক কিংবা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

১১। যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূৰ্ব্বক অরণ্যে থাকিয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাহারা বিরজ অর্থাৎ বাসনাশূন্য

পরীক্ষ্য লোকান্ কক্ষ্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো
 নির্বেদমায়াগ্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন !
 তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
 সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১০ ॥
 তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সমাক্
 প্রশান্তচিত্তায় শমাদিত্যৈ ।
 যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
 প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

‘কক্ষ্মচিহ্নান্’ কক্ষ্মলকান্ ‘লোকান্’ পরীক্ষ্য ব্রাহ্মণঃ ‘নির্বেদং’ বৈবাগ্যাম
 ‘আয়াং’ কুয়াং ; ‘কৃতেন’ কক্ষ্মণা ‘অকৃতঃ’ নিত্যঃ পদার্থঃ ‘নাস্তি’ ন লভাঃ
 ইত্যর্থঃ । ‘তদ্বিজ্ঞানার্থং সঃ’ ‘সমিৎপাণিঃ’ সমিধ্, হোমাগ্নিজ্বালনার্থঃ
 কাষ্ঠম্,—তদগৃহীতহস্তঃ সন্ ‘শ্রোত্রিয়ং’ বেদজ্ঞঃ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠং’ গুরুম্ এব
 ‘অভিগচ্ছেৎ’ তৎসমীপং গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

‘সঃ’ বিদ্বান্ তস্মৈ সমাক্ প্রশান্তচিত্তায় শমাদিত্যৈ ‘উপসন্নায়’
 উপগতায়, সমীপং গতায় পুরুষায় ‘যেন’ অক্ষরং সত্যং পুরুষং ‘বেদ’
 বিজ্ঞানান্তি ‘তাম্’ ব্রহ্মবিদ্যাম্ ‘তত্ত্বতঃ’ যথাবৎ ‘প্রোবাচ’ ॥ ১৩ ॥

ইয়া স্বর্ঘ্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে যান যে স্থানে সেই অবিনাশী অব্যয়ায়
 পুরুষ আছেন ।

১২ । কক্ষ্মলক লোকসকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈবাগ্য অবলম্বন
 করিবেন ; কক্ষ্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না । তাহা জানিবান
 জ্ঞানী তিনি সমিধ্ অর্থাৎ হোমাগ্নি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও
 ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবেন ।

১৩ । সেই বিদ্বান্ সমাক্রুপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণাধিত, তদীয়
 সমীপগত ব্যক্তিকে যদ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই
 ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়: খণ্ড: ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্ ।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

-:~:-

তদেতৎ সত্যম্—

যথা সূদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্কুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরুপাঃ ।

তথাক্ষরাং বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

দিব্যো হুমূৰ্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদঃ ।

অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হাক্ষরাং পরতঃ পরঃ ॥২॥

‘তৎ এতৎ সত্যং,—যথা সূদীপ্তাং পাবকাং’ ‘সরুপাঃ’ অগ্নিসলক্ষণা.
‘বিস্কুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ’ ‘প্রভবন্তে’ প্রভবন্তি, নির্গচ্ছন্তি, ‘তথা [হে] সোম্য,
অক্ষরাং পুরুষাং বিবিধাঃ’ ‘ভাবাঃ’ জীবাঃ ‘প্রজায়ন্তে, তত্র চ এব অপি’
‘যন্তি’ অনুলীয়ন্তে, প্রতিগচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

‘সঃ দিবাঃ পুরুষঃ হি অমূৰ্ত্তঃ’ ‘বাহ্যভ্যন্তরঃ’ ‘বাহ্যভ্যন্তরেণ বর্ততে
ইতি, ‘হি’ ‘অজঃ’ জন্মরহিতঃ ‘অপ্রাণঃ’ প্রাণাঃ প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ
যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ‘হি’ ‘অমনাঃ’ ইন্দ্রিয়প্রধানং মনঃ যস্মিন্ ন বিদ্যতে,
‘শুভ্রঃ’ শুদ্ধঃ ; ‘হি’ ‘পরতঃ অক্ষরাং’ হিরণ্যগৰ্ভাং ‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

১। ইহা সত্য,—যেমন প্রজলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ-বিশিষ্ট সহস্র
সহস্র স্কুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সোম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ,
জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয় ।

২। সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যভ্যন্তরবর্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ
অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বজ্জিত, ইন্দ্রিয়-প্রধান মন-বিবজ্জিত, শুদ্ধ
এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ হিরণ্যগৰ্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

অগ্নিশূদ্ধী চক্ষুর্ঘো চন্দ্রসূর্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাগব্রহ্মাশ্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং

পৃথিবী হ্যেব সৰ্ব্বভূতান্তরাশ্চ ॥ ৪ ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ

সোমাং পর্জন্ত্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।

পুমান্ রেতঃ সিক্তি যোষিতায়াং

বহুবীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

‘এতস্মাং [পুরুষাং] প্রাণঃ মনঃ সৰ্ব্বে-ইন্দ্রিয়ানি চ খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ
আপঃ’ [তথা] ‘বিশ্বস্ত’ সৰ্ব্বস্ত ‘ধারিণী পৃথিবী জায়তে’ ॥ ৩ ॥

‘অগ্নিঃ’ দ্যালোকঃ [অস্ত পুরুষস্ত] ‘শূদ্ধী’ শিরঃ, ‘চন্দ্র-সূর্যো’ চক্ষুর্ঘো,
দিশঃ শ্রোত্রে, ‘ব্রহ্মাঃ’ উদ্যাটিতাঃ, প্রসিক্তাঃ ‘বেদাঃ চ বাক্, বায়ুঃ প্রাণঃ,
হৃদয়ং বিশ্বম্, অস্ত পদ্ভ্যাম্ পৃথিবী [জাতা], হি এষঃ সৰ্ব্বভূত-
অন্তরাশ্চ’ ॥ ৪ ॥

‘তস্মাং’ ‘অগ্নিঃ’ দ্যালোকঃ [জাতঃ] ‘সূর্য্যঃ যস্য’ [দ্যালোকস্ত]

৩। এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু
আলোক, জল এবং সমুদায়ের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। অগ্নি অর্থাৎ দ্যালোক ইঁহার মন্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক-
সকল কর্ণদ্বয়, উদ্যাটিত বা প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয়
বিশ্ব, ইঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি সমুদায়
প্রাণীর অন্তরাশ্চ।

৫। সূর্য্য যুঁহার প্রকাশক, সেই দ্যালোক তাঁহা হইতে উৎপন্ন

তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা

যজ্ঞাশ্চ সৰ্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।

সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ

সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ

সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি ।

‘সমিধঃ’ সমিৎ, প্রকাশকঃ, ‘সোমাৎ’ সোমরসাৎ ‘পৰ্জ্জন্মঃ’ বৃষ্টিঃ [সম্ভবতি] ‘পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ’ [উদ্ভবন্তি] ‘পুমান্’ ‘যোষিতায়াং’ যোষিতি, স্ত্রিয়াং, ‘রতঃ’ বীৰ্য্যাম্ ‘সিদ্ধতি’ [এবং ক্রমেণ] ‘পুরুষাং’ ‘বহ্নীঃ’ বহ্ন্যাঃ ‘প্রজাঃ’ জীবৈঃ ‘সম্প্রসূতাঃ’ সমুৎপন্নাঃ ॥ ৫ ॥

‘তস্মাৎ ঋচঃ, সামানি, যজুংষি, দীক্ষাঃ, সৰ্বে যজ্ঞাঃ চ,’ ক্রতবঃ’ যুপবিশিষ্টাঃ যজ্ঞাঃ । যুপম্ পশুবন্ধন-কাষ্ঠবিশেষম্ । ‘দক্ষিণাঃ চ সংবৎসরঃ চ, যজমানঃ চ,’ ‘লোকাঃ’ পৃথিব্যাদয়ঃ [উৎপন্নাঃ] ; ‘যত্র’ ‘সোমঃ’ চন্দ্রঃ ‘পবতে’ পবিত্রকিরণৈঃ পুনাতি, ‘যত্র সূর্য্যঃ’ [চ পবতে] ॥ ৬ ॥

‘তস্মাৎ চ দেবাঃ’ ‘বহুধা’ বহুৰূপাদিভেদেন ‘সম্প্রসূতাঃ’ ‘সাধ্যাঃ’ দেব-বিশেষাঃ ‘মনুষ্যাঃ, পশবঃ’ ‘বয়াংসি’ পক্ষিণঃ [চ সম্প্রসূতাঃ] । ‘প্রাণাপাণৌ’ হইয়াছে । সোম রস হইতে বৃষ্টি জন্মে, পৃথিবীতে ওষধিসমৃদ্ধ উৎপন্ন হয় । পুরুষ জ্ঞীতে বীৰ্য্যপাত করে, এই রূপে পুরুষ হইতে বহু প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে ।

৬ । তাঁহা হইতে ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সৰ্ব প্রকার যজ্ঞ, ক্রতু (যে যজ্ঞে যুপ অর্থাৎ পশুবন্ধন-কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়), দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান এবং যেখানে সূর্য্য ও চন্দ্র পুণ্যকিরণ দ্বারা পবিত্র করেন, সেই পৃথিব্যাदि লোক সকল উৎপন্ন হইয়াছে ।

৭ । তাঁহা হইতেই [বহু-রূপাদি] নানা প্রকার, দেবতা, সাধ্য

প্রাণাপাণৌ ত্রীহিববৌ তপশ্চ

শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিঃ ॥ ৭ ॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ

সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি

প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বৈ-

হস্মাৎ শ্রুন্দন্তে সিদ্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ ।

প্রাণঃ উর্দ্ধগামী বায়ুঃ, অপানঃ অধোগামী বায়ুঃ, ‘ত্রীহিববৌ’ ত্রীহিঃ ধাতুঃ
ববঃ চ, ‘তপঃ চ, শ্রদ্ধা, সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং, বিধিঃ চ’ [সম্প্রসৃতঃ] ॥ ৭ ॥

‘সপ্ত’ ‘প্রাণাঃ’ ইন্দ্রিয়ানি ‘তস্মাৎ’ ‘প্রভবন্তি’ উদ্ভবন্তি, ‘সপ্ত’ ‘অর্চ্চিষঃ’
দীপ্তয়ঃ,—বিষয়প্রকাশরূপাঃ, ‘সপ্ত’ ‘সমিধঃ’ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ বিষয়াঃ,
‘সপ্ত’ হোমাঃ বিষয়বিজ্ঞানানি, [তথা] ‘ইমে সপ্ত লোকাঃ যেষু’ ‘গুহাশয়াঃ’
‘গুহায়াং’ শরীরে হৃদয়ে বা নিদ্রাকালে শেরতে ইতি, [প্রতিপ্রাণি ধাত্রা]
‘সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ প্রাণাঃ চরন্তি’ [এতে সর্ব্বৈ তস্মাৎ প্রভবন্তি] ॥ ৮ ॥

‘অতঃ’ অস্মাৎ ‘সমুদ্রাঃ সর্ব্বৈ গিরয়ঃ চ’ [উৎপন্নঃ] ‘অস্মাৎ সর্ব্বরূপাঃ’

(দেবতাবিশেষ), মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ অর্থাৎ উর্দ্ধগামী বায়ু, অপান
অর্থাৎ অধোগামী বায়ু, ত্রীহি অর্থাৎ ধাতু, বব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য,
ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি উৎপন্ন হইয়াছে ।

৮। সপ্ত ইন্দ্রিয়, সপ্ত দীপ্তি অর্থাৎ বিষয়-প্রকাশরূপ ইন্দ্রিয়-কার্য্য,
সপ্ত সমিধ্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, সপ্ত হোম অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান আর
এই সপ্ত লোক, যাহাতে নিদ্রাকালে হৃদয়-নিহিত এবং প্রতি প্রাণীতে
সপ্ত সপ্ত ক্রমে স্থাপিত প্রাণ সকল কার্য্য করে ।

৯। ইহা হইতে সমুদ্র এবং সমুদায় পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা

অতশ্চ সৰ্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ

যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবৈদং বিশ্বং কৰ্ম্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোহবিদ্যাগ্রস্থিং বিকিরতীহ সোমা ॥ ১০ ॥

‘সিদ্ধবঃ’ নদ্যঃ ‘সান্দন্তে’ অবন্তি। ‘অতঃ চ সৰ্ব্বাঃ ওষধয়ঃ রসঃ চ [সম্ভবতি] ‘যেন [রসেন] হি এষঃ’ ‘অন্তরাত্মা’, সূক্ষ্মশরীরম্ ‘ভূতৈঃ’ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ ভূতৈঃ সহ [পরিবেষ্টিতঃ] ‘তিষ্ঠতে’ তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

‘কৰ্ম্ম, তপঃ’, ‘পরম্’ অমৃতং ‘ব্রহ্ম’ হিরণ্যগৰ্ভঃ ‘ইদং’ বিশ্বম্ ‘সৰ্ব্বং’ পুরুষঃ এব’। হে ‘সোমা’, যঃ ‘এতৎ’ এতম্ পুরুষম্ ‘গুহায়াং’ হৃদয়ে ‘নিহিতং বেদ, সঃ ইহ [এব] অবিদ্যাগ্রস্থিং’ ‘বিকিরতি’ বিকিৰতি, নাশয়তি ॥ ১০ ॥

হইতে সৰ্ব্বপ্রকার নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহা হইতেই সমুদয় ওষধি এবং যে রসদ্বারা অন্তরাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ স্থূলভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্থিতি করিতেছে, সেই বস সম্ভূত হইয়াছে।

কৰ্ম্ম, তপ, শ্রেষ্ঠ ও অমৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগৰ্ভ, এই সমস্ত দেহ পুরুষই। হে সোমা, যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এখানে থাকিতেই নিজ অবিদ্যাগ্রস্থি বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ছিন্ন করেন।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—:~:—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরনাম

মহৎ পদমত্রেতং সমর্পিতম ।

এজৎ প্রাণগ্নিমিষচ্চ যদতজ্জানথ সদসদ্বাবেণাং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম ॥১৥

যদর্চ্চিমদ্ যদগুভোঃগু চ

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ।

[ব্রহ্ম] ‘আবিঃ’ প্রকাশনাম্, ‘সন্নিহিতম্’ প্রাণিনাম্ অন্তবস্তম্
‘গুহাচরং নাম’ গুহায়াং হৃদি, চরতি বসতি, ইতি নাম, [তথা মহৎ
পদম্’ মহৎ আশ্রয়ম্; ‘অত্র’ এতস্মিন্ ব্রহ্মণি ‘যৎ’ ‘এজৎ’ চলৎ ‘প্রাণং’
প্রাণাপানাদিমাং মনুষ্যপশাদি, [তথা] ‘নিমিষং’ নিমিষাদি-ক্রিয়াবং,
‘এতং’ [সর্গঃ] ‘সমর্পিতম্’ আশ্রিতম্ । [এতৎ ব্রহ্ম] ‘জানথ’ জানত
[যৎ] ‘সৎ-অসৎ’ স্থূল-সূক্ষ্মরূপম্, স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ কারণরূপম্ ইত্যর্থঃ,
‘বরেণ্যম্’ প্রার্থনীয়ম্, পূজনীয়ম্ বা, ‘বরিষ্ঠম্’ শ্রেষ্ঠতম্, [তথা] ‘প্রজানাং’
প্রাণিনাম্ ‘বিজ্ঞানাং’ ‘পরং’ ব্যতিরিক্তং, লৌকিকবিজ্ঞানাগোচবম্
ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

‘যৎ’ ‘অর্চ্চিমৎ’ দীপ্তিমৎ, ‘যৎ’ অগুভাঃ’ সূক্ষ্মেভাঃ [অপি] ‘অগু’ সূক্ষ্মম্

১। ব্রহ্ম প্রকাশমান, প্রাণীদিগের অন্তবস্ত, গুহাচর অর্থাৎ হৃদয়বাসী
এই নামধারী, এবং মহৎ আশ্রয়; চলনশীল, প্রাণাপান-বিশিষ্ট
মনুষ্যপশাদি এবং নিমিষ-ক্রিয়াযুক্ত জীব, এই সমস্ত ইহাতে আশ্রিত
বহিয়াছে। যিনি সৎ-অসৎ অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মরূপ, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম
উভয়বিধ রস্তুর কারণরূপ, প্রার্থনীয় বা পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ, এবং প্রাণীদিগের
(লৌকিক) জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে তোমরা জ্ঞাত হও।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তত্ত্ব বীজম্‌নঃ

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বৈদ্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং ছাপাসা নিশিতং সন্ধয়ীত ।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

‘চ’, ‘দশ্বিন্ লোকাঃ’ ‘লোকিনঃ’ লোকনিবাসিনঃ ‘চ’ ‘নিহিতাঃ’ স্থিতাঃ , ‘তৎ এতৎ অক্ষরম্ ব্রহ্ম, সঃ প্রাণঃ, তৎ’ ‘উ’ অপি ‘বাক্ মনঃ’ । ‘তৎ এতৎ সত্যং, তৎ অমৃতং, তৎ’ ‘বৈদ্যং’ মনসা তাড়য়িতব্যম্, তদ্বিন্ মনঃ সমাধানং কর্তব্যম্ ইত্যর্থঃ, হে ‘সোম্য’ [‘তৎ’] ‘বিদ্ধি’ তদ্বিন্ চেতঃ সমাধৎস্ব ইত্যর্থঃ । ২ ।

‘উপনিষদম্’ উপনিষৎস্ব বিহিতম্ ‘মহাস্ত্রং’ ধনুঃ ‘গৃহীত্বা,’ ‘উপাসা’ উপাসনয়া ‘নিশিতং শরং’ ‘সন্ধয়ীত’ সন্ধানং কুর্য্যাৎ । হে ‘সোম্য’ ‘তদ্ভাবগতেন’ তদ্বিন্ ব্রহ্মণি গতঃ ভাবঃ ভাবনা যন্ত সঃ তদ্ভাবগতঃ, তেন ‘চেতসা’ [‘ধনুঃ’] ‘আয়ম্য’ আকৃষ্য ‘লক্ষ্যং তৎ এব অক্ষরং বিদ্ধি’ ॥ ৩ ॥

২। যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, ষাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিসমূহ স্থিতি করিতেছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন । তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে মনের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে (অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃ-সমাধান করিতে হইবে), হে সোম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর ।

৩। উপনিষৎ-বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা-দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে । হে সোম্য, তাঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে ভাবনাগত চিত্ত দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ দেই ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যস্মি ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদ্বব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষম্

ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্

অগ্না বাচো বিমুক্তথামৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাডাঃ

স এষোহস্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ।

‘প্রণবঃ’ ওঁকারঃ ‘ধনুঃ’ ‘শবঃ’ হি আস্মি, ব্রহ্ম ‘তৎ’ কথিতম্ ‘লক্ষ্যম্ উচ্যতে’ । [তৎ লক্ষ্যম্] ‘অপ্রমত্তেন’ জিতেন্দ্রিয়েণ, একাগ্রচিত্তেন ‘বেদ্বব্যম্,’ ‘শরবৎ, তন্ময়ঃ ভবেৎ’ শরঃ যথা লক্ষ্যে মগ্নঃ ভবতি তথা সাধকঃ ব্রহ্মণি নিমজ্জেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

‘যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চ অস্তরীক্ষম্ সর্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ মনঃ চ’ ‘ওতম্’ দূতম্, ‘তম্ একম্ আত্মানম্ এব’ ‘জানথ’ জানীথ, ‘অগ্নাঃ বাচঃ’ ‘বিমুক্তথ’ বিমুক্তত, পরিত্যক্ত । ‘এষঃ’ ‘অমৃতশ্চ’ অমৃতভাবশ্চ, মোক্ষস্য ‘সেতুঃ’ মোক্ষ-প্রাপ্তয়ে উপায়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

‘যত্র’ হৃদয়ে ইত্যর্থঃ, ‘নাডাঃ রথনাভৌ অরাঃ ইব’ ‘সংহতাঃ’ সম্প্রবিষ্টাঃ

৪ । প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু, শর আস্মি। ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা যায়। একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, এবং শরের ন্যায় তন্ময় হইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হয়, তেমনি সাধক ব্রহ্মে মগ্ন হইবেন।

৫ । ষাঠাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণ সহ মন, দূত রহিয়াছে, সেই একমাত্র আস্মাকেই জান, অগ্নি কথা পরিত্যাগ কর ইনি অমৃতত্বের সেতু অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাং ॥ ৬ ॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্ যশ্চৈষ মহিমা ভূবি

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হোষ ব্যোম্মায়া প্রতিষ্ঠিতঃ ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনেতা

প্রতিষ্ঠিতোহ্নে হৃদয়ং সন্নিধায়

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

[তত্র] ‘অমৃতঃ’ ‘সঃ এষঃ’ আত্মা [পশ্যন্ত, শৃণ্বন্ত, মহানঃ ইতি] বহুধা ‘জায়মানঃ’ ভবন্ ‘চরতে’ চরতি, বিরাজতে । ‘ওঁ ইতি এবম্ আত্মানং’ ‘ধ্যায়থ’ ধ্যায়ত, চিন্তয়ত ; ‘তমসঃ’ অবিজ্ঞানকারিত্ব ‘পরস্তাং’ ‘পরায়’ পরপার-তরণায় ‘বঃ’ সূক্ষ্মাকং ‘স্বস্তি’ নির্বিঘ্নম্ [অস্ত] ॥ ৬ ॥

‘যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ, সৰ্ব্ববিদ্, ভূবি যন্ত এষঃ মহিমা [প্রকাশিতঃ] এষঃ আত্মা’ ‘দিব্যে’ জ্ঞানদীপ্তে ‘ব্রহ্মপুরে’ হৃদয়ে ‘ব্যোম্মি’ হৃদয়াকাশে, হৃদয়মধ্যে ইত্যর্থঃ ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ । ‘মনোময়ঃ প্রাণ-শরীর-নেতা’, [সঃ] ‘অহ্নে’ পুণ্ডরীকছিদ্রে ‘হৃদয়ং’ বুদ্ধিঃ ‘সন্নিধায়’ অবস্থাপ্য ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ ; ‘যং আনন্দরূপম্ অমৃতং বিভাতি, তং ধীরাঃ’ ‘বিজ্ঞানেন’ বিশিষ্টেন জ্ঞানেন ‘পরিপশ্যন্তি’ ॥ ৭ ॥

৬। যেখানে অর্থাৎ হৃদয়ে নাড়ীসকল রথনাভিতে অরের গায় সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে সেই আত্মা দর্শক, শ্রোতা মননকারী এরূপ বহুরূপ হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছেন । ওঁ, এই রূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে ; অবিজ্ঞা অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের স্বস্তি অর্থাৎ নির্বিঘ্ন হউক ।

৭। যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্ববিৎ, ভুলোকে বাহার এই মহিমা প্রকাশিত করিয়াছে, সেই আত্মা জ্ঞানদ্বারা দীপ্ত ব্রহ্মপুরে হৃদয়রূপ আকাশে

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিঃশিচ্ছন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তচ্ছূভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥

‘তস্মিন্’ ‘পরাবরে’ কারণাত্মনা পরং, কাৰ্য্যাত্মনা অবরং, তস্মিন্ কারণ-কাৰ্য্যাত্মকে ব্রহ্মণি ‘দৃষ্টে’ [সতি] ‘হৃদয়-গ্রন্থিঃ’ অবিদ্যাবাসনালক্ষণঃ ‘ভিদাতে’, ‘সর্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে’, ‘অস্ত’ সাধকস্ত ‘কৰ্ম্মাণি’ মোক্ষ-প্রতি-রোধকানি সকাম কৰ্ম্মাণি ‘চ ক্ষীয়ন্তে’ ॥ ৮ ॥

‘হিরণ্ময়ে’ জ্যোতিষ্ময়ে, বিজ্ঞান-প্রকাশে ‘পরে’ শ্রেষ্ঠে ‘কোষে’ আত্মনি ইত্যর্থঃ, ‘বিরজং’ অবিদ্যাাদি রজঃ মলম্, তদ্বজ্জিতম্, ‘নিষ্কলং’ কলা অংশঃ তদ্রহিতম্, অখণ্ডম্, নিরবয়বম্ ইত্যর্থঃ, ‘ব্রহ্ম’ [প্রকাশিতম্ অস্তি] । ‘তং’ ‘শূভ্রং’ শূক্লং ‘জ্যোতিষাং’ সর্বপ্রকাশাত্মনাম্ আদিত্যাদীনাম্ ‘জ্যোতিঃ’ [অপিচ] ‘তং’ [এব বস্তু] ‘যং’ আত্মবিদঃ’ আত্মজ্ঞাঃ ‘বিদুঃ’ জানন্তি ॥ ৯ ॥

প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা, তিনি অল্পে অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করেন।

৮। সেই পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কাৰ্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত বিষয়বাসনা ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং ইহার অর্থাৎ সাধকের কৰ্ম্মসমূহ (অর্থাৎ মোক্ষ-প্রতিরোধক সকাম কৰ্ম্ম সমূহ) ক্ষয় হয়।

৯। হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতিষ্ময়, জ্ঞানালোকিত শ্রেষ্ঠ আত্মারূপ কোষমধ্যে নিষ্কল, অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। তিনি শূক্ল, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মদ-বস্তুসমূহের জ্যোতিঃ। তিনি সেই বস্তু যাহাকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানেন।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাগ্নমভুভাতি সৰ্ব্বং

তস্মা ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতঃশ্চোত্তরেণ ।

অধঃশ্চোৰ্দ্ধকং প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

‘তত্র’ ব্রহ্মণি ‘সূর্য্যঃ ন ভাতি’ তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ, ‘চন্দ্র-
তারকং’ [ন ভাতি], ‘ইমাঃ বিদ্যাতো ন ভাস্তি’, ‘অয়ম্ অগ্নিঃ কুত ?’ কথং
অগ্নিঃ তৎ প্রকাশয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ । ‘তম্’ ‘ভাস্তম্’ দীপ্যমানম্ ‘এব সৰ্ব্বং’
[সূর্য্যাদিকম্] ‘অভুভাতি’ অভুদীপ্যতে, ‘তস্মা’ ব্রহ্মণঃ ‘ভাসা’ দীপ্ত্যা ‘সৰ্ব্বম্
ইদং’ ‘বিভাতি’ দীপ্যতে ॥ ১০ ॥

‘ইদম্ অমৃতম্ ব্রহ্ম এব’ ‘পুরস্তাৎ’ অগ্রে, ‘ব্রহ্ম পশ্চাৎ, ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ
উত্তরেণ চ’ । [তৎ] ‘অধঃ চ উৰ্দ্ধকং চ’ ‘প্রসৃতম্’ প্রগতম্’ বিস্তৃতম্, ‘ইদং’
‘বরিষ্ঠং’ বরতমং, শ্রেষ্ঠম্ ‘ব্রহ্ম এব ইদং’ ‘বিশ্বং’ সমস্তম্ ॥ ১১ ॥

১০ । সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ
করিতে পারে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাসমূহ প্রকাশ
পায় না, এই অগ্নি কোথায় ? অর্থাৎ এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ
করিবে ? সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অভূপ্রকাশিত, তাঁহারই
দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে ।

১১ । এই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে
এবং উত্তরে । তিনি অধঃ এবং উৰ্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন । এই
শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ।

তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

— — : * : — —

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োৱগ্ৰঃ পিপ্পলং স্বাদ্বন্তানশ্লগ্নগ্ৰোহভিচাকশীতি ॥ ১ ॥*

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-

হনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-

মশ্চ মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥

‘দ্বা’ দ্বৌ ‘সমুজা’ সমুজৌ, সৰ্বদা সহযুক্তৌ, ‘সখায়া’ সখায়ৌ ‘সুপর্ণা’ সুপর্ণৌ, ‘সুন্দরৌ পর্ণৌ পক্ষৌ যয়োঃ তৌ,—পক্ষিণৌ ইত্যর্থঃ, ‘সমানম্’ একং ‘বৃক্ষং’ শরীরম্ ইত্যর্থঃ, ‘পরিষস্বজাতে’ পরিস্বক্ৰবন্তৌ, আশ্রিতবন্তৌ। ‘তয়োঃ’ ‘অগ্ৰঃ’ একঃ, জীবঃ ইত্যর্থঃ, ‘স্বাদু’ মিষ্টম্ ‘পিপ্পলম্’ ফলম্ ‘অন্তি’ ভক্ষয়তি, উপভুঙ্ক্তে, ‘অগ্ৰঃ’ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ ‘অনশ্লগ্ন’ অভুঞ্জানঃ [কেবলম্] ‘অভিচাকশীতি’ পশ্যতি ॥ ১ ॥

‘পুরুষঃ’ জীবঃ ‘সমানে’ একস্মিন্ এব ‘বৃক্ষে’ ‘নিমগ্নঃ’ দেহম্ আত্মানং মন্থানঃ, ‘অনীশয়া’ শক্তিহীনতয়া, দীনভাবেন, ‘মুহমানঃ’ শোচতি’ । [পবন্তু সঃ] ‘যদা’ [সাধকৈঃ] ‘জুষ্টং’ সেবিতম্ ‘অগ্ৰং’ দেহাদেঃ বিলক্ষণঃ ‘ঈশং’ [কিঞ্চ] আত্মানং চ বিশ্বং চ ‘অসা’ ‘মহিমানম্’ বিভূতিম্ ‘ইতি’ পশ্যতি [তদা সঃ] ‘বীতশোকঃ’ বিগতদুঃখঃ [ভবতি] ॥ ২ ॥

১। দুই পরস্পর-সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর এক জন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

২। পুরুষ অর্থাৎ জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া শক্তিহীনতা বা দীনতাবশতঃ মুহমান হইয়া শোকগ্রস্ত

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং
 কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্
 তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয়
 নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥
 প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
 বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।
 আত্মক্ৰীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
 নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

‘যদা’ ‘পশ্যঃ’ পশ্যতি ইতি, দ্রষ্টা, সাধকঃ ইত্যর্থঃ, ‘রুদ্রবর্ণং’ স্বর্ণবর্ণং, জ্যোতির্শ্রয়ম্ ইত্যর্থঃ, ‘কর্তারম্ ঈশম্’ ব্রহ্মযোনিম্’ অপর-ব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভস্ত উদ্ভবম্ ‘পুরুষম্’ ‘পশ্যতে’ পশ্যতি, ‘তদা বিদ্বান্’ পুণ্যপাপে’ বন্ধনভূতে সকামকর্ষণী ‘বিধুয়’ দধ্ণা, নিরশ্র, ‘নিরঞ্জনঃ’ নির্মলঃ সন্ ‘পরমং’ ‘সাম্যং’ সমতাম্ ‘উপৈতি’ লভতে ॥ ৩ ॥

‘য.’ ‘সর্বভূতৈঃ’ সর্বভূতাত্মতয়া ‘বিভাতি, এষঃ হি প্রাণঃ’ [তম্] ‘বিদ্বান্ বিজ্ঞানন্’ ‘অতিবাদী’ পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলম্ অশ্র ইতি, ন ভবতে’ ন ভবতি । [সঃ ব্রহ্মজ্ঞঃ] ‘আত্মক্ৰীড়ঃ’ পরমাত্মনি এব ক্রীড়নং যশ্র

হয় । কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অশ্র অর্থাৎ দেহাদি হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে এবং [আত্মা ও জগৎ] তাঁহারই মহিমা ইহা দেখে, তখন বিগত-শোক হয় ।

৩। যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্শ্রয় কর্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান পরম পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য অর্থাৎ বন্ধনভূত সকাম উভয়বিধ কৰ্ম পরিত্যাগ-পূর্বক নির্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন ।

৪। যিনি সমুদায় ভূতের আত্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ; তাঁহাকে যিনি জ্ঞানেন সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হন না

সত্যেন লভাস্তপসা হৈষ আত্মা

সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্ ।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

সত্যমেব জয়তে নানুতং

সত্যেন পশ্চা বিততে দেবযানঃ ।

যেনাক্রমশ্চাযয়ো হ্যাপ্তকামা

যত্র তং সত্যাস্ত্র পরমং নিধানম্ ॥ ৬ ॥

ইতি, ‘আত্মবতিঃ’ পরমাত্মনি এব রতিঃ প্রীতিঃ যন্ত ইতি, ‘ক্রিয়াবান্’ সংকার্য্যশীলঃ [ভবতি], ‘এমঃ’ [সাধকঃ] ‘ব্রহ্মবিদাঃ’ ব্রহ্মজ্ঞানিনাং মদ্যো ‘বরিষ্ঠঃ’ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

[যঃ] ‘জ্যোতির্ম্ময়ঃ’, ‘শুভ্রঃ’ শুদ্ধঃ ‘আত্মা’ ‘অন্তঃ-শরীরে’ শরীরভাষ্টবে [বর্ত্ততে] ‘যং’ [চ] ‘ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি, এমঃ সত্যেন, তপসা, সম্যক্-জ্ঞানেন, নিত্যম্ ব্রহ্মচর্য্যেণ [চ] লভাঃ’ [ভবতি] ॥ ৫ ॥

‘সত্যম্ এব’ ‘জয়তে’ জয়তি, ‘নানুতং’ মিথ্যা ‘ন [জয়তি]’, সত্যেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না । তিনি আত্মক্রীড়া ও আত্মরতি হন অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন, এবং ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ সংকার্য্যশীল হন । ইনিই ব্রহ্মবিশ্ব-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

৫ । যে জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং নির্ম্মল-চিন্ত যতিগণ যাহাকে দর্শন করেন, ইনি সত্য, তপস্বী, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা লভ্য ।

৬ । সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না ; সত্য দ্বারা দেবযান নামক

বৃহচ্চ তদ্বিবামচিস্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাৎ সূদূরে তদিহাস্তিকে চ

পশ্যাৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নানৈর্দে বৈস্তপসা কশ্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধমত্ৰ-

স্বতস্ত তৎ পশ্যতে নিষ্কলং প্যায়মানং ॥ ৮ ॥

‘দেবদানঃ’ অত্রগ্নামকঃ ‘পশ্য’ ‘ষিতত’ বিস্তীর্ণঃ, ‘অনাবৃতদ্বাবঃ’ [ভবতি], ‘দেন’ [পথ্য] ‘আপ্তকামাঃ’ বিগতভুক্ষাঃ ‘শ্বষদঃ’ [তত্র] ‘আক্রমন্তি’ গচ্ছন্তি ‘সত্ৰ’ ‘সত্যাত্ম’ ব্রহ্মণঃ ‘তৎ পরমং’ ‘নিদানং’ পান [অস্তি] ॥ ৬ ॥

‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘বৃহৎ’ ‘দিবাঃ’ স্বপ্নশ্রুত, ‘অচিন্ত্যরূপং চ’, ‘তৎ সূক্ষ্মাৎ’ ‘চ’ অপি ‘সূক্ষ্মতরম বিভাতি’ । ‘তৎ দূরাৎ সূদূরে’ ‘ইহ’ দেহে ‘অস্তিকে’ সমীপে ‘চ’ ‘ইহ’ এব ‘পশ্যাৎস্ব’ জ্ঞানবৎস্ব ‘গুহায়াম্’ হৃদয়ে ‘নিহিতম্’ ॥ ৭ ॥

[সঃ পরমাত্মা] ‘ন চক্ষুষা, ন অপি বাচা, ন অনৈঃ’ ‘দেবৈঃ’ ইন্দ্রিযৈঃ, পথ বিস্তীর্ণ অর্থাৎ অনাবৃত-দ্বার তয়, যদ্বাবা ‘আপ্তকাম’ অর্থাৎ কামনা-বজ্জিত শ্বষিগণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেণ সেই পবন বায়ু যে স্থানে আছে সে স্থানে গমন করেন ।

৭। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ, দিবা অর্থাৎ স্বপ্নশ্রুত, এবং অচিন্ত্যরূপ, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন । তিনি দূর হইতে সূদূরে এবং এখানে নিকটেও আছেন, এবং এখানেই জ্ঞানবান্ পদার্থসমূহের বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত রহিয়াছেন ।

৮। পবনাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেও গ্রাহ্য নহেন, অগ্ৰাণ্

এষোত্তরান্না চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিত্তং সৰ্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

‘তপসা, কৰ্ম্মণা বা গৃহ্যতে’ । [সাধকঃ] ‘জ্ঞানশ্চ’ ‘প্রসাদেন’ নিম্নলতয়া, বিশুদ্ধজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ, ‘বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ বিশুদ্ধাত্ত্বঃকবণঃ সন্ ‘ততঃ’ তদনুযায়ী, ‘তু দ্যায়মানঃ নিষ্কলং তম্’ [পরমাত্মানন্] ‘পশ্যতে’ পশ্যতি ॥ ৮ ॥

‘এষঃ’ ‘অণুঃ’ হৃদ্ব্যঃ ‘আত্মা’ ‘চেতসা’ জ্ঞানেন । তস্মিন্ শরীরে । ‘বেদিতব্যঃ, যস্মিন্ প্রাণঃ’ ‘পঞ্চা’ প্রাণাপানাদিভেদেন ‘সংবিবেশ’ সমাধি-প্রবিষ্টঃ । ‘প্রাণৈঃ’ ইন্দ্রিয়ৈঃ ‘প্রজানাং’ প্রাণিনাং ‘সৰ্বং চিত্তম্’ ‘ওতং’ ব্যাপ্তং, ‘যস্মিন্’ [চিত্তে] ‘বিশুদ্ধে’ [সতি] ‘এষঃ আত্মা’ ‘বিভবতি’ উদ্ভিত্তি, প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

‘বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ শুদ্ধাত্ত্বঃকবণঃ ‘যং যং লোকং মনসা’ ‘সংবিভাতি’ সঙ্কলয়তি,

ইন্দ্রিয়েষণ গ্রাহ্য নহেন, তপশ্চ ও কৰ্ম্মদ্বারা তাহাকে লাভ করা যায় না । জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ নিম্নল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধাত্ত্বঃকবণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিববয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।

৯ । এই হৃদ্ব্য আত্মাকে জ্ঞানদ্বারা সেই শরীরমধ্যে জানিতে হইবে, যেখানে প্রাণবায় প্রাণ-অপানাদি ভেদে পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রাণীদিগের সমগ্র চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই আত্মা প্রকাশিত হন ।

১০ । বিশুদ্ধাত্ত্বঃকবণ ব্যক্তি যে যে লোক মনে মনে সঙ্কল করেন, এবং

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

স্তস্মাদান্নজ্ঞং হর্ষয়েদ্বৃতিকামঃ ॥ ১০ ॥

‘যান্ চ’ ‘কামান্’ ভোগান্ ‘কাময়তে’ প্রার্থয়তে, ‘তং তং লোকং, তান্ চ কামান্’ ‘জয়তে’ প্রাপ্নোতি, ‘তস্মাৎ’ ‘ভৃতিকামঃ’ ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষী ‘আনুজ্ঞম্ হি’ ‘অর্চয়েৎ’ পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

যে যে ভোগ্য বস্তু কামনা করবেন, সেই সেই লোক এবং সেই সেই ভোগ্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন; অতএব ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আনুজ্ঞের পূজা করিবেন।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ পণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—:~:—

স বেদৈতং পরমং ব্রহ্মধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।

উপাসতে পুরুষং যে হাকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভিজ্জায়তে তত্র তত্র ।

পর্যাপ্তকামস্য কৃতাস্থনস্ত

ইহৈব সৰ্বৈ প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥

‘সঃ’ [আশ্রয়ঃ] ‘এতং পরমং’ ‘দাম’ আশ্রয়ম্ ‘ব্রহ্ম’ ‘বেদ’ জানাতি, ‘দত্র বিশ্বং’ ‘নিহিতং’ সমর্পিতম্, [যং চ] ‘শুভ্রং’ শুদ্ধম্ ‘ভাতি’ । ‘যে হি অকামাঃ ধীরাঃ’ [তম্] পুরুষম্ উপাসতে, তে এতং শুক্রম্ ‘অতিবর্তন্তে’ অতিক্রামন্তি,—ন পুনঃ জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

‘যঃ কামান্’ ‘মন্যমানঃ’ চিন্তয়ানঃ ‘কাময়তে, সঃ’ [তৈঃ] ‘কামভিঃ’ কামৈঃ [সহ] ‘তত্র তত্র’ তং-তং-কামভোগোপযোগিনি লোকে ‘জায়তে’ । ‘তু’

১। তিনি অর্থাৎ আশ্রয় এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, যাহাতে সমস্ত আশ্রিত রহিয়াছে, এবং যিনি শুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । যে অকাম জ্ঞানিগণ সেই পুরুষের উপাসনা কবেন, তাঁহারা এই শুক্র অতিক্রম করেন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না ।

২। যে ব্যক্তি কাম্য বস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া সেই সেই বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল কামনা সহ সেই সেই কামভোগো-

নাযমায়া প্রবচনেন লভ্যো।

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমৈবৈষ বৃণতে তেন লভ্য-

স্তশ্রৈষ আয়া বৃণতে তনুং স্বাম্ ॥ ৩ ॥

নাযমায়া বলহীনেন লভ্যো।

ন চ প্রমাদান্তপসো বাপ্যালিঙ্গাং ।

কিন্তু ‘পন্যাপ্তকামস্’ পবি সমন্তাং আপ্তাঃ ব্যাপ্তাঃ কামাঃ যস্য সঃ পন্যাপ্তকামঃ, বাসনাবজ্জিতঃ ইত্যর্থঃ, তস্য ‘কৃতাত্মনঃ’ কৃতঃ নিষ্পন্নঃ আত্মা স্বরূপেণ যস্য সঃ কৃতাত্মা, তস্য সিদ্ধাত্মনঃ প্রকাশিত-স্বরূপস্য ইত্যর্থঃ, ‘সৰ্বে কামাঃ ইহ এব’ ‘প্রবিলীয়ন্তি’ প্রবিলীয়ন্তে ॥ ২ ॥

‘অয়ম্ আত্মা’ ‘প্রবচনেন’ বেদাধ্যাপনেন ‘ন লভ্যঃ’, ‘মেধয়া’ গ্রন্থার্থ-ধারণশক্ত্যা, ‘বহুনা’ শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন [চ ন লভ্যঃ] । ‘যৎ’ [সাধকম্] ‘এব’ ‘এষঃ’ [আত্মা] ‘বৃণতে’ আত্মদর্শনার্থং বরয়তি, ‘তেন’ [ব্রতেন সাধকেন এব এষঃ] ‘লভ্যঃ’; ‘তস্য’ [সমীপে] ‘এষঃ আত্মা’ ‘স্বাং’ স্বকীবাং ‘তনুং’ স্বরূপম্ ‘বৃণতে’ প্রকাশয়তি ॥ ৩ ॥

‘অয়ম্ আত্মা’ ‘বলহীনেন’ আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীৰ্য্য-হীনেন ‘ন লভ্যঃ’, ন পরোক্ষী লোকে ভগ্নগ্রহণ করে । কিন্তু বাসনাবজ্জিত ও প্রকাশিত-স্বরূপ ব্যক্তিব সমুদায় কামনা এখানেই বিলীন হয় ।

৩ । এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণশক্তি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায় না । যাহাকে ইনি অর্থাৎ আত্মা [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাহাদ্বারা ইনি লভ্য, তাহার নিকটে ইনি স্বকীয়া তনু অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন ।

৪ । আত্ম-নিষ্ঠা-জনিত বীৰ্য্য যাহার নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পাবে না । ঔদাস্যদ্বারা এবং সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানদ্বারাও তাহাকে

এতৈরুপায়ৈর্যততে যন্ত বিদ্বাং-

স্তস্মৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৭ ॥

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ে জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সৰ্ব্বগঃ সৰ্ব্বতঃ প্রাপা ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সৰ্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ

সন্ন্যাসযোগাদ যন্তঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

চ 'প্রমাদাং' বিষয়সঙ্গনিমিত্ত-উদ্যোগাং 'না' 'বা' 'অনিচ্ছাং' সন্ন্যাস-
রহিতাং 'তপসং' জ্ঞানাং 'অপি' [সঃ লভা] । 'যঃ তু বিদ্বান্ এতৈঃ'
'উপায়ৈঃ' বীৰ্য্য-অপ্রমাদ-সন্ন্যাসযুক্ত-জ্ঞানৈঃ 'যন্তে তে সা' 'এষা' 'আত্মা'
ব্রহ্মধাম' 'বিশতে' প্রবিশতি ॥ ৪ ॥

'এনম্' এতং 'সম্প্রাপ্য ঋষয়ঃ জ্ঞানতৃপ্তাঃ' কৃতাত্মান প্রকাশিত-
স্বরূপাঃ 'বীতরাগাঃ' অনাশক্তাঃ, 'প্রশান্তাঃ' [চ ভবন্তি] । 'তে' 'যুক্তাত্মানঃ'
সমাহিতচিত্তাঃ 'ধীরাঃ' 'সৰ্ব্বগঃ' সৰ্ব্বব্যাপিনম্ ব্রহ্ম 'সৰ্ব্বতঃ' সৰ্ব্বত্র 'প্রাপা'
'সৰ্বাঃ' সম্যক্ 'এব' [তন্] 'আবিশন্তি ॥ ৫ ॥

'বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ' বেদান্তবিজ্ঞানগ্ৰা অর্থঃ বিষয়ঃ ব্রহ্ম
লাভ করা যায় না । কিংযে যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে, অর্থাৎ
বীৰ্য্য, অপ্রমাদ এবং সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞান, এই দ্বিবিধ উপায়ে দত্ত করেন,
তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ কবে ।

৫। ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত প্রকাশিত-স্বরূপ ও
প্রশান্ত হন । সেই সমাহিতচিত্ত জ্ঞানীরা সৰ্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে সৰ্ব্বত্র প্রাপ্ত
হইয়া সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহাতে প্রবেশ করেন ।

৬। বেদান্ত বিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন,

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্ব্বে ॥ ৬ ॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা

দেবাশ্চ সৰ্ব্বে প্রতিদেবতাসু ।

কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেহব্যয়ে সৰ্ব্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥

যথা নদাঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে-

হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

ইত্যর্থঃ, স্থনিশ্চিতং স্থবিজ্ঞাতং যৈঃ তে, 'সন্ন্যাসযোগাৎ' 'শুদ্ধসত্ত্বাঃ' 'শুদ্ধ-
স্বভাবাঃ', 'পরামৃতাঃ' পরম অমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ, 'তে সৰ্ব্বে [যতয়ঃ] 'পরান্ত-
কালে' সংসারাবসানে 'ব্রহ্মলোকেষু' ব্রহ্ম এব লোকঃ, তস্মিন্ সাধকানাং
বহুত্বাৎ যৎ বহুবৎ দৃশ্যতে, 'পরিমুচ্যন্তে' সম্যক মুক্তাঃ ভবন্তি ॥ ৬ ॥

[তেষাং] 'পঞ্চদশ' পঞ্চদশ-সংখ্যাকাঃ 'কলাঃ' প্রাণাদি-দেহভাগাঃ
[তাসাং] 'প্রতিষ্ঠাঃ' কারণান্ 'গতাঃ' [ভবন্তি], 'সৰ্ব্বে' 'দেবাঃ' ইন্দ্রিয়াণি 'চ'
'প্রতিদেবতাসু' স্ব-স্ব-দেবতাসু, আদিত্যাদিষু [গতাঃ ভবন্তি] । [তেষাং]
'কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা চ সৰ্ব্বে পরে অব্যয়ে [ব্রহ্মণি] একীভবন্তি' ॥ ৭ ॥

'যথা' 'সান্দমানাঃ' গচ্ছন্ত্যাঃ 'নদাঃ' নামরূপে 'বিহায়' হিত্বা 'সমুদ্রে'

সন্ন্যাস যোগদ্বারা যাঁহারা শুদ্ধস্বভাব হইয়াছেন, যাঁহারা পরম অমৃতত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বতিগণ মহৎ অন্তকালে অর্থাৎ সংসারদশা শেষ
হইলে ব্রহ্মলোকসমূহে অর্থাৎ সাধকগণের বহুত্ববশতঃ যে ব্রহ্মরূপ লোক
বহু বলিয়া বোধ হয় তাঁহাতে সম্যকরূপে মুক্ত হন ।

৭। তাঁহাদের পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ প্রাণাদি দেহভাগ তাঁহাদের
কারণসমূহে চলিয়া যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয় আপন আপন দেবতায় অর্থাৎ
আদিত্যাদিতে চলিয়া যায় । তাঁহাদের কৰ্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সমুদয়
শ্রেষ্ঠ অব্যয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮ ॥

স যো হ বৈ তং পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

নাস্ত্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি ।

তরতি শোকং তরতি পাপানান্

গুহ্যগ্রন্থিভ্যা বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥

তদেতদচাভ্যাক্তম্—

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বতে একসিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ ।

‘অন্তঃ’ ‘অদর্শনঃ’ ‘গচ্ছন্তি’ প্রাপ্নুবন্তি, ‘তথা’ বিদ্বান্ নামরূপাঃ বিমুক্তাঃ
পরাংপরং দিব্যং পুরুষম্ ‘উপৈতি’ উপগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

‘যঃ হ তং পরমং ব্রহ্ম’ ‘বেদ’ জানাতি, ‘সঃ বৈ ব্রহ্ম এব ভবতি’ অস্তু
কুলে [কশ্চিদপি] অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি । [সঃ] শোকং তরতি, ‘পাপানান্’
পাপাণাং ‘তরতি’, ‘গুহ্যগ্রন্থিভ্যাঃ’ অবিজ্ঞাবাসনাময়-হৃদয়-গ্রন্থিভ্যাঃ ‘বিমুক্তাঃ
[সন্] অমৃতঃ ভবতি’ ॥ ৯ ॥

৮ । যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ৬ রূপ পবিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে
অদৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ৬ রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
পরাংপর দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন ।

৯ । যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি একই হন । তাহার কুলে
কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না । তিনি শোক ৬ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন,
এবং [অবিজ্ঞাবাসনাময়] হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হন ।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চৌর্ণম্ ॥ ১০ ॥

তদেতং সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচৌর্ণব্রতোহধীতে ।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

‘তং এতং’ [বিদ্যাসম্প্রদান-বিধানম্] ‘ঋচা’ মন্ত্বে ‘অভ্যাক্তম্’
অভিপ্রকাশিতম্,—

• [যে ক্রিয়াবন্তঃ বথোক্তকর্মাণুষ্ঠানযুক্তাঃ, ‘শ্রোত্রিয়াঃ’ বেদজ্ঞাঃ ‘ব্রহ্ম-
নিষ্ঠাঃ’ ‘শ্রদ্ধবন্তঃ’ শ্রদ্ধাবান্ [সন্তুঃ] ‘একর্ণম্’ একর্ষিনামানন্ অগ্নিঃ
‘জুহ্বতে’ জুহ্বতি,—অগ্নয়ে আহুতিং দদতি, ‘যৈঃ’ ‘তু’ চ ‘বিধিবৎ’
‘শিরোব্রতং’ শিরসি অগ্নিধারণাদিলক্ষণম্ ব্রতং ‘চৌর্ণম্’ অল্পস্থিতম্, ‘তেষাম্’
এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত’ ॥ ১০ ॥

‘ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ পুবা তং এতং [সত্যম্ বিজ্ঞানম্] উবাচ’ ; ‘অচৌর্ণব্রতঃ’
ন চৌর্ণম্ অল্পস্থিতম্ ব্রতং যেন ইতি ‘এতং ন অদীতে’ । ‘নমঃ’ ‘পরমঋষিভ্যঃ’
যেভ্যঃ এষা ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্যাক্রমেণ সম্প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

১০ । মন্ত্রদ্বারা এই [বিদ্যাসম্প্রদান-বিধি] প্রকাশিত হইয়াছে,—
“যে ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষি নামক
অগ্নিতে আহুতি দান করেন, এবং ষাঁহার ষথাবিধি শিরোব্রত অর্থাৎ
যাহাতে মন্তুকে অগ্নিধারণ প্রভৃতি করিতে হয় সেই ব্রত অনুষ্ঠান করেন,
তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে” ।

১১ । ঋষি অঙ্গিরা পূর্বে এই সত্য বিজ্ঞান কহিয়াছিলেন, যে ব্রত
অনুষ্ঠান করে না, সে ইহা অদায়ন কবিবে না। [ষাঁহাদিগের হইতে
এই ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্যাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই] পরম ঋষিগণকে
নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার ।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়াঃ খণ্ডঃ ।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ।

অথর্ববেদীয়া

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

—:~:—

ওমিতোদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্যোপবাখ্যানম্—

ভূতং ভবন্তুবিষাদিতং সৰ্বমোঙ্কার এব ।

যচ্চাত্ত্রিককালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

সৰ্বং হোতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সেহিয়মাত্মা চতুষ্পাদং ॥ ২ ॥

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-

মুখঃ স্থূলভূগ্ বৈশ্বানরঃ প্রাণমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

‘ও’ ইতি এতৎ অক্ষরম্-ইদং সৰ্বম্’, ‘তস্যা’ ‘উপবাখ্যানং’ বিস্পষ্ট-
প্রকথনম্—‘ভূতম্’ অতীতম্, ‘ভবং’ বহুমানম্ ‘ভবিষ্যৎ’ ইতি সৰ্বম্ ওকার-
এব’। ‘যৎ চ অত্মং’ ‘ত্রিকালাতীতং’ প্রকৃত্যাদি ‘তৎ’ অপি ওকারঃ এব ॥১॥

‘সৰ্বং হি এতৎ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা’ এক, সঃ অয়ম্ আত্মা ‘চতুষ্পাদং’
বক্ষ্যমাণ-চতুর্মাাত্রাবিশিষ্টঃ ॥ ২ ॥

‘জাগরিতস্থানঃ’ জাগ্রদবস্থায়ঃ অবিষ্টাভা, ‘বহিঃপ্রজ্ঞঃ’ বহিঃবিষয়ে
প্রজ্ঞা যন্ত ইতি বহিঃবিষয়াবভাসকঃ ইত্যর্থঃ, ‘সপ্তাঙ্গঃ’ স্বর্গঃ মৃত্তক, স্থয়াঃ
চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, অন্নজলে উদরম্, আকাশঃ মদ্যাদেশঃ, পৃথিবী পাদো

১। ও এই অক্ষরই অর্থাৎ এই অক্ষর-সূচিত ব্রহ্মই এই সমুদয় ।
ইহার অর্থাৎ ওকারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে ভূত, বহুমান এবং ভবিষ্যৎ
এই সমুদয়ই ওকার ।

২। এই সমুদয়ই এক । এই আত্মা ব্রহ্ম । সেই এই আত্মা
চতুষ্পাদ অর্থাৎ পশ্চাৎ বর্ণনীয় চারি-অবস্থা-বিশিষ্ট ।

৩। জাগ্রদবস্থার অবিষ্টাভা, বহিঃপ্রজ্ঞা অর্থাৎ বহিঃবিষয়ের জ্ঞাতা,
বহিঃবিষয়-অবভাসক, সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্গ মৃত্তক, স্থয়া চক্ষু, বায়ু
প্রাণ, অন্ন ও জল উদর, আকাশ মদ্যাদেশ, পৃথিবী পাদ, এই সপ্তাঙ্গ

স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-

মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ত তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যাতি

ইতি সপ্তাঙ্গানি যন্ত সং, 'একোনবিংশতিমুখঃ' জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, কশ্মেন্দ্রিয়াণি ৫ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ, চিত্তম্ ইতি একোনবিংশতিঃ উপলব্ধি-দ্বারাণি যন্ত সং, 'স্থূলভুক্ত' শব্দাদীন স্থূলান্ : বিষয়ান্ ভুঙ্তে ইতি, 'বৈশ্বানরঃ' বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ, বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ ইত্যর্থঃ 'প্রথমঃ পাদঃ' ॥ ৩ ॥

'স্বপ্নস্থানঃ' স্বপ্নাবস্থায়ঃ অধিষ্ঠানঃ, 'অন্তঃপ্রজ্ঞঃ' বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষম্ ননোমাত্রাগ্রাহেষু বিষয়েষু প্রজ্ঞা যস্য ইতি, 'সপ্তাঙ্গঃ' 'একোনবিংশতিমুখঃ' স্থূলবিষয়ঃ মুখানি ৮ মনসি বিলীনাঃ সন্তঃ বর্তন্তে, অতঃ বৈশ্বানরবৎ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ ইতি, 'প্রবিবিক্তভুক্ত' প্রবিবিক্তান্ স্বপ্নান্ বিদগ্মান্ ভুঙ্তে ইতি, 'তৈজসঃ' তৈজঃ বিষয়শূন্য বাসনাময়ী প্রজ্ঞা, তস্যাং বিষয়িষ্মৈন ভবতি ইতি তৈজসঃ 'দ্বিতীয়ঃ পাদঃ' ॥ ৪ ॥

'যত্র' যস্যাম্ অবস্থায়াম্ 'স্বপ্নঃ' [লোকঃ | কং চন কামং ন কাময়তে, যাহার, একোনবিংশতিমুখ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই ঊনবিংশতি উপলব্ধিদ্বার যাহার, স্থূলভুক্ত অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ভোগী বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্বরূপ পুরুষ প্রথম পাদ ।

৪ । স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞা অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ ননোমাত্র গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ অর্থাৎ মনে বিলীনাবস্থায় বর্তমান সপ্তাঙ্গ ও ঊনবিংশতি মুখযুক্ত, স্বপ্নবিষয়ের ভোক্তা, তৈজস্ অর্থাৎ তৈজ নামক বিষয়শূন্য বাসনাময়ী প্রজ্ঞাতে যিনি বিষয়ীরূপে বর্তমান থাকেন, তিনি দ্বিতীয় পাদ ।

৫ । যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া লোকে কোনও কামা বস্তু কামনা করে না

তৎ সুষুপ্তম্ । সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো
হানন্দভূক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞতৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ সৰ্বেশ্বর এষ সৰ্বজ্ঞ এবোতন্তর্যামোষ যোনিঃ সৰ্বশ্চ
প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্ ॥ ৫ ॥

নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন
প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ । অদৃষ্টমব্যবহাযামগ্রাহ্যমলক্ষণমচিস্ত্যামব্যাপ-
'ক্ চ স্বপ্নং ন পশ্চতি, তৎ সুষুপ্তম্' । 'সুষুপ্তস্থানঃ' সুষুপ্তাধিষ্ঠাতা, 'একী-
ভূতঃ' জাগরিতে স্বপ্নে চ পৃথক্ পৃথক্ অল্পভূতং প্রাপঞ্চং বিশ্বং যস্মিন্ একী-
ভবতি সঃ 'প্রজ্ঞানঘনঃ' বিবিধ-বস্তুনাং বিবিধানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানি
ইব যস্মিন্ বর্তন্তে সঃ, 'এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভূক্' 'চেতোমুখঃ' চেতঃ
বোধঃ মুখম্ অল্পভবদ্বারং বস্তু ইতি, 'প্রাজ্ঞঃ' বিশিষ্ট-প্রজ্ঞাযুক্তঃ 'তৃতীয়-
পাদঃ' ॥ ৫ ॥

'এষঃ সৰ্বেশ্বরঃ, এষঃ সৰ্বজ্ঞঃ', এষঃ অন্তর্যামী, এষঃ সৰ্বশ্চ 'যোনিঃ'
উৎপত্তিস্থানঃ, 'ভূতানাঃ' 'প্রভবঃ' উৎপত্তি-কাৰণম্, 'অপাযঃ' প্রলয়-
কাৰণং চ ॥ ৬ ॥

'ন অস্তঃপ্রজ্ঞম্, ন বহিঃপ্রজ্ঞম্' 'ন উভয়তঃপ্রজ্ঞম্' ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ

কোনও স্বপ্ন দেখে না। তাহা সুষুপ্তি । সুষুপ্তিব অধিষ্ঠাতা, একীভূত
অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় পৃথক পৃথক্ রূপে অল্পভূত প্রাপঞ্চ বিশ্ব
যাহাতে একীভূত হয়, প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিবিধ বস্তুব বিবিধ জ্ঞান
ঘনীভূতের গ্ৰায হইয়া যাহাতে বর্তমান থাকে, আনন্দময়, আনন্দভূক্
এবং চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাহার মুখ বা অল্পভবদ্বার, সেই প্রাজ্ঞ
অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনিই তৃতীয় পাদ ।

৬ । ইনি সৰ্বেশ্বর, ইনি সৰ্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সমুদায়ের উৎ-
পত্তিস্থান, এবং ভূতসমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ ॥ ৬ ॥

দেশ্যমেকাগ্রপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

সৌতরমায়াহধ্যক্ষরমোক্ষারোহধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ
পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

অন্তরালাবস্তায়ুক্তম্, 'ন প্রজ্ঞানঘনম্' 'ন প্রজ্ঞং' ন দ্বৈতভাবাত্মকজ্ঞানযুক্তম্,
'ন অপ্রজ্ঞম্' ন অচেতনম্, 'অদৃষ্টম্' 'অব্যবহার্যম্' অবিসয়ত্বাৎ ব্যবহার্য-
ত্বীতম্, 'অগ্রাহ্যং' কস্মৈন্দ্রিয়স্য অবিসয়ম্, 'অলক্ষণং' দ্বৈতসম্বন্ধবাহিত্যাৎ
বর্ণনাতীতম্, 'অচিন্ত্যম্', 'অব্যাপদেশম্', অনিৰ্দ্ধারণীয়ম্, 'একাগ্র-প্রত্যয়-
সারং জাগ্রদাগ্রবস্তান্ত একঃ অয়ম্ আত্মা বর্ততে ইতি প্রত্যয়বিসয়ম্,
'প্রপঞ্চোপশমং' রূপ-রসাদি পঞ্চবিধ-বিষয়াঃ উপশান্তাঃ যস্মিন্, বিষয়-
ত্বীতম্ ইত্যর্থঃ, 'শান্তম্' বাগদেবাদিরহিতম্, 'শিবং' মঙ্গলম্, 'অদ্বৈতম্'
[ইতি এব' রূপং পরমাশ্রয়ং জ্ঞানিং] 'চতুর্থং মন্যন্তে ; সঃ আত্মা, সঃ'
'বিজ্ঞেয়ঃ' বিশেষণে জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৭ ॥

'সঃ অয়ম্ আত্মা' 'অধ্যক্ষবম্' ও ইতি অক্ষরম্ অধিকৃত্য বর্ততে ইতি,

৭। যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ অর্থাৎ
জাগ্রৎস্থপেব অন্তরালাবস্তায়ুক্ত নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ অর্থাৎ
দ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত নহেন, অপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচেতন নহেন, যিনি অদৃষ্ট,
অব্যবহার্য অর্থাৎ অবিসয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যবহার্যত্বীত, অগ্রাহ্য অর্থাৎ
কস্মৈন্দ্রিয়ার অবিসয়, অলক্ষণ অর্থাৎ দ্বৈত সম্বন্ধ না থাকা হেতুক বর্ণনা-
তীত, অচিন্ত্য, অনিৰ্দ্ধারণীয়, যিনি একাগ্রপ্রত্যয়ের বিষয়, অর্থাৎ জাগ্র-
দাদি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন এই প্রত্যয়-গম্য, রূপ-রসাদি
পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত অর্থাৎ বাগ-দেবাদি রহিত, মঙ্গলস্বরূপ,
এব' অদ্বৈত, তাহাকে জ্ঞানিগণ চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা,
তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। এই আত্মা ও এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ এই

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তুরাদিমহাদ্
ব্যাপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥৯॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকষাভূভয়হাদোৎ-

ও ইতি অক্ষররূপেণ বর্ণ্যমাণঃ ইত্যর্থঃ [স:] ‘উকারঃ’, [স:] ‘অদিমাত্রম্’
পশ্চাৎ কাথতবাং মাত্রাত্রয়ম্ অনিকৃত্য বহুতে ইতি, [আগ্নয়ঃ যে]
‘পাদাঃ’ [তে এব উকারস্ত] ‘মাত্রাঃ’, [উকারস্ত] ‘অকাবঃ, উকাবঃ নকাবঃ
ইতি মাত্রাঃ চ’ [আগ্নয়ঃ] ‘পাদাঃ’ ॥ ৮ ॥

জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ প্রথমা মাত্রা অকাবঃ, ‘আপ্তেঃ’ আপ্তিঃ
ব্যাপ্তিঃ, তস্য বশাৎ, যথা অকাবোণ সৰ্বা বাকু ব্যাপ্তা তথা বৈশ্বানরোণ
জগৎ ব্যাপ্তম, ইতি সাধারণত্বাৎ ইত্যর্থঃ, ‘অদিমাত্রাঃ’ যথা অকাবঃ
সকলবর্ণানাম্ আদিঃ, তথা বৈশ্বানরঃ পাদানাম্ আদিঃ, ইতি সামান্যাৎ
‘বা’। ‘ং’ এবম্ বেদে, সং হ বৈ সৰ্বান কামান্ আপ্নোতি, [মহতাঃ]
‘আদিঃ’ প্রথমঃ ‘চ ভবতি’ ॥ ৯ ॥

অক্ষররূপে বর্ণ্যমাণ, তিনি উকার, তিনি। পশ্চাৎ কাথতবাং মাত্রাত্রয়
অনিকৃত্য কবিয়া আছেন। আগ্নাব যে সমস্ত পাদ তাহাষ্ট উকাবোণ
মাত্রা, এবং উকারের অকাব, উকাব, নকাব এই মাত্রাসমূহই আগ্নার
পাদ। ৮।

৯। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকাব; তাহাব
কাবোণ ব্যাপ্তি ও অদিমাত্র অর্থাৎ যেমন অকাবদ্বাবা সমুদায় বাক্য
ব্যাপ্ত আছে, তেমনি বৈশ্বানর-কৃত্তক সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত আছে, আর
যেমন অকার সমুদায় বর্ণের আদি, তেমনি বৈশ্বানর পাদসমূহের আদি,
এই সাধারণত্ব হেতুতেই অকার ও বৈশ্বানরোণ একত্ব। যিনি একুপ
জানেন, তিনি সমুদয় কামা বস্তু লাভ করেন এবং [মহত্বদিগের] মধ্যে
প্রথম হন।

কর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসমুত্তিঃ সমানশ্চ ভবতি নাস্ত্যত্রক্ষবিৎ কুলে
ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

স্বষ্প্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্থতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা
মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

‘স্বপ্তস্থানঃ তৈজসঃ দ্বিতীয়া মাত্রা উকারঃ’, ‘উৎকর্ষাৎ’ অকারাৎ
উৎকৃষ্টঃ ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসঃ বৈশ্বানরাৎ ; ‘উভয়ত্যাৎ’ মধ্য-
বর্ত্তিত্যাৎ—যথা অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থঃ উকারঃ, তথা বিশ্বপ্রাজ্ঞয়োঃ
মধ্যে তৈজসঃ ‘বা’, ‘যঃ এবং বেদ সঃ’ ‘জ্ঞানসমুত্তিঃ’ বিজ্ঞান-সমূহান্
‘উৎকর্ষতি’ বর্দ্ধয়তি, ‘সমানঃ’ শত্রুমিত্রয়োঃ তুল্যাঃ চ ভবতি ; ‘অস্ত্র কুলে
[কশিৎ অপি] অত্রক্ষবিৎ ন ভবতি’ ॥ ১০ ॥

‘স্বষ্প্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ,’ ‘মিতেঃ’ ‘মিতিঃ’ পরিমাণং,
তস্মাৎ হেতোঃ,—স্বষ্প্তৌ বৈশ্বানরঃ তৈজসঃ চ প্রাজ্ঞে প্রবিশতি,
জাগ্রতি তু তস্মাৎ নির্গচ্ছতি, এবং প্রবেশনির্গমভ্যাম্ প্রাজ্ঞঃ বৈশ্বানর-
তৈজসৌ পরিদীয়তে ইব . তথা ঔকারস্য উচ্চারণান্তে অকার-উকারৌ
মকাবে প্রবিশতে, উচ্চারণারম্ভে তু নির্গচ্ছতে, অত্র চ মিতি-সাদৃশ্যম্ ; এতৎ-
সামান্যং প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ একত্বম্ ইত্যর্থঃ । ‘অপীতেঃ’ ‘অপীতিঃ’ অপায়ঃ

১০ । স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার ; তাহার কারণ
উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ব, অর্থাৎ যেমন অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট, এবং
যেমন উকার অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও
প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ ; এই সাধারণত্ব হেতুতে তৈজস ও উকারের একত্ব ।
যিনি একরূপ জানেন, তিনি স্বকীয় জ্ঞানসমূহ বৃদ্ধি করেন, শত্রু-মিত্রের
সম্বন্ধে সমান হন এবং তাঁহার কুলে অত্রক্ষবিৎ জন্মে না ।

১১ । স্বষ্প্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় মাত্রা মকার ; তাহার কারণ
পরিমাণ বা একীভাব, অর্থাৎ স্বষ্প্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত
এবমেকার আত্মৈব সংবিশত্যা আত্মানাং য এবং বেদ য এবং
বেদ ॥ ১২ ॥

৭৫৪৫ ০১ ২৫/৪২

একীভাবঃ, তস্মাৎ হেতোঃ—যথা স্মৃপ্তৌ বৈশ্বানর-তৈজসৌ, প্রাজ্ঞে
একীভবতঃ, তথা ঔকারোচ্চারণান্তে অকার-উকারৌ মকারে
একীভবতঃ ইব, 'বা' যঃ এবং বেদ, সঃ হ বৈ ইদং সৰ্ব্বং 'মিনোতি'
যাথাহ্মাং জানাতি 'অপীতি' জগৎকারণাত্মা 'চ ভবতি' ॥ ১১ ॥

'অমাত্রঃ' মাত্রাশূন্যঃ 'চতুর্থঃ, অব্যবহার্যঃ, প্রপঞ্চোপশমঃ, শিবঃ,
অদ্বৈতঃ এবম্ ঔকারঃ এব আত্মা'। 'যঃ' এবং বেদ, [সঃ] আত্মনা'
'আত্মানাং' পরমাত্মানাং 'সংবিশতি যঃ এবং বেদ, যঃ এবং বেদ' ॥ ১২ ॥

প্রবেশ করেন এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হন, এই প্রবেশ-
নির্গমের দ্বারা প্রাজ্ঞ যেন বৈশ্বানর ও তৈজসকে পরিমাণ করেন,
তেমনি, ঔকারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করে,
এবং উচ্চারণান্তে পুনরায় বহির্গত হয়, এস্থলেও পরিমাণক্রিয়ার সাদৃশ্য
আছে; আর যেমন স্মৃপ্তিতে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হন,
তেমনি ঔকারোচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত
হয়,—এই সাধারণত্ব বশতঃ প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব। যিনি একরূপ
জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সমুদয় জগৎ যথার্থরূপে জানেন এবং
জগৎকারণাত্মা হন, অর্থাৎ জগৎকারণের সহিত একীভূত হন।

১২। মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য, বিষয়াতীত, মঙ্গল-স্বরূপ ও
অদ্বৈত, একরূপ ঔকারই আত্মা। যিনি একরূপ জানেন, তিনি আত্মদ্বারা
আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

